

উপাধান। চলন শব্দের অর্থ গমন, ভ্রমণ, সঞ্চালন, স্পন্দন, প্রচলন, রেওয়াজ, প্রথা, ধারা ইত্যাদি।

০৬. শরতের শিশির—বাগধারাটির অর্থ কী? (৪০তম বিসিএস)

- ক. সুসময়ের বন্ধু খ. সুসময়ের সঞ্চয়
গ. শরতের শোভা ঘ. শরতের শিউলি ফুল **উ—ক**

ব্যাখ্যা : শরতের শিশির— সুসময়ের বন্ধু। এছাড়াও দুধের মাছি বাগধারার অর্থ সুসময়ের বন্ধু।

০৭. শিব রাত্রির সলতে— বাগধারাটির অর্থ কী? (৪০তম বিসিএস)

- ক. শিবরাত্রির আলো খ. একমাত্র সঞ্চয়
গ. একমাত্র সন্তান ঘ. শিবরাত্রির গুরুত্ব **উ—গ**

ব্যাখ্যা : শিব রাত্রির সলতে— বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান বা জীবিত বংশধর।

০৮. প্রোষিতভর্তৃকা— শব্দটির অর্থ কী? (৪০তম বিসিএস)

- ক. ভর্তৃসনাতভর্তৃকা
খ. যে নারীর স্বামী বিদেশে অবস্থান করে
গ. ভূমিতে প্রোথিত তরুণ
ঘ. যে বিবাহিতা নারী পিত্রালয়ে অবস্থান করে **উত্তর—খ**

ব্যাখ্যা : যে নারীর স্বামী বিদেশে অবস্থান করে— প্রোষিতভর্তৃকা। যে নারী (বিবাহিত বা অবিবাহিত) চিরকাল পিতৃগৃহবাসিনী- চিরন্ত। যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে— প্রোষিতপত্নীক বা প্রোষিতভার্য। ভর্তৃসনাত্রাণ্ড যে নারী- ভর্তৃসিতা।

০৯. বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি? (৪০তম বিসিএস)

- ক. কারক খ. লিখিত
গ. বেদনা ঘ. খেলনা **উত্তর—ঘ**

ব্যাখ্যা : $\sqrt{\text{খেল}} + \text{অনা} = \text{খেলনা}$ (বাংলা কৃৎ প্রত্যয়)। কারক, লিখিত, বেদনা সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ।

১০. 'Attested' এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? (৪০তম বিসিএস)

- ক. সত্যায়িত খ. প্রত্যয়িত
গ. সত্যায়ন ঘ. সংলগ্ন/সংলাগ **উত্তর—ক/খ**

ব্যাখ্যা : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান ও English-Bangla Dictionary অনুযায়ী Attested — সত্যায়িত/প্রত্যয়িত। ড. হায়াৎ মামুদ স্যার কর্তৃক রচিত 'উচ্চতর স্বনির্ভর বিশুদ্ধ ভাষা-শিক্ষা' ব্যাকরণ বই অনুসারে Attested এর বাংলা পরিভাষা প্রত্যয়িত। বাংলা একাডেমি প্রশাসনিক পরিভাষা গ্রন্থ অনুযায়ী Attested এর পরিভাষা সত্যায়িত এবং Certified এর পরিভাষা প্রত্যয়িত। অপশনগুলো বিশ্লেষণ করে মনে হচ্ছে পিএসসি 'সত্যায়িত' গ্রহণ করতে পারে।

১১. কোনটি শুদ্ধ বানান? (৪০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি)

- ক. প্রজ্জল খ. প্রোজ্জল
গ. প্রোজ্জল ঘ. প্রোজ্জল **উত্তর—ঘ**

ব্যাখ্যা : শুদ্ধ বানান— প্র + উজ্জল = প্রোজ্জল

১২. 'জোছনা' কোন শ্রেণীর শব্দ? (৪০তম বিসিএস প্রিলি)

- ক. যৌগিক খ. তৎসম
গ. দেশী ঘ. অর্ধ-তৎসম **উত্তর—ঘ**

ব্যাখ্যা : জোছনা একটি অর্ধ-তৎসম শব্দ। বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়, এগুলোই অর্ধ-তৎসম শব্দ। যেমন : জ্যোৎস্না < জ্যোছনা, শ্রাদ্ধ < ছেরাদ্ধ, গৃহিণী < গিন্নী, বৈষ্ণব < বোষ্টম, কুৎসিত < কুচ্ছিত।

যে শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ। তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। 'তৎ' অর্থ তার এবং 'সম' অর্থ সমান অর্থাৎ তৎসম অর্থ 'সংস্কৃতের সমান'। উদাহরণ: চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য, ক্ষুধা, পদ্ম, অন্ন, নিমন্ত্রণ, স্বামী, পুত্র, খাদ্য ইত্যাদি।

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন: কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত রয়েছে। এ শব্দগুলোই দেশি শব্দ হিসেবে পরিচিত। অনেক সময় এসব শব্দের মূল নির্ধারণ করা যায় না; কিন্তু কোন ভাষা থেকে এসেছে তার হদিস মেলে। যেমন : কুড়ি – কোল ভাষা, পেট – তামিল ভাষা, চুলা – মুন্ডারী ভাষা। এরূপ কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, চোঙ্গা, ডিঙ্গা, ঢেঁকি ইত্যাদি দেশি শব্দ।

যেমন: আরও কিছু দেশি শব্দের উদাহরণ:

জীবজন্তু ও পশুপাখি	খেকশিয়াল, বাবুই, নেংটি, হাঁড়ি, হোল, হুতুম ইত্যাদি।
গৃহস্থালি ও প্রয়োজনীয়	খালুই, চাড়ি, চিমটা, ঝাটা, ঢেঁকি, পাতিল, বাখারি, বাতা, বিচালি, দরজা ইত্যাদি।
ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্য	কচু, উচ্ছে, ইচড়, জলপাই, ফোঁপড়, টেপারি, ধুন্দল, লাউ, থানকুনি, খোড়, নটে, আমানি, মালপো, বাতাসা, জারুল, ধনিচা, নিসিন্দা, হোগলা ইত্যাদি।
মাছ	টেংরা, চেলা, পারশে, পোনা, বাটা, লেঠা, বিঠা, গজাল, কাতলা ইত্যাদি।
জিনিসপত্র	সেঁউতি, ঢোল, কুলা ইত্যাদি।
অন্যান্য শব্দ	কুড়ি, ট্যাঙ্গা, ডাব, ঝোল, ডাম, মুড়ি, বাদুড়, আলু, ডেলা, বড়শি, সড়কি, কুড়ি, জাউ, ঝোল, ঝিনুক, ঢোল ইত্যাদি।

১৩. 'জিজীবিষা' শব্দটি দিয়ে বোঝায়— (৪০তম বিসিএস প্রিলি)

- ক. জয়ের ইচ্ছা খ. হত্যার ইচ্ছা
গ. বেঁচে থাকার ইচ্ছা ঘ. শোনার ইচ্ছা **উত্তর—গ**

ব্যাখ্যা : জিজীবিষা — বেঁচে থাকার ইচ্ছা। জয়ের ইচ্ছা— জিগীষা, হত্যার ইচ্ছা— জিঘাংসা।

১৪. 'সর্বসঙ্গীণ' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়— (৪০তম বিসিএস)

- ক. সর্বঙ্গ + ঙ্গন খ. সর্ব + অঙ্গীন
গ. সর্ব + ঙ্গীন ঘ. সর্বঙ্গ + ঙ্গন **উত্তর—ঘ**

ব্যাখ্যা : ঙ্গন প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ : সর্বঙ্গ + ঙ্গন = সর্বসঙ্গীণ।

১৫. অন্যের রচনা থেকে চুরি করাকে বলা হয়—(৪০তম বিসিএস)

- ক. বেতসবৃত্তি খ. পতঙ্গবৃত্তি
গ. জলৌকাবৃত্তি ঘ. কুস্তিলকবৃত্তি **উত্তর—ঘ**

ব্যাখ্যা : সাহিত্য বা সঙ্গীতে অন্যের রচনাকে নিজের বলে চালানোকেই কুস্তিলকবৃত্তি বা কুস্তিলকবৃত্তি বলা হয়।

১৬. উর্গনাত— শব্দটি দিয়ে বুঝায়— (৪০তম বিসিএস প্রিলি)

- ক. টিকটিকি খ. তেলেপোকা
গ. উইপোকা ঘ. মাকড়সা **উত্তর—ঘ**

ব্যাখ্যা : উর্গনাত – উর্গা নাভিতে যার (মাকড়সা)

৩৯তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান

০১. 'Hand out' এর শুদ্ধ পরিভাষা হচ্ছে—

- ক. জ্ঞাপনপত্র খ. তথ্যপত্র
গ. প্রচারপত্র ঘ. হস্তপত্র **উত্তর—ক**

ব্যাখ্যা : 'Hand out' এর অর্থ জ্ঞাপনপত্র। প্রচারপত্র এর পারিভাষিক শব্দ 'Hand bill'.

০২. কোন উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত?

- ক. উপভোগ খ. উপগ্রহ
গ. উপসাগর ঘ. উপনেতা **উত্তর—ক**

ব্যাখ্যা : গ্রহ, সাগর, নেতা প্রভৃতি শব্দগুলোর পূর্বে 'উপ' উপসর্গটি ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অপরপক্ষে ভোগ শব্দটির পূর্বে 'উপ' উপসর্গটি 'বিশেষ' অর্থ প্রকাশের জন্য সংযুক্ত হয়েছে। তাই চারটি শব্দের মধ্যে 'উপভোগ' শব্দটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত।

০৩. আগুনের সমার্থক শব্দ কোনটি?

- ক. অনল খ. অংশু
গ. জ্যোতি ঘ. ভাতি **উত্তর—ক**

ব্যাখ্যা : 'আগুন' শব্দটির সমার্থক শব্দ অগ্নি, অনল, পাবক, বহি, হুতাশন, দহন, সর্বভুক, বৈশ্বানর, হেমাগ্নি, কুশানু, বিভাবসু, শিখা প্রভৃতি। 'অংশু' শব্দটির সমার্থক শব্দ কিরণ, রশ্মি, প্রভা প্রভৃতি। 'জ্যোতি' শব্দটির সমার্থক শব্দ আলোক, দীপ্তি। 'ভাতি' এর সমার্থক শব্দ উজ্জ্বলতা।

০৪. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কী বলে?

- ক. নাম পদ খ. মৌলিক শব্দ
গ. কৃদন্ত শব্দ ঘ. প্রাতিপদিক **উত্তর—ঘ**

ব্যাখ্যা : ক্রিয়া পদের মূলকে বলা হয় 'ক্রিয়া প্রকৃতি'। নাম পদের মূলকে বলা হয় 'নাম প্রকৃতি'। ক্রিয়া প্রকৃতিকে বলা

হয় 'ধাতু'। বিভক্তিহীন নাম প্রকৃতিকে বলা হয় 'প্রাতিপদিক'।

০৫. নিচের কোনটি যৌগিক কালের উদাহরণ নয়?

- ক. করেছি খ. করছি
গ. করব ঘ. করছিলাম **উত্তর—ঘ**

ব্যাখ্যা : ক্রিয়ার যে কালরূপ একাধিক ধাতুর দ্বারা গঠিত, ক্রিয়ার সেই কালকে বলা হয় যৌগিক কাল।

০৬. 'দুরবস্থা' শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ করা হলে নিচের কোনটি পাওয়া যায়?

- ক. দূর + বস্থা খ. দুর + বস্থা
গ. দুর + অবস্থা ঘ. দুঃ + অবস্থা **উত্তর—ঘ**

ব্যাখ্যা : এটি একটি বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ। যে দুইটি সন্ধির মিলনে সন্ধি হবে, তাদের একটি যদি বিসর্গ হয়, তবে তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে। নিয়ম : 'অ/আ' ছাড়া অন্য স্বরধ্বনির পরে 'ঃ' থাকলে এবং তারপরে অ, আ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ধ্বনি কিংবা য, র, ল, ব কিংবা হ থাকলে 'ঃ' এর জায়গায় 'র' হয়। যেমন—

দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা	উ + ঃ + অ
দুঃ + গতি = দুর্গতি	উ + ঃ + গ (বর্গের তৃতীয় ধ্বনি)
দুঃ + আচার = দুরাচার	উ + ঃ + আ
দুঃ + অন্ত = দুরন্ত	উ + ঃ + অ
নিঃ + অকরণ = নিরাকরণ	ই + ঃ + আ

০৭. 'তুমি তো ভারি সুন্দর ছবি আঁক'। বাক্যটিতে কোন প্রকারের অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক. অনুকার অব্যয় খ. পদাশ্রয়ী অব্যয়
গ. অনুসর্গ অব্যয় ঘ. অনশ্রয়ী অব্যয় **উত্তর—ঘ**

ব্যাখ্যা : যে সকল অব্যয় পদ বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনশ্রয়ী অব্যয় বলে। যেমন- আমি আজ আলবৎ যাব। তুমি তো ভারি সুন্দর ছবি আঁক।

০৮. 'সরল' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ নয় কোনটি?

- ক. গরল খ. কুটিল
গ. জটিল ঘ. বক্র **উত্তর—ক**

ব্যাখ্যা : 'সরল' শব্দটির বিপরীত শব্দ কুটিল, জটিল, বক্র। 'গরল' শব্দটি 'সরল' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ নয়। গরলের বিপরীতার্থক শব্দ 'অমৃত'।

০৯. সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি দেখা যায়?

- ক. বিশেষণ ও ক্রিয়া খ. বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে
গ. ক্রিয়া ও সর্বনাম ঘ. বিশেষ্য ও ক্রিয়া **উত্তর—গ**

ব্যাখ্যা : বাংলা ভাষায় সাধু রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট। এ রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে।

চলিত রীতি পরিবর্তনশীল। একশ বছর আগে যে চলিত রীতি সে যুগের শিষ্ট ও ভদ্রজনের কথিত ভাষা বা মুখের বুলি হিসেবে প্রচলিত ছিল কালের প্রবাহে বর্তমানে তা অনেকটা পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে। চলিত রীতিতে ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত রীতিকে পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে।

১০. কোনটি অপাদান কারক?

- ক. জিজ্ঞাসিব জনে জনে
খ. ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে
গ. বাঘ বনে আছে
ঘ. গৃহীনে গৃহ দাও

উত্তর—খ

ব্যাখ্যা : যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয় তাকেই অপাদান কারক বলে। যেমন—

গাছ থেকে পাতা পড়ে। (বিচ্যুত)
দুধ থেকে দই হয়। (গৃহীত)
জমি থেকে ফসল পাই। (জাত)
পাপে বিরত হও। (বিরত)
জমি থেকে ফসল পাই। (জাত)
দেশ থেকে পঙ্গপাল চলে গেছে। (দূরীভূত)
বিপদ থেকে বাঁচাও। (রক্ষিত)
সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু। (আরম্ভ)
ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে। (আরম্ভ)
বাঘকে ভয় পায় না কে? (ভীত)

১১. কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ?

- ক. দোতলা খ. আশীবিষ
গ. কানাকানি ঘ. অজানা

উত্তর—গ

ব্যাখ্যা : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোন পদকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার। যথা— সমানাধিকরণ, ব্যাধিকরণ, ব্যতিহার, নঞ, মধ্যপদলোপী, প্রত্যয়ান্ত, অলুক ও সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি।

ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয় যে সমাসে, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। এ সমাসে পূর্বপদে ‘আ’ এবং উত্তরপদে ‘ই’ যুক্ত হয়। যথা—

হাতে হাতে যে যুদ্ধ → হাতাহাতি।
কানে কানে যে কথা → কানাকানি।

এমনি ভাবে চুলাচুলি, কাড়াকাড়ি, গালাগালি, দেখাদেখি, কোলাকুলি, লাঠালাঠি, হাসাহাসি, গুঁতাগুঁতি, ঘুষাঘুষি ইত্যাদি।

১২. ‘তামুলিক’ শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?

- ক. বারুই খ. পান-ব্যবসায়ী
গ. পর্ণকার ঘ. তামসিক

উত্তর—ঘ

ব্যাখ্যা : ‘তামুলিক’ শব্দটির সমার্থক শব্দ বারুই, পান-ব্যবসায়ী, পর্ণকার। তামসিক শব্দের সমার্থক অর্থ তামোভাবপূর্ণ, মেঘাচ্ছন্ন প্রভৃতি। তাই ‘তামসিক’ শব্দটি ‘তামুলিক’ শব্দটির সমার্থক শব্দ নয়।

১৩. কোন শব্দটি উপসর্গ দিয়ে গঠিত হয়েছে?

- ক. আঘাট খ. আঘাটা
গ. আয়না ঘ. আনন

উত্তর—খ

ব্যাখ্যা : বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যেগুলো স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না, ভাষায় ব্যবহৃত এসব অব্যয়সূচক শব্দাংশের নাম ‘উপসর্গ’। বাংলা ভাষায় তিন প্রকার উপসর্গ রয়েছে। যথা—

বাংলা (২১টি)	অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (উনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।
তৎসম (২০টি)	প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।
বিদেশি (১৯টি)	ফারসি উপসর্গ ১০টি : কার্, দর্, না, নিম্, ফি, বদ, বে, বর্, ব, কম। আরবি উপসর্গ ৪টি : আম, খাস, লা, গর। উর্দু-হিন্দি উপসর্গ ১টি : হর।

‘ঘাটা’ শব্দটির পূর্বে বাংলা উপসর্গ ‘আ’ সংযুক্ত হয়ে ‘আঘাটা’ হয়েছে।

৩৫-৪০ বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন ও সমাধান

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

- কোনটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেছে? উত্তর : একত্রিত। (৩৮তম বিসিএস)
→ কোন বাক্যটি শুদ্ধ? উত্তর : তার কথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। (৩৭তম বিসিএস)

বানান ও বাক্য-শুদ্ধি

- কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে? উত্তর : ত্রিভজ্জ। (৩৮তম বিসিএস)
→ কোনটি শুদ্ধ বানান? উত্তর : স্বায়ত্তশাসন। (৩৮তম বিসিএস)
→ নিচের বানানগুচ্ছ কোনটি অশুদ্ধ? উত্তর : দোষী-নির্দোষী। (৩৭তম বিসিএস) [নির্দোষ শুদ্ধ বানান]
→ নিচের কোন বানান গুচ্ছের সবগুলো বানানই অশুদ্ধ? উত্তর : নিক্ণ, সূচত্র, অনুর্ধ্ব। (৩৭তম বিসিএস)
→ “পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিষ্কার”। বাক্যটির নিম্নরেখ পদে ষ/স ব্যবহারে— উত্তর : দুটোই অশুদ্ধ। (৩৫তম বিসিএস)। [শুদ্ধ বানান পুরস্কার, অপরিষ্কার।]

→ কোন বাক্যটি শুদ্ধ? উত্তর: দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়। (৩৫তম বিসিএস)

পরিভাষা

→ 'Null and Void' এর সঠিক বাংলা পরিভাষা কোনটি? উত্তর: বাতিল। (৩৬তম ও ৩৮তম বিসিএস)
→ 'Custom' শব্দের পরিভাষা কোনটি যথার্থ? উত্তর: প্রথা। (৩৭তম বিসিএস)
→ Ode কী? উত্তর: কোরাসগান। (৩৭তম বিসিএস)
→ 'Consumer goods' - এর উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা কী? উত্তর: ভোগ্য পণ্য। (৩৫তম বিসিএস)

সমার্থক শব্দ

→ সূর্য শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? উত্তর: অর্ক। (৩৮তম বিসিএস)
→ "আমি এ কথা, এ ব্যথা, সুখ ব্যাকুলতা কাহার চরণতলে দিব নিছনি।" রবীন্দ্রনাথের এ গানে "নিছনি" কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? উত্তর: পূজা অর্থে। (৩৭তম বিসিএস)
→ 'সমভিব্যাহারে' শব্দটির অর্থ কী? উত্তর: একযোগে। (৩৭তম বিসিএস)
→ প্রকর্ষ শব্দের সমার্থক শব্দ- উত্তর: উৎকর্ষ। (৩৭তম বিসিএস)
→ 'জল' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? উত্তর: জলধি। (৩৫তম বিসিএস)
→ 'পরশ্ব' শব্দটির অর্থ কী? উত্তর: পরশু। (৩৫তম বিসিএস)

বিপরীতার্থক শব্দ

→ 'ব্যক্ত' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? উত্তর: গূঢ়। (৩৮তম বিসিএস)
→ কোন শব্দজোড়া বিপরীতার্থক নয়? উত্তর: হুস্ত-পুষ্ট। (৩৫তম বিসিএস)

ধ্বনি

→ বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? উত্তর : ৭টি। (৩৫তম ও ৩৮তম বিসিএস)
→ বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি? উত্তর: দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ। (৩৭তম বিসিএস)
→ 'ও' কোন ধরণের স্বরধ্বনি? উত্তর: যৌগিক স্বরধ্বনি। (৩৭তম বিসিএস)
→ নিচের কোন শব্দে ণ-ত্ব বিধি অনুসারে 'ণ' এর ব্যবহার হয়েছে? উত্তর: প্রবণ। (৩৬তম বিসিএস)
→ 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কোনটি? উত্তর: বন্+ধন্। (৩৬তম বিসিএস)
→ নিচের কোনটি ধ্বনি-পরিবর্তনের উদাহরণ নয়? উত্তর: প্রাতিপদিক। (৩৫তম বিসিএস)

বর্ণ

→ 'ক্ষ' যুক্তবর্ণটি কিভাবে গঠিত হয়েছে? উত্তর : হ + ম। (৩৮তম বিসিএস)

→ বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি? উত্তর: ৮ টি। (৩৬তম বিসিএস)

→ 'বিজ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ কোনটি? উত্তর: জ + ঞ। (৩৬তম বিসিএস)

শব্দ

→ 'বাবা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? উত্তর : তুর্কি। (৩৮তম বিসিএস)
→ 'গিল্লি' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? উত্তর : অর্ধ-তৎসম। (৩৮তম বিসিএস)
→ কোনটি মৌলিক শব্দ? উত্তর: গোলাপ। (৩৭তম বিসিএস)
→ 'কদাকার' শব্দটি কোন উপসর্গ যোগে গঠিত? উত্তর: দেশি উপসর্গযোগে গঠিত। (৩৭তম বিসিএস)
→ 'হেড মৌলভী' কোন কোন ভাষার শব্দযোগে গঠিত হয়েছে? উত্তর: ইংরেজি + ফারসি। (৩৬তম বিসিএস)
→ বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ সাধন হয় না নিম্নোক্ত কোন উপায়ে? উত্তর: লিঙ্গান্তরের মাধ্যমে শব্দ গঠিত হয় না। (৩৫তম বিসিএস)

পদ

→ নিচের কোনটি বিশেষ্য পদ? উত্তর: গম্ভীর্য। (৩৬তম বিসিএস)
→ 'এ যে আমাদের চেনা লোক'- বাক্যে চেনা কোন পদ? উত্তর: বিশেষণ। (৩৬তম বিসিএস)
→ 'লবণ' শব্দের বিশেষণ কোনটি? উত্তর: লবণাক্ত। (৩৫তম বিসিএস)

বাক্য

→ কোনটি বাক্যের গুণ নয়? উত্তর: আসক্তি। (৩৫তম ও ৩৮তম বিসিএস)
→ কোনটি বাগধারা বোঝায়? উত্তর: শিরে সংক্রান্তি। (৩৭তম বিসিএস)
→ 'মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে' বাক্যটিকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করলে হয়- উত্তর: মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না। (৩৬তম বিসিএস)

প্রত্যয়

→ 'শ্রদ্ধা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? উত্তর: শ্রৎ+√ধা + অ + আ। (৩৮তম বিসিএস)
→ বাংলা কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি? উত্তর: মোড়ক। (৩৮তম বিসিএস)
→ নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়নি? উত্তর: শুভেচ্ছা। (৩৬তম বিসিএস)
→ নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়সাধিত? উত্তর: খণ্ডিত। (৩৫তম বিসিএস)

সন্ধি

→ 'সদ্যোজাত' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? উত্তর: সদ্যঃ + জাত। (৩৮তম বিসিএস)

- রবীন্দ্র' এর সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? উত্তর: রবি + ইন্দ্র। (৩৬তম বিসিএস)
 → 'দৈপায়ন' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? উত্তর: দ্বীপ + অয়ন। (৩৫তম বিসিএস)

সমাস

০১. 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাসের উদাহরণ? উত্তর: তৎপুরুষ। (৩৮তম বিসিএস)
 ০২. 'জলে-স্থলে' কী সমাস? উত্তর: অলুক দ্বন্দ্ব। (৩৭তম বিসিএস)
 ০৩. 'বিশ্বয়াপন্ন' সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? উত্তর: বিশ্বয়কে আপন্ন। (৩৭তম বিসিএস)
 ০৪. বহুব্রীহি সমাস পদ কোনটি? উত্তর: অনমনীয়। (৩৬তম বিসিএস)
 ০৫. 'জজ সাহেব' কোন সমাসের উদাহরণ? উত্তর: কর্মধারয়। (৩৫তম বিসিএস)

অন্যান্য

০৬. যুক্তাক্ষর এক মাত্রা এবং বদ্ধাক্ষরও এক মাত্রা গণনা করা হয় কোন ছন্দে? উত্তর: স্বরবৃত্ত। (৩৭তম বিসিএস)

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ + বানান ও বাক্যশুদ্ধি

আমাদের বর্ণমালায় এমন কতগুলো ধ্বনি রয়েছে যাদের উচ্চারিত রূপ এক ও অভিন্ন। তাই অসংখ্য বানান লেখার সময় আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাই। লক্ষ্য করেন, 'ই', 'ঈ', 'উ', 'ঊ'; 'শ', 'স', 'ষ'; 'ণ', 'ন' এবং 'র', 'ড়', 'ঢ়' ইত্যাদি ধ্বনিগুলোর গঠনগত ভিন্নতা থাকলেও উচ্চারণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যযোগ্য তেমন কোন পার্থক্য নেই। অথচ 'মরা' ও 'মড়া' এর মধ্যেই রয়েছে বিস্তর ফারাক।

বাংলা একাডেমি ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে বানানকে নিয়মিত, অভিন্ন ও প্রমিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরবর্তিতে ২০০০ সালে কিছু কিছু নিয়মে সংশোধন আনা হয়। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিয়মগুলোর পরিমার্জন করা হয়।

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. কোনটি শুদ্ধ বানান? (৪০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি)

ক. প্রজ্জ্বল খ. প্রোজ্জ্বল
 গ. প্রোজ্জ্বল ঘ. প্রোজ্জ্বল

উত্তর— ঘ

ব্যাখ্যা : শুদ্ধ বানান— প্র + উজ্জ্বল = প্রোজ্জ্বল

০২. 'পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিষ্কার'। বাক্যটির নিম্নরেখ পদে 'ষ' বা 'স' ব্যবহারে... (৩৫তম বিসিএস)

ক. প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয়টি শুদ্ধ
 খ. দুটোই অশুদ্ধ
 গ. প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ
 ঘ. দুটোই শুদ্ধ

উত্তর— খ

ব্যাখ্যা : সন্ধিতে বিসর্গযুক্ত ই-কার বা উ-কারের পর ক খ প ফ-এর যে কোনো একটি থাকলে বিসর্গ (ঃ) স্থানে মূর্ধ্য-য হয়। যেমন :

নিষ্প্রভ (নিঃ+প্রভ)	নিষ্কর (নিঃ+কর)
নিষ্ফল (নিঃ+ফল)	বহিস্কার (বহিঃ+কার)
পরিষ্কার (পরিঃ+কার)	

অ, আ বর্ণে বিসর্গ (ঃ) থাকলে অতঃপর ক, খ, প, ফ থাকলে সন্ধিতে বিসর্গের স্থানে দন্ত্য-স হয়। যেমন :

নমস্কার (নমঃ + কার)	তিরস্কার (তিঃ + কার)
মনস্কার (মনঃ + কার)	পুরস্কার (পুরঃ + কার)

০৩. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? (২৫তম বিসিএস)

ক. তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ
 খ. তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ
 গ. তাহার জীবন সংশয়ময়
 ঘ. তাহার জীবন সংশয়ভরা

উত্তর— ক

ব্যাখ্যা : বিশেষ্য পদ 'সংশয়' এর বিশেষণ হল সংশয়াপূর্ণ (অর্থ- দ্বিধাপূর্ণ বা সন্দেহপূর্ণ)। প্রদত্ত অপশনসমূহের মধ্যে 'ক' অপশনে 'তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ' দ্বারা গভীর অনিশ্চয়তা প্রকাশ পেয়েছে।

০৪. শুদ্ধ বাক্যটি চিহ্নিত করুন। (১১তম বিসিএস)

ক. একটা গোপনীয় কথা বলি
 খ. একটি গোপন কথা বলি
 গ. একটি গোপণ কথা বলি
 ঘ. একটি গুপ্ত কথা বলি

উত্তর— ক

ব্যাখ্যা : $\sqrt{\text{গুপ্ত}} + \text{অনীয়} = \text{গোপনীয়}$ একটি সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ যা একটি বিশেষণ পদ এবং বিশেষ্য পদ 'কথা' কে বিশেষিত করে। গুপ্ত, গোপন প্রভৃতি বিশেষ্য পদ।

০৫. শুদ্ধ বাক্যটি চিহ্নিত করুন। (১২তম বিসিএস (পুলিশ))

ক. বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্রের শিকার হন
 খ. বিদ্বান ব্যক্তিগণ দারিদ্রের শিকার হন
 গ. বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্রতার স্বীকার হন
 ঘ. বিদ্যান ব্যক্তিগণ দারিদ্রতার শিকার হন

উত্তর— খ

ব্যাখ্যা : বিদ্যান, দরিদ্র, দারিদ্র, দারিদ্রতা শব্দসমূহের শুদ্ধ রূপ হল বিদ্বান, দারিদ্র্য, দরিদ্রতা। সবগুলো বানানের বিচারে 'খ' নং অপশনে প্রদত্ত বাক্যটিই শুদ্ধ।

০৬. শুদ্ধ বাক্য কোনটি? (১০তম বিসিএস)

ক. দুর্বলবশত অনাখিনি বসে পড়ল
 খ. দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল
 গ. দুর্বলতাবশতঃ অনাখিনি বসে পড়ল
 ঘ. দুর্বলতাবশতঃ অনাথা বসে পড়ল

উত্তর— খ

ব্যাখ্যা : 'অনাথ' এর স্ত্রীলিঙ্গ 'অনাথা'। বাংলা একাডেমী-এর ২০১২ সালের বানান রীতি অনুসারে, শব্দের শেষে বিসর্গ (

৪) বসে না। সেজন্য অশুদ্ধ শব্দ 'দুর্বলতাবশত' এর শুদ্ধ রূপ 'দুর্বলতাবশত'।

০৭. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [৩৭তম বিসিএস]

- ক. আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত
খ. তোমার পরশ্রীকাতরতায় আমি মুগ্ধ
গ. তার কথা শুনে আমি আশ্চর্যাব্বিত হলাম
ঘ. সেদিন থেকে তিনি সেখানে আর যায় না

উত্তর— গ

ব্যাখ্যা : 'স্বপরিবারে আমন্ত্রিত' অর্থ 'নিজ পরিবারে আমন্ত্রিত'। অন্যদিকে 'সপরিবারে আমন্ত্রিত' অর্থ 'পরিবারসহ আমন্ত্রিত'। 'পরশ্রীকাতর' শব্দের অর্থ 'অপরের উল্লসিত'। তাই এখানে 'মুগ্ধ' শব্দটি অপপ্রয়োগ হয়েছে। অপশন 'ঘ' তে তিনি শব্দটির সাথে 'যান' (যায় এর পরিবর্তে) মানানসই। প্রদত্ত অপশনসমূহের মধ্যে অপশন 'গ' নির্ভুল।

০৮. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [৩৫তম বিসিএস]

- ক. দৈন্যতা সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়
খ. দৈন্যতা সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়
গ. দৈন্য সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়
ঘ. দৈন্য সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়

উত্তর— ঘ

ব্যাখ্যা : 'দৈন্যতা' শব্দটি অশুদ্ধ। শুদ্ধ বানান হবে 'দৈন্য' অথবা 'দীনতা'। যে শব্দের শেষে খণ্ড-ত (ৎ) থাকে, সে শব্দের শেষে যদি 'ত্ব' প্রত্যয় যোগ হয়, স্বভাবতই শব্দের শেষে 'ত + ত + ব' অর্থাৎ তয়ে-তয়ে-ব-ফলা (ত্ব) হয়। যেমন : মহৎ + ত্ব = মহত্ব। অপশন 'ঘ' এ প্রদত্তটি বাক্যটি শুদ্ধ।

০৯. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [৩৩তম বিসিএস]

- ক. তোমার গোপন কথা আমার পক্ষে শোন সম্ভব নয়
খ. সলজ্জিত বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত
গ. দরিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা
ঘ. সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা অর্জন করা উচিত

উত্তর— গ

ব্যাখ্যা : 'গোপন কথা' এর পরিবর্তে হবে 'গোপনীয় কথা'। 'সলজ্জিত' এর স্থলে হবে 'সলজ্জ'। 'বাহুল্যতা' এর স্থলে হবে 'বাহুল্য'। কারণ সলজ্জ, গোপন বিশেষ্যের বিশেষণ গোপনীয়, সলজ্জিত। অপশনসমূহের মধ্যে অপশন 'গ' শুদ্ধ।

১০. নিচের কোন বানানগুলোর সবগুলো বানান অশুদ্ধ? [৩৭তম বিসিএস]

- ক. নিকুণ, সূচত্র, অনুর্ধ্ব
খ. ভূরিভূরি, ভুঁড়িওয়ালা, মাতৃস্বাসা
গ. অনুর্ধ্ব, উর্ধ্বগামী, শুদ্ধ্যশুদ্ধি
ঘ. রানি, বিকিরণ, দুরতিক্রম্য

উত্তর— ক

ব্যাখ্যা : অপশন 'ক' এর সবগুলো বানানই অশুদ্ধ। নিকুণ, সূচত্র, অনুর্ধ্ব এর শুদ্ধ রূপ হবে- নিকুণ, সূচত্র ও অনুর্ধ্ব। অপশন 'খ' এর ভুঁড়িওয়ালা শব্দের শুদ্ধ বানান হবে ভুঁড়িওয়ালা। অপশন 'গ' এর অনুর্ধ্ব শব্দটির শুদ্ধ বানান অনুর্ধ্ব। অপশন 'ঘ' এর সবগুলো শব্দের বানান শুদ্ধ।

১১. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? [৩৫তম বিসিএস]

- ক. মনীষী খ. মনিষি
গ. মনীষি ঘ. মনিষী

উত্তর— ক

১২. নিচের কোনটি অশুদ্ধ? [৩৭তম বিসিএস]

- ক. অহিংস-সহিংস খ. প্রসন্ন-বিষন্ন
গ. দোষী-নির্দোষী ঘ. নিষ্পাপ-পাপিনী

উত্তর— গ

ব্যাখ্যা : 'দোষী-নির্দোষী' শব্দযুগলের শুদ্ধ রূপ হবে 'দোষী-নির্দোষ'। শুদ্ধ উত্তর অপশন 'খ'।

১৩. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [৩৩তম বিসিএস]

- ক. দরিদ্রতা খ. উপযোগিতা
গ. শ্রদ্ধাঞ্জলি ঘ. উর্দ্ধ

উত্তর— গ

ব্যাখ্যা : দরিদ্রতা, উপযোগিতা, শ্রদ্ধাঞ্জলি শব্দগুলো শুদ্ধ। 'উর্দ্ধ'-এর সঠিক বানান 'উর্ধ্ব'।

১৪. কোনটি বানানটি শুদ্ধ? [৩৩তম বিসিএস]

- ক. পিপিলিকা খ. পিপিলিকা
গ. পীপিলিকা ঘ. পিপিলীকা

উত্তর— খ

১৫. কোনটি সঠিক বানান? [৩২তম ও ৩৩তম বিসিএস]

- ক. নিশিথিনী খ. নীশিথিনী
গ. নিশীথিনী ঘ. নিশিথিনি

উত্তর— গ

১৬. কোনটি সঠিক বানান? [৩২তম বিসিএস]

- ক. দন্দ খ. দন্দ
গ. দন্দ ঘ. আকাংক্ষা

উত্তর— গ

১৭. শুদ্ধ বানানের শব্দগুলো সনাক্ত করুন। [২৩তম বিসিএস (মুক্তিযোদ্ধা সন্তান)]

- ক. ভবিষ্যত, ভৌগলিক, যক্ষা
খ. স্বয়ত্ত্বশাসন, আভ্যন্তর, জন্মবার্ষিক
গ. যশলাভ, সদ্যোজাত, সম্বর্ধনা
ঘ. ঐকতান, কেবলমাত্র, উপরোক্ত

উত্তর— ব্যাখ্যা দেখুন

ব্যাখ্যা : অপশনে প্রদত্ত শব্দগুলোর কোনটিতেই সবগুলো শব্দ শুদ্ধ নয়। শুদ্ধ বানানসমূহ : ভবিষ্যৎ, ভৌগোলিক, যক্ষা, স্বয়ত্ত্বশাসন, (আভ্যন্তর, আভ্যন্তরিক, আভ্যন্তরীণ = অভ্যন্তর), জন্মদিবস, যশোলাভ, সদ্যোজাত, (সম্বর্ধনা = সংবর্ধনা), ঐকতান, কেবল, উপর্যুক্ত।

১৮. কোন বানানটি শুদ্ধ? [২০তম বিসিএস]

- ক. সূচিমিতা খ. সূচিমিতা
গ. সুচিমিতা ঘ. শুচিমিতা

উত্তর— ঘ

ব্যাখ্যা : শুচিমিতা/ সুমিতা : 'স্মিত' শব্দের অর্থ 'দ্বিষৎ হাস্য'; 'স্মিত' শব্দের পূর্বে শুচি (অর্থ- পবিত্র) যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে শুচিমিতা (নির্মল হাসিযুক্ত)। অপরদিকে 'স্মিত' শব্দের পূর্বে 'সু' উপসর্গ যোগে গঠিত হয়- সুমিতা অর্থাৎ 'সুন্দর হাসিযুক্ত'। সূচিমিতা, সুচিমিতা, সুচিমিতা শব্দসমূহ শুদ্ধ নয়।

১৯. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [৩২তম বিসিএস]

- ক. আকাংক্ষা খ. আকাঙ্ক্ষা

গ. আকাঙ্ক্ষা

ঘ. আকাংক্ষা

উত্তর— খ

ব্যাখ্যা : সন্ধিতে (তৎসম শব্দে) প্রথম পদের শেষে ম থাকলে ক-বর্গের (ক, খ, গ, ঘ) পূর্বে ম স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন :

অহংকার (অহম+কার), কিংকর, বাংকার, ভয়ংকর, সংকল্প, সংকীর্ণ, সংগীত, সংঘ, সংঘাত, হংকার।

উপর্যুক্ত নিয়মে সন্ধিজাত না হলে, যুক্তব্যঞ্জে ক-বর্গের পূর্বে ম স্থানে ও (উয়োঁ) হবে। যেমন :

আকাঙক্ষা, অঙ্কুর, অঙ্গ, ইঙ্গিত, উচ্ছৃঙ্খল, কাক্ষিত, গঙ্গা, জঙ্গি, দাঙ্গা, পঙ্কজ, পঙ্গু, বঙ্গ, ভঙ্গি, লঙ্ঘন, শিক্ষাঙ্গন, সঙ্গী।

২০. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১০ম, ১৩তম এবং ২১তম বিসিএস]

ক. মুমূর্ষু

খ. মুমূর্ষ

উত্তর— খ

২১. কোন বানানটি শুদ্ধ? [২০তম বিসিএস]

ক. শুশ্রূষা

খ. সুশ্রূষা

উত্তর— গ

২২. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৮তম বিসিএস]

ক. সমীচীন

খ. সমিচীন

উত্তর— ক

২৩. শুদ্ধ বানানটি নির্দেশ করুন। [১৫তম বিসিএস]

ক. মুহূর্মুহ

খ. মূহূর্মহ

উত্তর— ক

২৪. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৪তম বিসিএস (শিক্ষা)]

ক. বিভিসীকা

খ. বিভীষিকা

উত্তর— খ

২৫. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১২তম বিসিএস (পুলিশ)]

ক. পাষণ

খ. পাষান

উত্তর— ক

২৬. কোনটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেছে? [৩৮তম বিসিএস]

ক. একত্রিত

খ. জবাবদিহি

উত্তর— ক

গ. মিথস্ক্রিয়া

ঘ. গৌরবিত

বাংলা বানানের নিয়ম

০১. তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত বানান যথাযথ অপরিবর্তিত থাকবে।

বানানে ই ঈ, উ ঊ-এর ব্যবহার

০২. যেসব তৎসম শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বর (ই ঈ, উ ঊ) অভিধানসিদ্ধ, সে ক্ষেত্রে এবং অতৎসম (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র) শব্দের বানানে শুধু হ্রস্বস্বর (ই ি, উ ু) হবে। যেমন-

তৎসম শব্দে :

অঙ্গুরি, অটবি, আবিব, আশিশ্, উষা, কিংবদন্তি, কুটির, গণ্ডি, গ্রন্থাবলি, চিৎকার, তরণি, তরি, দেশি, পদবি, বিদেশি, ক্র, শ্রেণি, সারণি।

অতৎসম শব্দে :

আদমি, আপিল, আলমারি, উকিল, উর্দু, কাজি, কারবারি, কারিগরি, কুমির, কেরানি, খ্রিস্ট, খ্রিস্টান, গরিব, গাজি, গাড়ি, গিনি, চাকরি, জরুরি, জানুয়ারি, ডিগ্রি, দরকারি, দাবি, দিঘি, ধুলো, নাসারি, পড়শি, পদবি, বাড়ি, বাঁশি, বাঙালি, বে-আইনি, ভুতুড়ে, মিস্ত্রি, মুলো, মেয়েলি, যিগু, রেশমি, লটারি, লাইব্রেরি, শাশুড়ি, শিকারি, সবজি, সরকারি, সুন্নি, হাজি, হিজরি।

০৩. ঈ-কার যুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ। যেমন : অভিনেত্রী, কত্রী, কল্যাণী, কিশোরী, গাভী, গুণবতী, চণ্ডী, চতুর্দশী, ছাত্রী, জননী, তরুণী, দাসী, দুঃখিনী, দেবী, নারী, পত্নী, পিশাচী, বিদুষী, বুদ্ধিমতী, মাতামহী, মানবী, লক্ষ্মী, শ্রীমতী, সতী, সরস্বতী, হরিণী, হৈমন্তী, ইন্দ্রাণী, রজনী, নদী, তরী, ব্যাঘ্রী, সখী, যামিনী।

০৪. ঈ-কার যুক্ত পুরুষবাচক শব্দ। যেমন : বাগ্মী, কন্মী, জয়ী, শ্রমী, মেধাবী, সুখী, গুণী।

০৫. ভাষা ও জাতির নামের শেষে ই- কার হবে। যেমন :

○ আফগানি, আরবি, ইংরেজি, ইরাকি, ইহুদি, কাশ্মিরি, জাপানি, তুর্কি, নেপালি, পাকিস্তানি, পাঞ্জাবি, ফরাসি, বাঙালি, সাঁওতালি, সিদ্ধি, হিন্দি।

০৬. বিশেষণবাচক 'আলি'-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন-
○ চৈতালি, পুবাণি, বর্ণালি, মিতালি, মেয়েলি, রূপালি, সোনালি।

০৭. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন- অর্জন, উর্ধ্ব, কার্য, সূর্য ইত্যাদি এর পরিবর্তে অর্জন, উর্ধ্ব, কার্য, সূর্য ইত্যাদি বসবে। ব্যতিক্রম : দৈর্ঘ্য, বর্জ্য।

০৮. ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান রীতি অনুযায়ী কতিপয় একই শব্দের দুটো বানান শুদ্ধ। যেমন-

হাতি-হাতী	বাড়ি-বাড়ী	বাঁশি-বাঁশী
অন্তরীক্ষ-অন্তরিক্ষ	কুমির-কুমীর	নিমিষ-নিমেষ
গাড়ি-গাড়ী	প্রতিকার-প্রতীকার	দাদি-দাদী
দিঘি-দীঘি	দেবকী-দৈবকী	কলস-কলশ
ঈর্ষা-ঈর্ষ্যা	কিশলয়-কিসলয়	মর্ত-মর্ত্য
সূচি-সূচী	পাখি-পাখী	শ্রেণি-শ্রেণী
কুটির-কুটীর	অন্তঃস্থ-অন্তস্থ	তরণি-তরণী
মসুর-মসূর	রজনী-রজনী	স্বামি-স্বামী

তবে বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত (সর্বশেষ) প্রমিত বাংলা নিয়ম অনুসারে, যেসব তৎসম শব্দে 'ই' 'ঈ' বা 'উ' 'ঊ' উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে 'ই' বা 'উ' বা তার কার চিহ্ন 'ই-কার' (ি) বা 'উ-কার' (ু) হবে। যেমন- কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র।

০৯. চন্দ্রবিদ্যু (ং) যুক্ত শব্দসমূহ আত্মস্থ করুন।

আঁধার	শাঁখ	কাঁটা	আঁক
গোঁফ	বাঁশ	ছোঁয়াচে	গাঁই
ধাঁধা	বাঁকা	কাঁপ (কম্প)	দাঁত

দাঁড়ি	ছোঁয়া	ছেঁড়া	গোঁফ
পাঁজি	পাঁচ	হাঁটা	ছোঁ
গাঁদ	কাঁকন	কাঁকর	কাঁধ
তাঁরা	ভাঁড়	ভুঁড়ি	চাঁচড়
টাঁকশাল	ঠোঁট	আঁখি	

১০. বিসর্গ (ঃ) যুক্ত শুদ্ধ শব্দসমূহ।

দুঃসময়	দুঃসহ	দুঃস্বপ্ন	দুঃশাসন
দুঃসাধ্য	স্বতঃস্ফূর্ত	শিরঃপীড়া	প্রাতঃকাল
নিঃসন্দেহে	অতঃপর	বয়ঃপ্রাপ্ত	মনঃকষ্ট
মনঃস্কুল	ইতঃপূর্বে		

১১. ব-ফলা যুক্ত কয়েকটি শব্দ। যথা- উজ্জ্বল, প্রোজ্জ্বল, প্রজ্জলিত, উচ্ছ্বাস, বন্ধুত্ব, শ্বাস, শ্বশ্রু, পার্শ্ব, শাস্বত, স্বত্ব, সত্ব, স্বায়ত্তশাসন, বিদ্বান, বিশ্বস্ত, পক্ব, রৌদ্রকরোজ্জ্বল, সাত্ত্বনা, স্বতন্ত্র, স্বাতন্ত্র্য, স্বস্তি, স্বরূপ, প্রতিদ্বন্দ্বী, উর্ধ্ব, বিশ্বাস, স্বার্থ, স্বীকার, স্বাদ, স্বাধীন।

বানানে ও-এর ব্যবহার

০১. ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও-কার (৩) অপরিহার্য নয়। যেমন :

আনব,	করত,	খেলব,	চলব,	দেখত,	ধরব,	নাচব,	বলত,	মরব,	মরাব,	লড়ব,	লিখব।
------	------	-------	------	-------	------	-------	------	------	-------	-------	-------

০২. বর্তমান অনুজ্ঞার সামান্যরূপে পদান্তে ও-কার প্রদান করা যায়। যেমন :

আনো,	করো,	খেলো,	চলো,	দেখো,	ধরো,	নাচো,	পড়ো,	বলো,	মারো,	লড়ো,	লেখো।
------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	-------

০৩. ‘আনো’ প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ও-কার হবে। যেমন :

করানো,	খাওয়ানো,	ঠ্যাঙানো,	দেখানো,	নামানো,	পাঠানো,	শোয়ানো।
--------	-----------	-----------	---------	---------	---------	----------

০৪. অর্থ বা উচ্চারণ বিভ্রান্তির সুযোগ থাকলে কিছু বিশেষ্য, বিশেষণ ও অব্যয় শব্দে ও-কার দেওয়া আবশ্যিক। যেমন :

- কাল (সময়), কালো (কৃষ্ণ বর্ণ);
- কোন (কী, কে, কোনটি), কোনো (বহুর মধ্যে এক)
- ভাল (কপাল), ভালো (উত্তম)।

বানানে বিসর্গ (ঃ)-এর ব্যবহার

০১. পদান্তে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন :

- ক্রমশ, দ্বিতীয়ত, প্রথমত, প্রধানত, বস্তুত, মূলত।

০২. পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। যেমন :

- অন্তঃস্থ, দুঃখ, দুঃসহ, নিঃশব্দ, পুনঃপুন, স্বতঃস্ফূর্ত।

০৩. অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন :

- দুস্থ, নিশ্বাস, নিষ্পৃহ, বহিষ্কৃত, মনস্থ।

বানানে মূর্ধন্য-ণ ও দন্ত্য-ন এর ব্যবহার

তৎসম শব্দের বানানে ‘ণ’ এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণ-ত্ব বিধান। বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ণ ধ্বনির ব্যবহার নেই। সেজন্য বাংলা (দেশি), তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের

বানানে মূর্ধন্য বর্ণ (ণ) লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় অসংখ্য তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য-ণ এবং দন্ত্য-ন এর ব্যবহার রয়েছে।

০১. যুক্তব্যঞ্জে (তৎসম শব্দে) ট বর্ণীয় বর্ণের (ট, ঠ, ড, ঢ) পূর্ববর্তী দন্ত্য-ন ধ্বনি মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :

কণ্টক, ঘণ্টা, নির্ঘণ্ট, বণ্টন, অকণ্ঠ, আকণ্ঠ, উৎকণ্ঠ, উপকণ্ঠ, কণ্ঠ, কণ্ঠনালি, লুণ্ঠন, অকালকুণ্ঠাণ্ড, অণ্ড, কাণ্ড, কাণ্ডারী, কুণ্ডল, খণ্ড, চণ্ডী, দণ্ড, ভণ্ড, ভণ্ডামি, পণ্ডিত।

০২. তৎসম শব্দে ঋ, ঋ-কার (ॠ), র, র-ফলা (ॡ), রেফ (ॢ), ষ, ঋ-এর পর মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :

ঋণ, তৃণ, অরণ্য, ত্রাণ, বর্ণ, বিদূষণ, বিশেষণ, ঋণ, ঋণিক, ঘৃণা, মসৃণ, বরণ, কিরণ, উচ্চারণ, চরণ, বিতরণ, হরণ, জাগরণ, ব্যাকরণ, নিবারণ, আমন্ত্রণ, মুদ্রণ, মিশ্রণ, চিত্রণ, শ্রেণি, অর্ণব, কর্ণ, পূর্ণ, দীর্ণ, ঝর্ণা, স্বর্ণ, বর্ণনা, শীর্ণ, অন্বেষণ, দূষণ, বর্ষণ, ভাষণ, প্রেষণ, আকর্ষণ, ঘর্ষণ, বিশ্লেষণ, ভূষণ, শোষণ।

০৩. একই শব্দের মধ্যে ঋ, ঋ-কার (ॠ), র-ফলা (ॡ), রেফ (ॢ), ষ, ঋ-এর যে কোনটির পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্ণ, প-বর্ণ এবং য, য়, হ, অনুস্বার (ৎ)-এই বর্ণগুলোর একটি বা একাধিক বর্ণ থাকলেও পরবর্তী ন-ধ্বনি মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন:

কৃপণ, লক্ষণ, রুক্ষিণী, রামায়ণ, নিরুপণ, অগ্রহায়ণ, অকর্মণ্য, নির্বাণ, সর্বাঙ্গীণ, অপেক্ষমাণ, বক্ষ্যমাণ, অর্পণ, দর্পণ, হরিণ, বৃহণ, শ্রবণ।

০৪. প্র, পরা, পরি, নির-এই চারটি উপসর্গের পর নম্, নশ্, নী, নু, অনু, হন্ প্রভৃতি ধাতুর দন্ত্য-ন স্থলে মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন:

- প্র : প্রণাম, প্রণব, প্রণীত, প্রণিপাত;
- পরা : পরায়ণ, পরাহ্;
- পরি : পরিণতি, পরিণাম, পরিণয়;
- নির : নির্ণীত, নির্ণয়, নির্ণায়ক।

০৫. প্র, পরা, পূর্ব, অপর-এগুলোর পর ‘অহ্’ শব্দের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :

- প্রাহ্ (প্র + অহ্ = প্রাহ্)
- পরাহ্ (পরা + অহ্ = পরাহ্)
- পূর্বাহ্ (পূর্ব + অহ্ = পূর্বাহ্)
- অপরাহ্ (অপর + অহ্ = অপরাহ্)

০৬. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই ‘ণ’ হয়

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা
আপণ লাভণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ
চিক্ণ নিক্ণ তৃণ কফণি (কমুই) বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ

ণ-ত্ব-নিষেধ (বানানে দন্ত্য-ন)

০৭. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (অতঃসম শব্দে) ট-বর্গের পূর্বে দন্ত্য-ন হয়। যেমন :

- ইন্টার, উইন্টার, কারেন্ট, গ্র্যান্ড, টেন্ডার, প্যান্টস, ব্যান্ড, লন্ডন, সেন্ট্রাল ইত্যাদি।

০৮. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (তৎসম, অতঃসম সকল শব্দে) ত-বর্গের (ত থ দ ধ ন) পূর্বে দন্ত্য-ন হয়। যেমন :

অনন্ত, অন্তরঙ্গ, একান্ত, ক্রান্ত, জ্বলন্ত, মন্ত্রী, গ্রন্থ, পান্থ, অনিন্দ্য, পরান্ন, প্রচ্ছন্ন, রান্না, সান্নিধ্য, অন্ত, দুরন্ত, শান্ত, গ্রন্থি, পান্থ, বন্দুক, ক্রন্দন।

০৯. সন্ধি ও সমাসযোগে গঠিত শব্দের বানানে দন্ত্য-ন বহাল থাকে (ণ-ত্ব বিধান খাটে না)। যেমন :

অগ্রনায়ক, অহর্নিশ, ক্ষুন্নিবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, দুর্নাম, দুর্নিবার, দুর্নীতি, নির্নিমেষ, শিক্ষাঙ্গন, ত্রিনয়ন, মৃগনাভি, সর্বনাম, হরিনাম, পরনিন্দা।

১০. তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দে সর্বত্র দন্ত্য-ন হবে। যেমন :

আপন, আয়রন, কুর্নিশ, কোরান, গ্রিন, চিরুনি, ঝরনা, ধরন, বার্নিশ, মেরুন, লঠন, শিহরন, হর্ন, আয়রন, ক্লোরিন, ড্রেন, ইস্টার্ন, কেরানি, জার্মান, ফার্নিচার, সেকেন্ড।

১১. ক্রিয়াপদের বানানে দন্ত্য-ন হয়। যেমন :

- করেন, করানো, ধরুন, ধরেন, পারেন।

১২. ঋ, র, য- এর পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য, য়, হ, কিংবা ৎ ব্যতীত অন্য বর্ণ থাকলে পরবর্তী দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয় না। যেমন :

- অর্জন, বর্জন, বিসর্জন, দর্শন, গির্নি, সোনা।

বানানে মূর্ধন্য-ষ-এর ব্যবহার

০১. ঋ কিংবা ঋ-কার (২)-এর পরে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন:

ঋষি, কৃষি, কৃষক, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, তৃষিত, দৃষ্টি, সৃষ্টি, হৃষ্টচিত্ত, তৃষা, উৎকৃষ্ট।

০২. র-ধ্বনি রেফ (১)-এর রূপ নিয়ে কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের মাথায় বসলে ঐ ব্যঞ্জনের পর মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

আকর্ষণ, চিকীর্ষা, বিমর্ষ, মুমূর্ষু, পর্ষদ, মহর্ষি, ঈর্ষা, উৎকর্ষ, বর্ষা, বর্ষণ, শীর্ষ, সপ্তর্ষি, হর্ষ, ঘর্ষণ ইত্যাদি।

০৩. অ, আ ছাড়া অন্য কোন স্বরবর্ণ এবং ক্, ক্‌ বর্ণের পরবর্তী দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

ঈষৎ, উষা, এষণা, কোষ, জিগীষা, বিষম, ভবিষ্যৎ শীর্ষ, সপ্তর্ষি, হর্ষ, মুমূর্ষু, চক্ষুস্থান, চিকীর্ষা।

০৪. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

সঙ্গ > অনুসঙ্গ, সেক > অভিষেক, স্থান > অধিষ্ঠান, সুপ্ত > সুশুপ্ত, পরিষদ, প্রতিষেধক, বিষাদ, অভিষিক্ত, নিযুপ্ত, প্রতিষ্ঠান, বিষয়, বিষম, সুষমা।

০৫. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (তৎসম শব্দে) ট-বর্গের পূর্বে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

অনিষ্ট, অষ্টম, আড়ষ্ট, উচ্ছিষ্ট, উপদেষ্টা, কষ্ট, চেষ্টা, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠা, ভূমিষ্ট, শ্রেষ্ঠ, কাষ্ঠ, বলিষ্ঠ, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, সুষ্ঠ।

০৬. সন্ধিতে বিসর্গযুক্ত ই-কার বা উ-কারের পর ক খ প ফ-এর যে কোনো একটি থাকলে বিসর্গ (ঃ) স্থানে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

- নিষ্কৃত (নিঃ+কৃত), নিষ্কর (নিঃ+কর)
- নিষ্ফল (নিঃ+ফল), বহিষ্কার (বহিঃ+কার)
- পরিস্কার (পরিঃ+কার) [৩৫তম বিসিএস]।

০৭. সম্ভাষণসূচক শব্দে এ-কারের পর মূর্ধন্য-ষ ব্যবহৃত হয়। যেমন:

- কল্যাণীয়েষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, স্নেহাস্পদেষু, বঙ্গবরেষু, সুজনেষু।

০৮. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়। যেমন :

আষাঢ়	শেষ	ঈষৎ	মেঘ
ভাষা	কলুষ	ভাষ্য	মানুষ
ষোড়শ	কোষ	পৌষ	রোষ
ষট	পুরুষ	ষণ্ড	প্রত্যুষ
আভাষ	ভাষণ	অভিলাষ	পোষণ
উষর	তোষণ	উষা	শোষণ
ঔষধ	বিষাণ	ষড়যন্ত্র	পাষণ
বিশেষ	ভূষণ	সরিষা	দূষণ।

আরও কিছু উদাহরণ- ষড়ঋতু, দ্বৈষ ইত্যাদি।

ষত্ব-নিষেধ (বানানে দন্ত্য-স/তালব্য-শ)

০৯. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (তৎসম, অতঃসম সকল শব্দে) ত-বর্গের পূর্বে দন্ত্য-স হয়। যেমন :

- অধস্তন, ইস্তফা, উদ্বাস্ত, ওস্তাদ, কস্তুরি, কাস্তে, জবরদস্তি, স্থান, স্থানীয়, স্বাস্থ্য।

১০. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (তৎসম, অতঃসম সকল শব্দে) চ-বর্গের পূর্বে তালব্য-শ হয়। যেমন :

- আশ্চর্য, দুশ্চরিত্র, নিশ্চয়, পশ্চাৎ, প্রায়শ্চিত্ত, বৃশ্চিক, নিশ্চিদ্র।

১১. তদ্ভব বা খাঁটি বাংলা শব্দে মূর্ধন্য-ষ হয় না, দন্ত্য-স হয়। যেমন :

- মিনসে।

১২. অ, আ বর্ণে বিসর্গ (ঃ) থাকলে অতঃপর ক, খ, প, ফ থাকলে সন্ধিতে বিসর্গের স্থানে দন্ত্য-স হয়। যেমন :

- নমস্কার (নমঃ + কার)
- তিরস্কার (তিঃ + কার)
- মনস্কার (মনঃ + কার)
- পুরস্কার (পুরঃ + কার) [৩৫তম বিসিএস]।

১৩. আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে 'ষ' হয় না। যেমন :

- জিনিস, পোশাক, মাস্টার, পোস্ট ইত্যাদি।

১৪. বিদেশি শব্দে, বিশেষ করে ইংরেজি শব্দে ৎ ও উচ্চারণস্থলে স্ট হয়। যেমন :

- আগস্ট, স্টেশন, ফটোস্ট্যাট, স্টুডিও, মাস্টার, স্টেডিয়াম।

১৫. 'সাৎ' প্রত্যয়ের দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয় না। যেমন :

- অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ ইত্যাদি।

১৬. সম্ভাষণসূচক স্ত্রীবাচক শব্দে আ-কারের পর মূর্ধন্য-ষ না হয়ে দন্ত্য-স হয়। যেমন :

কল্যাণীয়াসু, মাননীয়াসু, সুজনীয়াসু, পূজনীয়াসু, সুচরিতাসু, সুপ্রিয়াসু।

ঙ/ং-এর ব্যবহার

০১. সন্ধিতে (তৎসম শব্দে) প্রথম পদের শেষে ম্ থাকলে ক-বর্গের (ক, খ, গ, ঘ) পূর্বে ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন :

অহংকার (অহম্+কার), কিংকর, বাংকার, ভয়ংকর, সংকল্প, সংকীর্ণ, সংগীত, সংঘ, সংঘাত, হুংকার।

০২. উপর্যুক্ত নিয়মে সন্ধিজাত না হলে, যুক্তব্যঞ্জে ক-বর্গের পূর্বে ম্ স্থানে ঙ (উয়োঁ) হবে। যেমন :

আকাঙক্ষা, অক্ষুর, অঙ্গ, ইঙ্গিত, উচ্ছৃঙ্খল, কাক্ষিত, গঙ্গা, জঙ্গি, দাঙ্গা, পঙ্কজ, পঙ্গু, বঙ্গ, ভঙ্গি, লঙ্ঘন, শিক্ষাঙ্গন, সঙ্গী।

০৩. প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হয়। যেমন :

আড়ং, ইদানীং, এবং, ঠ্যাং, ঢং, পালং, ফড়িং, বরং, রং, শিং।

০৪. তবে অনুস্বারযুক্ত শব্দে প্রত্যয়, বিভক্তি বা স্বরবর্ণ যুক্ত হলে ঙ স্থলে ও লেখা হবে। যেমন :

- আড়ঙে, টঙে, ঢঙে, ফড়িঙের, রঙিন, রাঙিয়ে, সঙের।

বচনঘটিত ভুল

'বচন' ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা। ব্যাকরণে বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যাগত ধারণা প্রকাশের উপায়কে বলে বচন। বাংলায় বহুবচন প্রকাশের জন্য হরেক ব্রকমের সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়।

◆ কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দে বচনভেদ হয়। কোন কোন সময় টা, টি, খানা, খানি ইত্যাদি যোগ করে বিশেষ্যের একবচন নির্দেশ করা হয়। যেমন : গরুটা, বাছুরটা, কলমটা, খাতাখানা, বইখানি ইত্যাদি।

◆ বাংলায় বহুবচন প্রকাশের জন্য রা, এরা, গুলি, গুলো, দিগ, দের প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সব, সকল, সমুদয়, কুল, বৃন্দ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি, প্রভৃতি সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়। সমষ্টিবোধক শব্দগুলোর বেশিরভাগই তৎসম বা সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত।

প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক এবং ইতর প্রাণিবাচক ও উন্নত প্রাণিবাচক শব্দভেদে বিভিন্ন ধরনের বহু বচনবোধক প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দ যুক্ত হয়। যেমন-

০১. রা : কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে 'রা' বিভক্তির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন :

→ ছাত্ররা খেলা দেখতে গেছে।

→ শিক্ষকেরা জ্ঞান দান করেন।

যে ধরনের শব্দে 'রা' যুক্ত, সে ধরনের শব্দের শেষে কোনো কোনো সময় 'এরা' ব্যবহৃত হয়। যেমন-

→ মেয়েরা বিয়েরা একত্র হয়েছে।

সময় সময় কবিতা বা অন্যান্য প্রয়োজনে অপ্রাণি ও ইতর প্রাণিবাচক শব্দেও 'রা/এরা' যুক্ত হয়। যেমন:

→ পাখিরা আকাশে উড়ে দেখিয়া হিংসায় পিপীলিকারা বিধাতার কাছে পাখা চায়।

→ কাকেরা এক বিরাট সভা করল।

এই নিয়মে যেভাবে অপপ্রয়োগ হতে পারে-

- ক্রাসে অনেক ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল।

- সব ছাত্ররা রংপুর রাইডার্সের খেলা দেখতে গেছে।

- সব শিক্ষকেরা জ্ঞান দান করেন।

০২. গুলা, গুলি, গুলো প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে যুক্ত হয়। যেমন-

→ ততগুলো কুমড়া দিয়ে কী হবে?

→ আমগুলো টক।

→ টাকাগুলো দিয়ে দাও।

→ ময়ুরগুলো পুচ্ছ নাড়িয়ে নাচছে।

০৩. উন্নত প্রাণিবাচক মনুষ্য শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ-

→ গণ - দেবগণ, নরগণ, জনগণ ইত্যাদি।

→ বৃন্দ - সুধীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ ইত্যাদি।

→ মণ্ডলী - শিক্ষকমণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী ইত্যাদি।

→ বর্গ - পণ্ডিতবর্গ, মন্ত্রিবর্গ ইত্যাদি।

যা বললে ভুল হবে-

- শিক্ষার্থীগণ পাঠে মনোযোগী নয়।

- তারকাবৃন্দ আকাশে জ্বলজ্বল করছে।

সঠিকটা জানুন :

- সকল শিক্ষার্থী পাঠে মনোযোগী নয়।

- তারকারাজি আকাশে জ্বলজ্বল করছে।

০৪. প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ-

→ কুল- কবিকুল, পক্ষিকুল, মাতৃকুল, বৃক্ষকুল ইত্যাদি।

→ সকল- পর্বতসকল, মনুষ্যসকল ইত্যাদি।

→ সব- ভাইসব, পাখিসব ইত্যাদি।

→ সমূহ- বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ ইত্যাদি।

০৫. আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর, পুঞ্জ, মালা, রাজি, রাশি।

যেমন- গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকাবলি, কবিতাগুচ্ছ, কুসুমদাম, কমলনিকর, মেঘপুঞ্জ, পর্বতমালা, তারকারাজি, বালিরাশি, কুসুমনিচয় ইত্যাদি।

মনে রাখুন :

পাল ও যুথ শব্দ দুটি কেবল জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

- রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
- হস্তিযুথ মাঠের ফসল নষ্ট করছে।

বহুবচনের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য

০১. বিশেষ্য শব্দের একবচনের ব্যবহারেও অনেক সময় বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন-

- সিংহ বনে থাকে (একবচন ও বহুবচন দুই বোঝায়)।
- পোকাকর আক্রমণে ফসল নষ্ট হয় (বহুবচন)।
- বাজারে লোক জমেছে (বহুবচন)।
- বাগানে ফুল ফুটেছে (বহুবচন)।

০২. একবচনাত্মক বিশেষ্যের আগে অজস্র, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, ঢের ইত্যাদি বহুবোধক শব্দ বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ করেও বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন-

- অজস্র লোক, বিস্তর টাকা, অনেক ছাত্র, বহু মেহমান, নানা কথা, ঢের খরচ, অঢেল টাকা পয়সা ইত্যাদি।

০৩. অনেক সময় বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগেও বহুবচন সাধিত হয়। যেমন-

- হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, বড় বড় মাঠ, লাল লাল ফুল।

০৪. বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন

- বহুবাচক সর্বনাম ও বিশেষ্য- মেয়েরা কানাকানি করছে। এটাই করিমদের বাড়ি। রবীন্দ্রনাথরা প্রতিদিন জন্মায় না। সকলে সব জানে না।

০৫. কতিপয় বিদেশি শব্দে, সে ভাষার অনুসরণে বহুবচন হয়। যেমন-

- আন যোগে : বুজুর্গ - বুজুর্গান, সাহেব-সাহেবান।

গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম : একইসঙ্গে দুইবার বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যেমন -

- সব মানুষই অথবা মানুষ অথবা মানুষেরা মরণশীল (শুদ্ধ)। সকল মানুষেরাই মরণশীল (ভুল)।

বচনঘটিত শুদ্ধিকরণের আরও উদাহরণ	
সকল আলেমগণ আজ উপস্থিত।	সকল আলেম/ আলেমগণ আজ উপস্থিত
সকল শিক্ষকগণ আজ উপস্থিত।	সকল শিক্ষক/ শিক্ষকগণ আজ উপস্থিত।
চোরটি সব মালসুদ্ধ ধরা পড়েছে।	চোরটি মালসুদ্ধ ধরা পড়েছে।
বিশ জন ছাত্রেরা স্কুলে যায়।	বিশ জন ছাত্র স্কুলে যায়।
সকল মানুষেরাই মরণশীল।	মানুষ মরণশীল।
নারোগ লোকেরা যথার্থ সুখী।	নারোগ লোক যথার্থ সুখী।
সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে।	সব পক্ষীই নীড় বাঁধে।
অন্যভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্যভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।
সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে।	সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে।

সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।	সকল সভ্য/সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।
সব মাছগুলোর দাম কত?	মাছগুলোর দাম কত?
সদাসর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।	সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।
আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রেরাই অমনোযোগী।	আজকাল বানানের ব্যাপারে সব ছাত্রই অমনোযোগী।
দুষ্কৃতিদের ছুটি দেওয়া উচিত নয়।	দুষ্কৃতিকারীদের ছুটি দেওয়া উচিত নয়।

সন্ধিঘটিত ভুল

সন্ধিঘটিত ভুলসমূহ সংশোধনের জন্য সন্ধির নিয়মসমূহ জানা থাকতে হয়। সন্ধি চ্যাপ্টারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে শুধু বাক্যে ব্যবহৃত অশুদ্ধ অংশের শুদ্ধ রূপটি শিখব।

সে শিরপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছে	সে শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছে
সে মনকষ্টে গ্রাম ছাড়িল	সে মনঃকষ্টে গ্রাম ছাড়িল
<p>◆ নিয়ম : কিছু শব্দের ক্ষেত্রে সন্ধির কোন নিয়ম প্রযোজ্য নয়। যেমন : মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট, প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল, শিরঃ+পীড়া = শিরঃপীড়া, বন +পতি = বনম্পতি, পর + পর = পরম্পর, মনঃ+ঈসা = মনীষা।</p>	
তোমার তিরস্কার ও পুরস্কার কিছুই চাই না	তোমার তিরস্কার ও পুরস্কার কিছুই চাই না।
<p>◆ নিয়ম : অ-এর পরে বিসর্গ থাকলে 'স' এবং ই-এর পরে বিসর্গ থাকলে 'ষ' হয়। যেমন- আবিঃ+কার = আবিষ্কার, মনঃ+কামনা = মনস্কামনা।</p>	
প্রত্যপকার মহৎ গুণ	প্রত্যাপকার মহৎ গুণ
তপবনে সবাই যেতে চায়	তপোবনে সবাই যেতে চায়
তার দূরবস্থা দেখলে আমার কষ্ট পায়।	তার দূরবস্থা দেখলে আমার কষ্ট হয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

- ® অংশ নাকি অংশ : 'অংশ' শব্দের অর্থ ভাগ এবং 'অংশ' শব্দের অর্থ কাঁধ বা ক্ষুদ্র।
- ® অভি নাকি অভী : 'অভি' শব্দের অর্থ সম্মুখ বা সমীপ। অন্যদিকে 'অভী' শব্দের অর্থ ভয়হীন।
- ® অসুর নাকি অশূল : অসুর শব্দের অর্থ দানব বা দৈত্য এবং 'অশূর' শব্দের অর্থ যে বীর নয়।
- ® আশ্চর্য অর্থ 'বিস্ময়কর'। বিস্মিত অর্থে 'আশ্চর্য' শব্দের অর্থ ঠিক নয়। তাই 'আশ্চর্য' না হয়ে আমাদের 'আশ্চর্যাব্বিত' হতে হবে। যেমন : আমি আশ্চর্যাব্বিত হলাম।
- ® আমি অপমান হয়েছি। (অশুদ্ধ); শুদ্ধ বাক্যটি হল 'আমি অপমানিত হয়েছি'।
- ® পদক্ষেপ অর্থ 'পা ফেলা'। আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ অর্থে পদক্ষেপ শব্দটি ব্যবহার করি। যা নিয়মানুযায়ী শুদ্ধ হয় না। বাক্যে পদক্ষেপের পরিবর্তে ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। যেমন : কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা (পদক্ষেপ নয়) গ্রহণ করেছে।

৫. 'স'-এর অর্থ 'সহ', আর স্ব-এর অর্থ 'নিজ'। এই 'স্ব' ও 'স' এর ব্যবহারে অনিয়ম দেখা যায়। যেমন : 'আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত' লেখা হয়। এখানে স্বপরিবার লিখলে অর্থ হয় নিজ পরিবারে আমন্ত্রিত। তাই, লিখতে হবে 'আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত' অর্থাৎ 'পরিবারসহ আমন্ত্রিত'।
৬. 'ব' একটি ফারসি উপসর্গ। উপসর্গটির অর্থ হল-সহিত, সমেত বা সুদ্ধ। তাই মাল সহ চোর ধরা পড়লে বলতে হবে 'বমাল'। 'বমালসুদ্ধ' বলা যাবে না, কারণ তা বললে বাহুল্য দোষ হবে।
৭. সকল বনাম শকল : 'সকল' শব্দের অর্থ সমস্ত এবং শকল অর্থ মাছের আঁশ।
৮. স্বীকার ও শিকার : 'স্বীকার' অর্থ সম্মতিদান এবং শিকার অর্থ 'বধ'।
৯. দূরবস্থা নাকি দুরাবস্থা : স্বরসন্ধির একটি নিয়ম অনুসারে অ + অ = আ হয়। সে হিসেবে দূর + অবস্থা = দুরাবস্থা মনে করা হচ্ছে। এটি বিসর্গ সন্ধির একটি নিয়ম। নিয়মানুসারে, বিসর্গের পর যদি স্বরবর্ণ, বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বা য, র, ল, ব, হ থাকে তবে বিসর্গ-এর স্থানে 'র' হয়। যেমন: দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা, দুঃ + অন্ত = দুরন্ত, দুঃ + যোগ = দুর্যোগ।
১০. আশি নাকি আশী : 'আশি' শব্দের অর্থ ৮০ সংখ্যা। অন্যদিকে 'আশী' অর্থ সাপের দাঁত।
১১. সাড়া ও সারা : 'সাড়া' শব্দের অর্থ জবাব দেওয়া এবং 'সারা' শব্দের অর্থ সকল।
১২. ইদানীংকালে : 'ইদানীং'-এর সাথে কাল যোগে ইদানীংকাল লেখা অশুদ্ধ। ইদানীংকাল লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে। তাই শুধু ইদানীং হবে।
১৩. 'সমৃদ্ধ' শব্দটি বিশেষণ, এর সাথে শালী যোগ করে পুনরায় বিশেষণ করার চেষ্টা অনর্থক। তাই, 'সমৃদ্ধি' শব্দটি বিশেষ্য এবং এর সাথে 'শালী' যোগ করে 'সমৃদ্ধিশালী' (সমৃদ্ধিশালী এর পরিবর্তে) লিখলে তা বিশেষণ হবে, সেই সাথে শুদ্ধ হবে।
১৪. 'কালী' এবং 'কালি': 'কালী' বানান সব সময় 'ঈ-কার' দিয়েই লিখতে হবে। কিন্তু 'কালী' শব্দের শেষে দাস চলে এলে ঈ-কারের পরিবর্তে ই-কার লিখতে হয়। যেমন : কালিদাস। অন্যত্র কালীর ঈ-কার বজায় থাকবে। যেমন: কালীপদ, কালীমন্দির, কালীঘাট ইত্যাদি। কিন্তু জুতার কালি, পাতিলের কালি, কয়লার কালি, কলমের কালি অবশ্যই ই-কার দিয়ে লিখতে হবে।
১৫. ত্ব, ত্ব, তৎ, ত্ব : এই চারটি বিষয়ের নিয়মটা না জানলে জীবনের অনেক কিছুই অপূর্ণ থেকে যাবে। তাই ঝটপট জেনে নিন নিয়মগুলো-
- ত্ব : শব্দের শেষে খণ্ড-ত (৭), পুরো 'ত' এবং 'দ' ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ থাকলে এবং ঐ শব্দকে 'ত্ব' প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য পদ গঠন করলে শব্দের শেষে 'ত্ব' (ত+ব) হয়। যেমন: নতুনত্ব, নাগরিকত্ব, নেতৃত্ব,

রাজত্ব, মাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ইত্যাদি।

যে শব্দের শেষে খণ্ড-ত (৭) থাকে সে শব্দের শেষে যদি 'ত্ব' প্রত্যয় যোগ হয়, স্বভাবতই শব্দের শেষে ত + ত + ব অর্থাৎ তয়ে-তয়ে-ব-ফলা (ত্ব) হয়। যেমন: মহৎ + ত্ব = মহত্ব, সৎ + ত্ব = সত্ব, তৎ + ত্ব = তত্ব ইত্যাদি।

তঃ শেষে 'ত' আছে এমন শব্দের সঙ্গে ষ্য-প্রত্যয় যোগ করে বিশেষ্য পদ গঠন করলে শব্দের শেষে ত-য়ে 'য' ফলা (ত্যা) হয়। উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় শব্দের আদিবর্ণের বৃদ্ধি ঘটে। যেমন: বিপরীত + ষ্য = বৈপরীত্য, স্থপতি + ষ্য = স্থাপত্য ইত্যাদি।

ত্ব : সংস্কৃত 'আত্মন' শব্দ থেকে গঠিত সব শব্দেই ত-এর সাথে 'ম' যুক্ত হয়ে ত-য়ে-ম-ফলা হয়। যেমন: আত্মকর্ম, আত্মকেন্দ্রিক, আত্মনিয়োগ, আত্মবিশ্বাস, আত্মঘাতী, আত্মপক্ষ, আত্মপ্রবঞ্চনা ইত্যাদি।

১৬. ব্যা/ব্য : ব-য়ে-য-ফলা নাকি ব-য়ে-য-ফলায় আ-কার কে নিয়ে দুর্গতির শেষ নেই। [নিয়মটা জেনে নিলেই গতি ফিরবে জীবনে।]

'বি' উপসর্গটি, যে শব্দের প্রথমে বসে, সে শব্দের আদ্য বর্ণ 'অ' হলে 'ব' এর সাথে য-ফলা হয়। যেমন : বি + অবস্থা = ব্যবস্থা, বি + অর্থ = ব্যর্থ, বি + অগ্র = ব্যগ্র, বি + অভিচার = ব্যভিচার। এইরূপ ব্যতিক্রম, ব্যবধান, ব্যবহৃত, ব্যস্ত, ব্যত্যয়, ব্যঙ্গ ইত্যাদি।

অপরদিকে 'বি' উপসর্গটি, যে শব্দের প্রথমে বসে, সে শব্দের আদ্য বর্ণটি 'আ-কার' হলে বানানে ব-এর সাথে 'য-ফলা-আ-কার' (ব্য) হয়। যেমন : বি + আকুল = ব্যাকুল, বি + আপক = ব্যাপক, বি + আপৃত = ব্যাপৃত, বি + আখ্যা = ব্যাখ্যা, বি + আশ্চি = ব্যাশ্চি। এই রূপ- ব্যাস, ব্যায়াম, ব্যাঘাত, ব্যাধি, ব্যাকরণ ইত্যাদি।

- কবরী ও করবী : 'কবরী' শব্দের অর্থ খোঁপা এবং করবী শব্দের অর্থ 'ফুল বিশেষ'।
- দীপ ও দ্বীপ : 'দীপ' শব্দের অর্থ প্রদীপ এবং 'দ্বীপ' শব্দের অর্থ জলবেষ্টিত স্থান।
- নীর ও নীড় : 'নীর' শব্দের অর্থ পানি এবং 'নীড়' শব্দের অর্থ পাখির বাসা।

১৭. কি/কী : কোনটি দিয়ে প্রশ্ন করা যাবে? এটি আমাদের অনেকেরই অজানা। 'কী' সর্বনাম, বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ রূপে বসে। অপরদিকে 'কি' অব্যয় হিসেবে বসে। অর্থাৎ 'কি' হলো প্রশ্নবোধক অব্যয়। এর উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে দেয়া যায়। অন্যদিকে 'কী' এর উত্তর দিতে মুখ খুলতে হয়। যেমন : তুমি কি খাবে? উত্তর: হ্যাঁ বা না। তুমি কী দিয়ে ভাত খাবে? এর উত্তর ভাত, মাছ, ডাল ইত্যাদি দেয়া যায়।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তুমি কী আজ যাবে?	তুমি কি আজ যাবে?
তুমি কী ঢাকা যাবে?	তুমি কি ঢাকা যাবে?
কি ভয়ানক বিপদ!	কী ভয়ানক বিপদ!

- | |
|---|
| মনে রাখুন কৌশলে : মনে করেন আপনি (ছেলে) একই বয়সী এক বন্ধুকে (মেয়ে বন্ধু) বিয়ে করেছেন। একদিন স্মৃতিচারণ করে স্বীকে বলেছেন- |
| বিয়ের আগে তুমি আমার বঁধু (বন্ধু) ছিলে। |
| বিয়ের পর তুমি আমার বধু (বউ) হলে। |
| ‘ব’ এর উপরে চন্দ্রবিন্দু হয়ে গেল ধ-য়ে-উ-কার। |

® পরিষদ/সভা : এই শব্দ দু'টো 'মন্ত্রী' শব্দের শেষে বসলে

- ৯ অভ্যন্তরীণ/আভ্যন্তরীণ: শুদ্ধ আছে দুটো বানানই। অভ্যন্তরীণ অর্থ অভ্যন্তরে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে, আভ্যন্তরীণ অর্থ অভ্যন্তর থেকে উৎপন্ন বা জাত।

- ৫৫ উৎকর্ষতা: বানানটি ভুল। 'উৎকর্ষ' শব্দটি বিশেষ্য। 'তা' প্রত্যয় যোগ করার কোন প্রয়োজন নেই। 'উৎকর্ষ'-ই শুদ্ধ।
- ৫৬ শিরচ্ছেদ কে শিরচ্ছেদ বলতে শিখুন : বিসর্গ সন্ধির নিয়মে 'চ' বা 'ছ' পরে থাকলে 'বিসর্গ' এর স্থলে 'শ' হয়। যেমন: শিরঃ + ছেদ = শিরচ্ছেদ, নিঃ + চয় = নিশ্চয়, নিঃ + ছিদ্র = নিশ্চিদ্র ইত্যাদি।
- ৫৭ আগত/আসন্ন: আগত অর্থ এসেছে এমন আর আসন্ন অর্থ হলো আসবে এমন। সুতরাং আগত সোমবার নয়, তবে আসন্ন সোমবার।
- ৫৮ সমুচিত/যথোচিত : খারাপ অর্থে 'সমুচিত', ভাল অর্থে যথোচিত ব্যবহৃত হয়। যেমন: এ অন্যান্যের সমুচিত শিক্ষা তোমাকে পেতেই হবে। পক্ষান্তরে, এই ভাল কাজের যথোচিত পুরস্কার তোমার প্রাপ্য।
- ৫৯ অর্থ বনাম অর্থ্য : 'অর্থ' শব্দের মূল্য এবং 'অর্থ্য' শব্দের অর্থ পূজার উপকরণ।
- ৬০ কুল বনাম কুল : 'কুল' শব্দের অর্থ বংশ এবং 'কূল' শব্দের অর্থ নদীর তীর।
- ৬১ পয়/তোয় : এগুলো পানির সমার্থক শব্দ।
পয়ধর/তোয়ধর : এগুলো মেঘের সমার্থক শব্দ।
- ৬২ পয়ধি/তোয়ধি : এগুলো 'সমুদ্র' শব্দের সমার্থক শব্দ।
- ৬৩ তৈরি/তৈরী : একটি ক্রিয়া, অন্যটি বিশেষণ। মনে রাখুন, ক্রিয়া বাচক পদে সব সময়ই ই-কার হয়। যেমন : করি, পড়ি, ধরি, মারি, কাটি ইত্যাদি। এবার নিশ্চয়ই বোঝা গেল যে, 'তৈরি' ক্রিয়াপদ।
- ৬৪ বানান শিখতে 'ধৈর্য' প্রয়োজন : 'ধীর' শব্দের সাথে য-প্রত্যয় যুক্ত হলে শব্দের শেষের 'র' হয়ে যায় 'রৈফ' এবং প্রত্যয়টি তখন 'য' হয়ে যায়। যেমন: ধীর + য = ধৈর্য। এভাবে মাধুর্য, সাহচর্য ইত্যাদি। এই বানানে য-ফলা দেয়া হলে বানান ভুল হবে।
- ৬৫ একত্রে যাওয়ায় একত্র গমন বলুন: শব্দটি একত্রে এর পরিবর্তে 'একত্র' হবে।
- ৬৬ শাণ্ডড়ির গৌফ দাড়ি : 'শাণ্ডড়ি' ও গৌফ দাড়ি' শব্দ দু'টির প্রতিশব্দের বানানে গণ্ডগোল করলে শাণ্ডড়ির গৌফ-দাড়ি গজাতে পারে। খেয়াল রাখুন শাণ্ডড়ির প্রতিশব্দ হল 'শ্মশ্রু' অর্থাৎ এর সাথে 'ব-ফলা' আর শেষে 'উ-কার'। পক্ষান্তরে গৌফ দাড়ির প্রতিশব্দ হল 'শ্মশ্রু' অর্থাৎ 'শ' এর সাথে ম-ফলা এবং শেষে 'উ-কার'।
- ৬৭ ভবিষ্যদ্বাণী/ভবিষ্যৎবাণী : সন্ধির নিয়মানুযায়ী ভবিষ্যৎ এর সাথে বাণী যোগ হলে তা আর ভবিষ্যৎবাণী থাকে না, হয়ে যায় ভবিষ্যদ্বাণী। যেমন: ভবিষ্যৎ + বাণী = ভবিষ্যদ্বাণী। তাই বুঝে- শুনে ভবিষ্যদ্বাণী করবেন।
- ৬৮ অন্ত/অন্ত/অন্তঃ : 'অন্ত' শব্দের অর্থ মৃত্যু, অন্ত্য শব্দের অর্থ শেষ এবং অন্তঃ শব্দের অর্থ মধ্যে।
- ৬৯ অত্র/যত্র/তত্র : অত্র অর্থ এখানে, যত্র অর্থ যেখানে এবং তত্র অর্থ সেখানে। বলা হয়, যত্রতত্র ময়লা ফেলবেন না। অর্থ মিলিয়ে দেখুন, ঠিকই আছে। ঝামেলা বাঁধে যখন বলা

- হয়, 'অত্র (এখানে) অফিসে....., অত্র (এখানে) স্কুলের..... ইত্যাদি। তাহলে, সবাই প্রতিজ্ঞা করেন, অর্থ না মিলিয়ে অত্র/যত্র/তত্র, যত্রতত্র প্রয়োগ করবেন না।
- ৭০ ভূগোল/ভৌগোলিক : ভূগোল/ভৌগোলিক বানানে আপনাকে অবশ্যই 'গ' এর সাথে ও-কার লাগাতে হবে।
- ৭১ সত্তর এবং সত্তর : 'তুর' শব্দের অর্থ হলো 'দ্রুত'। এর পূর্বে 'স' যুক্ত হয়ে হয়েছে 'সত্তর' অর্থ 'শীঘ্র' বা 'তাড়াতাড়ি'। আর সংস্কৃত সপ্ততি থেকে এসেছে 'সত্তর' অর্থ ৭০।
- ৭২ বিজন/বীজন : 'বিজন' অর্থ নির্জন স্থান এবং 'বীজন' অর্থ পাখা।
- ৭৩ শিকড়/শীকর : 'শিকড়' অর্থ মূল এবং 'শীকর' অর্থ জলকণা।
- ৭৪ অম্ব/বারি/জল : এগুলো পানির সমার্থক শব্দ।
- ৭৫ অম্বদ/বারদি/জলদ : এগুলো মেঘের সমার্থক শব্দ।
- ৭৬ অম্বধি/বারিধি/জলধি : এগুলো সমুদ্রের সমার্থক শব্দ।
- ৭৭ সত্ত্ব : এ শব্দটির তিনটি অর্থ আছে। অস্তিত্ব, প্রাণ এবং রস। যেমন: অস্ত্বসত্ত্বা, কাঁঠালের আমসত্ত্ব ইত্যাদি। মূল শব্দটি হল 'সৎ'। তার সাথে 'ত্ব' প্রত্যয় যোগ করে হয়েছে 'সত্ত্ব'। মনে রাখার বিষয় হলো, 'স' এর সাথে ব-ফলা নেই, আর 'ত' একটা নয়; দুইটা। অর্থাৎ ত-য়ে-ত-য়ে-ব-ফলা (ত্ব)।
- ৭৮ জাতীয়করণ: জাতীয়করণ অর্থ 'জাতির অন্তর্ভুক্তিকরণ' অর্থাৎ সরকারের তত্ত্বাবধানে আনা নয়। অথচ কোন কিছু সরকারি করা হলেই বলা হয়, জাতীয়করণ করা হয়েছে।
- ৭৯ অঙ্ক/অংক : সুসংহত মৌল একক শব্দে 'ঙ' হয়; অনুস্মার (ং) হয় না। যেমন : অঙ্ক, লিঙ্গ, বঙ্গ, পঙ্গু বানানগুলো শুদ্ধ।
- ৮০ আকর্ষণ পর্যন্ত : সমাসবদ্ধ পদ 'আকর্ষণ' যার অর্থ হলো 'কর্ষণ পর্যন্ত'। সুতরাং 'আকর্ষণ' এর সাথে আবার 'পর্যন্ত' জুড়ে দেয়া অশুদ্ধ। এই রূপ শব্দ আজন্ম, আজানু, আমরণ, আপাদমস্তক ইত্যাদি। তাই এ শব্দগুলোর সাথে 'পর্যন্ত' জুড়ে দিবে না।

অশুদ্ধ : আকর্ষণ পর্যন্ত	শুদ্ধ : আকর্ষণ ভোজন করলাম।
ভোজন করলাম।	শুদ্ধ : কর্ণ পর্যন্ত ভোজন করলাম।

- ৮১ আঙ্গিক : অঙ্গ+ফিক = আঙ্গিক অর্থ হলো অঙ্গ সহকীয়। শব্দটির শুদ্ধ প্রয়োগ প্রায় নির্বাসিত। 'কলাকৌশল' অর্থে শব্দটির ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন: পুরাতন কমিটি ভেঙ্গে নতুন আঙ্গিকে গঠন করা হোক- বাক্যটি অশুদ্ধ।
- ৮২ প্রেক্ষিত : 'প্রেক্ষিত' শব্দটির অর্থ দর্শন করা হয়েছে। 'পটভূমি' অর্থে শব্দটির ব্যবহার অশুদ্ধ।
- ৮৩ তৎকালীন সময়ে : 'তৎকালীন' অর্থ সেই সময়। সুতরাং তৎকালীনের সাথে সময় জুড়ে দেয়া অনর্থক।
- ৮৪ পূর্বাহ্নে : 'পূর্বাহ্ন' শব্দটির অর্থ দিনের প্রথম ভাগ বা সকাল বেলা। আগে বা পূর্বে অর্থে এর ব্যবহার অশুদ্ধ।
- ৮৫ মরা/মড়া : মরা অর্থ মৃত্যুবরণ। যেমন: মরা নদী, মরা গাঙ

ইত্যাদি। মড়া অর্থ লাশ। যেমন: রাস্তার ধারে একটি মড়া পড়ে আছে। তাহলে মরণের পরবর্তী স্তর হল ‘মড়া’।

৫) আভাষ/আভাস : ‘আভাষ’ অর্থ ভূমিকা এবং ‘আভাস’ অর্থ ইশারা।

৬) ভাষা/ভাষী: ভাষা যে ব্যবহার করে সে-ই হয় ভাষী। যেমন: বাংলা যে ব্যবহার করে সে বাংলা ভাষী, তেমনি হিন্দি ভাষী, আরবি ভাষী ইত্যাদি। ভাষা-ভাষী লেখাটা হাসা-হাসির ব্যাপার। অর্থাৎ বাংলা ভাষা-ভাষী বলা বা লেখা অশুদ্ধ।

৭) আপন ও আপণ : ‘আপন’ শব্দের অর্থ নিজ এবং ‘আপণ’ শব্দের অর্থ দোকান।

৮) ভেরি/ভেড়ি/ভেড়ী : সব কটি বানানই ঠিক, পার্থক্য, কেবল অর্থে। ভেরি অর্থ ঢাক, ভেড়ি অর্থ- পানি আটকাবার জন্য উঁচু বাঁধ। আর ভেড়ী অর্থ হল ভেড়ার স্ত্রী লিঙ্গ (মাদী ভেড়া)।

৯) বিহগ/বিহঙ্গ/বিহঙ্গম : সবগুলোই পাখির সমার্থক শব্দ।

১০) ভুজগ/ভুজঙ্গ/ভুজঙ্গম : সবগুলোই সাপের সমার্থক শব্দ।

১১) তুরগ/তুরঙ্গ/তুরঙ্গম : সবগুলোই ঘোড়ার সমার্থক শব্দ।

১২) ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত শব্দ খির, খুর ও খেত না লিখে সংস্কৃত মূল অনুসরণে ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত-ই লেখা হবে। তবে অ-তৎসম শব্দ খুদ, খুদে, খিদে, খুর, খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে।

১৩) বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনি পদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন: কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেরা, বাজার, হাজার।

১৪) পাণি ও পানি : পানি অর্থ জল এবং পাণি অর্থ হাত।

১৫) ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে বিকল্পে ‘য’ লেখা যেতে পারে। যেমন: আযান, ওয়ু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যোহর, রমযান, হযরত।

১৬) অ-তৎসম শব্দের বানানে ণ, দন্ত্য ন: অ-তৎসম শব্দের বানানে ‘ণ’ এর ব্যবহার করা হবে না। যেমন: অম্মান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুণতি, গোনা, বরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন। আবার অ-তৎসম শব্দের শুরুতে ট, ঠ, ড, ঢ থাকলেও ‘ণ’ এর ব্যবহার করা হবে না। যেমন: উইন্টার, কাউন্টার।

১৭) সমাসবদ্ধ শব্দগুলো যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন:

অদৃষ্টপূর্ব	অনাস্বাদিতপূর্ব	নেশাগ্রস্ত
পিতাপুত্র	পূর্বপরিচিত	বিষাদমণ্ডিত
মঙ্গলবার	রবিবার	লক্ষ্যভ্রষ্ট
সংবাদপত্র	সংযতবাক	সমস্যাপূর্ণ
স্বভাবগতভাবে	সিংহাসন	গায়েহলুদ

বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ শব্দটিকে এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন: কিছু-না-কিছু, জল-স্থল-আকাশ, বাপ-বেটা, বেটা-বেটি, মা-ছেলে, মা-মেয়ে।

১৮) বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন :

ভালো দিন	লাল গোলাপ	সুগন্ধ ফুল
সুনীল আকাশ	সুন্দরী মেয়ে	শুদ্ধ মধ্যাহ্ন

১৯) না-বাচক ‘না’ এবং ‘নি’-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ পদ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেমন: করি না, কিন্তু করিনি।

এছাড়া শব্দের পূর্বের না-বাচক উপসর্গ ‘না’ উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন: নাবালক, নারাজ, নাহক ইত্যাদি।

অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন: না-গোনা পাখি, না-বলা বাগী, না-শোনা কথা।

২০) বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ‘ষ’ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন: কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শামিয়ানা, শার্ট, সৌখিন।

২১) ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি s ধ্বনির জন্য ‘স’ এবং -sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য ‘শ’ ব্যবহৃত হবে। যেমন: পাসপোর্ট, বাস, ক্যাশ, টেলিভিশন, মিশন, স্টেশন।

২২) যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে স, ছ-এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ‘ছ’-এর ব্যবহার থাকবে। যেমন: তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল ইত্যাদি।

২৩) মঙ্গল কামনায় ‘শিস’ বানানে ‘ষ’ হবে না। যেমন— শুভাশিস, ল্লেখাশিস, আশিস।

২৪) কোনো শব্দে ‘স্ত/স্থ/স্প/ক্ষ’ থাকলে ‘ষ’ বসে না। যেমন— নিস্তদ্ধ, স্তুতি ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ শুদ্ধ বানান

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সূধী	সুধী	পুরস্কার	পুরস্কার
এক্যমত	একমত্য	প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
শ্রোতাবৃন্দ	শ্রোতৃবৃন্দ	বানাপানি	বীণাপাণি
অশ্রুজল	অশ্রু/জল	স্বাতন্ত্র্য	স্বাতন্ত্র্য
বৃতপত্তি	ব্যুৎপত্তি	আশক্তি	আসক্তি
অঙ্গরী	অঙ্গরা	অতিত	অতীত
ভান্ডার	ভাণ্ডার	আশীষ	আশিস
সন্ধ্যা	সন্ধ্যা	অধিন	অধীন
আকাঙ্ক্ষা	আকাঙ্ক্ষা	দ্বিতীয়	দ্বিতীয়
গ্রীষ্ম	গ্রীষ্ম	আশীর্বাদ	আশীর্বাদ
আবিষ্কার	আবিষ্কার	শারীরিক	শারীরিক
চ্যুত	চ্যুত	ফটোস্ট্যাট	ফটোস্ট্যাট
অদ্ভুত	অদ্ভুত	অন্তঃসত্তা	অন্তঃসত্তা
উর্ধ্ব	উর্ধ্ব	উচ্ছ্বাস	উচ্ছ্বাস
শুশ্রূষা/সুশ্রূষা	শুশ্রূষা	নির্দোষী	নির্দোষ
দুর্নীতি	দুর্নীতি	ব্যতিক্রম	ব্যতিক্রম
নির্ণিমেষ	নির্ণিমেষ	শ্রেষ্ঠতম	সর্বশ্রেষ্ঠ

পুরস্কৃত	পুরস্কৃত	সন্মান	সম্মান	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর	বিভতস	বীভৎস
দর্শণ	দর্শন	কনিষ্ঠতম	সর্বকনিষ্ঠ	গরিয়সি	গরীয়সী	ভাগিরথি	ভাগীরথী
ভূমিষাৎ	ভূমিসাৎ	আপ্রাণ	প্রাণপণ	বাকদান	বাগদান	মিমাংসা	মীমাংসা
প্রশংসা	প্রশংসা	উল্লেখিত	উল্লিখিত	স্বত্বাধিকার	স্বত্বাধিকার	মধুসূদন	মধুসূদন
দুর্বিষহ	দুর্বিষহ	চোষ্য	চুষ্য	দুরাবস্থা	দুরবস্থা	স্ফূর্তি	স্ফূর্তি
ধ্বংশ	ধ্বংস	সকাতর	কাতর	জলোচ্ছাস	জলোচ্ছাস	কৌতুহল	কৌতুহল
পুঙ্কানুপুঙ্ক	পুঙ্কানুপুঙ্ক	কল্যান	কল্যাণ	শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি	মুমূর্ষ	মুমূর্ষ
জ্যোষ্ঠ্য	জ্যোষ্ঠ	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য	স্বাক্ষী	সাক্ষী	মুহূর্ত	মুহূর্ত
উচ্ছাস	উচ্ছাস	বিবাদমান	বিবদমান	সন্মাসী	সন্মাসী	স্থূল	স্থূল
গ্রহীতা	গ্রহীতা	দ্র্যাহম্পর্শ	দ্র্যাহম্পর্শ	শান্তনা	সান্তনা	মূর্খণ্য	মূর্খণ্য
স্বারকথা	সারকথা	ভৌগলিক	ভৌগোলিক	কর্ণেল	কর্নেল	প্রতিদ্বন্দী	প্রতিদ্বন্দী
সংশয়পূর্ণ	সংশয়াপূর্ণ	কুচ্ছতা	কুচ্ছ	আভ্যন্তরীণ	অভ্যন্তরীণ	বিস্ফোরণ	বিস্ফোরণ
অনুর্ধ্ব	অনুর্ধ্ব	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	ততধিক	ততোধিক	সংস্কৃত	সংস্কৃত
পীপিলিকা	পিপীলিকা	একত্রিত	একত্র	নৃশংস	নৃশংস	পরিষ্কৃত	পরিষ্কৃত
মুহূর্মুহ	মুহূর্মুহ	দীর্ঘসূত্রিতা	দীর্ঘসূত্রতা	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	ঘনিষ্ঠ	ঘনিষ্ঠ
সন্মাসী	সন্মাসী	শিক্ষয়েত্রী	শিক্ষয়িত্রী	সমূলসহ	সমূলে/মূলসহ	লণ্ঠন	লণ্ঠন
অত্যাধিক	অত্যাধিক	অর্ধাঙ্গিনী	অর্ধাঙ্গী	সুক্ষ	সূক্ষ্ম	পার্শ্ব	পার্শ্ব
অক্ষুন্ন	অক্ষুণ্ণ	মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন	নিঃশেষিত	নিঃশেষ	সত্ব	স্বত্ব
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	সায়াহ্ন	সায়াহ্ন	সঠিক	ঠিক	বৈশিষ্ট্য	বৈশিষ্ট্য
ক্ষুধাপিপাসা	ক্ষুৎপিপাসা	বহি	বহি	অপেক্ষমান	অপেক্ষমাণ	স্বরস্বতী	সরস্বতী
জ্যোতিন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র	পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ন	সমতুল্য	সম/তুল্য	সূচগ্র	সূচ্যগ্র
স্যাৎসেতে	স্যাঁতসেঁতে	অপরাহ্ন	অপরাহ্ন	গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি	মনীষি	মনীষী
স্মাশান	শ্মাশান	সময়কাল	সময়/কাল	কঙ্কন	কঙ্কণ	মরীচীকা	মরীচিকা
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	উপর্যুক্তি	উপর্যুপরি	কৃতীত্ব	কৃতিত্ব	পাষান	পাষণ
নূন্যতম	নূনতম	উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	ব্যতীত	ব্যতীত	শিরোপীড়া	শিরঃপীড়া
সৌজন্যতা	সৌজন্য	শশীভূষণ	শশিভূষণ	সুস্বাগতম	স্বাগতম	অন্তেষ্ট	অন্তেষ্ট
উদ্বাস্ত	উদ্বাস্ত	দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা	কর্তৃপক্ষগণ	কর্তৃপক্ষ	অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়
জাত্যাভিমান	জাতাভিমান	উত্যক্ত	উণ্ড্যক্ত	ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	কটুক্তি	কটুক্তি
বিদূষী	বিদূষী	কামিনি	কামিনী	পিচাশ	পিশাচ	ছন্দঃপতন	ছন্দঃপতন
তিরস্কার	তিরস্কার	ত্রিভুজ	ত্রিভুজ	অস্পৃশ্য	অস্পৃশ্য	সতিসাধবী	সতীসাধবী
ফেণ	ফেন	কিরিট	কিরীট	ঘূর্ণীয়মাণ	ঘূর্ণীয়মান	ঐক্যতা	ঐক্য/একতা
কল্যাণীয়াসু	কল্যাণীয়াসু	কালীদাস	কালিদাস	অনাথিনী	অনাথা	স্বায়ত্ত্বশাসন	স্বায়ত্ত্বশাসন
বৃহস্পতি	বৃহস্পতি	ক্ষিতীশ	ক্ষিতীশ	স্বাস্থ	স্বাস্থ্য	দুরত্ব	দূরত্ব
নুসংস	নৃশংস	নিরীহ	নিরীহ	সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য	সদ্যজাত	সদ্যোজাত
প্রকোষ্ট	প্রকোষ্ঠ	নিশীথীন	নিশীথিনী	বন্দ্যোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়	আত্মসর্গ	আত্মোৎসর্গ
হটাৎ	হঠাৎ	উদ্ভূত	উদ্ভূত	জগৎবন্ধু	জগবন্ধু	কৃতি	কৃতি
সচ্ছন্দ	স্বচ্ছন্দ	দুর্গা	দুর্গা	কিম্বদন্তী	কিম্বদন্তী	কুটনীতি	কুটনীতি
দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব	নুপুর	নুপুর	শিরচ্ছেদ	শিরচ্ছেদ	বিষম	বিষম
সভাব	স্বভাব	পুণ্য	পুণ্য	অত্যাধিক	অত্যাধিক	সংসপ্তক	সংসপ্তক
স্বাত্ত্বিক	সাত্ত্বিক	অহর্নিশ	অহর্নিশ	গভর্ণর	গভর্নর	হীনমন্যতা	হীনমন্যতা
নিষ্কন	নিষ্কণ	অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ	রূপালী	রূপালি	নিরাশা	নৈরাশ্য
নির্দোষী	নির্দোষ	দারিদ্রতা	দারিদ্র্য, দরিদ্রতা	উদীচী	উদীচী	মন্ত্রীপরিষদ	মন্ত্রিপরিষদ
আকাজ্ঞা	আকাজ্ঞা	অসহনীয়	অসহনীয়	দীর্ঘজীবী	দীর্ঘজীবী	মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা
যশলাভ	যশোলাভ	বাল্মীকী	বাল্মীকি	মনুষ্যত্ব	মনুষ্যত্ব	ভাষাভাষী	ভাষী
আদ্র	আর্দ্র	ভীতিঘীকা	বিভীষিকা	শূণ্য	শূন্য	গুণ	গুণ
অদ্যাবধি	অদ্যাবধি	সমিচিন	সমীচীন	ভূমিধ্বশ	ভূমিধস	সুচরিতাসু	সুচরিতাসু
অন্তমান	অন্তায়মান	নিশিথ	নিশীথ	অঘেষন	অঘেষণ	নৈষদ	নৈষদ্য

শংখ্রব	সংখ্রব	ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
চিরজীবী	চিরজীবী	নির্দোষী	নির্দোষ
ভৌগলিক	ভৌগোলিক		

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ	অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
ইদানীংকাল	ইদানীং	তৎকালীন সময়	তৎকালীন
কার্যকরী	কার্যকর	জন্মবার্ষিকী	জন্মবার্ষিক
বমালসুদ	মালসহ/বমাল	উপরোক্ত	উপর্যুক্ত

কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র	সমতুল্য	সম/তুল্য
লজ্জাকর	লজ্জাকর	লজ্জাজনক	লজ্জাকর
পুনর্মিলনী	পুনর্মিলন	তাপদাহ	দাবদাহ
অন্নকাপড়	অন্নবস্ত্র	সমতুল্য	সম বা তুল্য
সঠিক	ঠিক	ত্রিনয়নী	ত্রিনয়না
অধিনী	অধীনা	সিংহিনী	সিংহী
সুকেশিনী	সুকেশা	অনাথিনী	অনাথা
অর্ধাঙ্গিনী	অর্ধাঙ্গী	নির্দোষিণী	নির্দোষ
কাঙ	কাণ্ড	আকাজ্জা	আকাজ্জা
অশ্রুজল	অশ্রু	সময়কাল	সময়/কাল
শবপোড়া	শবদাহ	আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
অহর্নিশি	অহর্নিশ	ব্যাতীত	ব্যতীত
প্রতিঘরে ঘরে	ঘরে ঘরে	ভাষাভাষী	ভাষী
অকণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ/কণ্ঠ পর্যন্ত		

প্রামাণ্য : প্রামাণ্য শব্দের অর্থ প্রামাণিকতা বা বিশ্বস্ততা। প্রামাণ্য শব্দটি বিশেষণ। তাই প্রামাণিক শব্দটির বিশ্বাসযোগ্যতা অর্থে প্রয়োগ ঠিক নয়।

খাঁটি গরুর দুধ : বাক্যটি শুদ্ধ নয়। কারণ অর্থের তারতম্য হয়েছে। গরু খাঁটি হয় কীভাবে? শুদ্ধ প্রয়োগ হবে গরুর খাঁটি দুধ।

ফরাসীয় : 'ফরাসি' শব্দের অর্থ ফরাসি দেশীয়। তাই ফরাসি শব্দটির সাথে 'ঈয়' প্রত্যয় যোগ করলে তা অপপ্রয়োগ হবে।

ফলফুট : 'ফুট' শব্দের অর্থ 'ফল'। তাই 'ফলফুট' শব্দটির প্রয়োগ ঠিক নয়।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অবস্থা দুস্টিতে মনে হয় তারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে।	অবস্থা দেখে মনে হয়, তারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
সকল বালিকাগণ পানি সিঞ্চন করবার জন্য স্নান্য পাত্র লইয়া বাগানে গেল।	সকল বালিকা/বালিকাগণ পানি সেচন করবার জন্য মাটির পাত্র নিয়ে বাগানে গেল।
তোমার মতো একটি মুখের পিছনে অর্থ খরচ করে কোন লাভ হবে না।	তোমার মতো মুখের পেছনে টাকা খরচ করে কোনো লাভ হবে না।

বাক্যশুদ্ধি

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
নৌকার শোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল।	নৌকা শোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল।
কৃতিবাস বাঙলা রামায়ণ লিখেছেন।	কৃতিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন।
রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।
আমি অপমান হয়েছি।	আমি অপমানিত হয়েছি।
আমার কথা প্রমাণ হয়েছে।	আমার কথা প্রমাণিত হয়েছে।
অনাবশ্যকীয় বিষয়ে রাজনীতি এখন টাল-মাটাল।	অনাবশ্যক বিষয়ে রাজনীতি এখন টাল-মাটাল।
অত্যাৱশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।	আৱশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
তিরস্কার না হয় পুরস্কার একটা কিছু জুটবেই।	তিরস্কার না হয় পুরস্কার একটা কিছু জুটবেই।
ডেঙ্গু জ্বর হ্রাস হইয়াছে।	ডেঙ্গু জ্বরের হ্রাস হইয়াছে।
আমার কথাই প্রমাণ হলো।	আমার কথাই প্রমাণিত হলো।
সূর্য উদয় হয়েছে।	সূর্য উদিত হয়েছে।
গৌরব লোপ হইয়াছে।	গৌরব লোপ পাইয়াছে।
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান।	পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান।
সালাম আলী মামলার সাক্ষী দিবে।	সালাম আলী মামলার সাক্ষ্য দিবে।
তাকে ল্লেখাশীষ দিও।	তাকে ল্লেখাশিস দিও।
মেয়েটি ভয়ানক সুন্দরী।	মেয়েটি অনিন্দ্য সুন্দরী।
অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল।	অশ্রুতে বুক ভেসে গেল।
এ কথা প্রমাণ হয়েছে।	এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।
মাতাহীন শিশুর কী দুঃখ !	মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ !
সে মনোকষ্টে গ্রাম ছাড়িল।	সে মনঃকষ্টে গ্রাম ছাড়িল।
বালকেরা খেলাধুলায় পটু।	বালকেরা খেলাধুলায় পটু।
নীলনব ঘনে আসাঢ় গগণে।	নীলনব ঘনে আষাঢ় গগণে।
কৃষ্টি ও কালচার জীবনের অংশ।	কৃষ্টি ও কালচার জীবনের অংশ।
দেবী অন্তর্ধান হইবেন।	দেবী অন্তর্হিত হইবেন।
ঘটনা বর্ণনা হয়েছে।	ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।
কে এই বুদ্ধিমান বালিকা?	কে এই বুদ্ধিমতী বালিকা?
এখন বিদ্বান মেয়ের অভাব নেই।	এখন বিদুষী মেয়ের অভাব নেই।
মাতাহারা বালকটি খুবই অসহায়।	মাতৃহারা বালকটি খুবই অসহায়।
শবপোড়া হিন্দু ধর্মের একটি রীতি।	শবদাহ হিন্দু ধর্মের একটি নীতি।
শফিকের স্থান সর্বশীর্ষে।	শফিকের স্থান শীর্ষে।
এই অর্ধরাত্রিতে এখনও তুমি জেগে আছ !	এই অর্ধরাত্রে এখনও তুমি জেগে আছ !

দারিদ্র্যতাই বাংলাদেশের মূল সমস্যা। দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাদের দৌরায়ে প্রশাসন হিমশিম খাচ্ছে। এ কাজে তাহার হস্ত পাকা পূর্বাহ্নে একবার এসো। একটা গোপন কথা বলি। নিশ্চয় সংবাদ পেয়েছি। বিধি লঙ্ঘন হয়েছে। সদ্যজাত শিশুটির কী অবস্থা? কীতিবাস রামায়ণ লিখেছেন। বাংলাদেশে সংস্কৃতি চর্চার তীর্থক্ষেত্র। সচিব মহোদয়ের অধীন কর্মচারীরা সব সময় আতংকে থাকে। দৈন্যতা সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়। প্রাতরাশে ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। আগামীকাল অপরাহ্নে তার সাথে দেখার করার কথা। অধ্যবধি বিষয়টার কোন সুরাহা হলো না। তিনি এখন মৌনী আছেন। সুনামি আক্রান্ত এলাকার মানুষ অভাব অনটনে দিন কাটাচ্ছে। অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার। রহমত সঙ্কট অবস্থায় পড়িয়াছে। তার এখন সংকট অবস্থা। ঔদ্ধত আচরণকে এক কথায় বলা হয় ঔদ্ধত্য। ব্যাকুলিত চিত্তে আমি তাকে দেখতে গেলাম। তিনি আরোগ্য হইয়াছিলেন। সে আরোগ্য হয়েছে। আমি তোমার আগমন-সংবাদে সন্তোষে হইয়াছি। মেয়েটি পাগলি হয়ে গেছে। রহিমা ভয়ে অস্থির। রাজা পাপিষ্ঠ রানীকে শাস্তি দিলেন। সে এমন রূপসী যেন অঙ্গুরী। সহসা আগুন লাগায় ও খেলা পণ্ড হইল। শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না। আপনি আগত কল্য আসিবেন। আমি সন্তোষ হলাম।	দরিদ্রতাই বাংলাদেশের মূল সমস্যা। দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাদের দৌরায়ে প্রশাসন হিমশিম খাচ্ছে। এ কাজে তার হাত পাকা পূর্বাহ্নে একবার এসো। একটা গোপনীয় কথা বলি। নিশ্চিত সংবাদ পেয়েছি। বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। সদ্যজাত শিশুটির কী অবস্থা? কীতিবাস রামায়ণ লিখেছেন। বাংলাদেশে সংস্কৃতি চর্চার তীর্থক্ষেত্র। সচিব মহোদয়ের অধীন কর্মচারীরা সব সময় আতংকে থাকেন। দীনতা সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়। প্রাতঃরাশে ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। আগামীকাল অপরাহ্নে তার সাথে দেখা করার কথা। অদ্যাবধি বিষয়টার কোন সুরাহা হলো না। তিনি এখন মৌন আছেন। সুনামি আক্রান্ত এলাকার মানুষ অভাব অনটনে দিন কাটাচ্ছে। অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার। রহমত সঙ্কটজনক অবস্থায় পড়িয়াছে। তার এখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। উদ্ধত আচরণকে এক কথায় বলা হয় ঔদ্ধত্য। ব্যাকুল চিত্তে আমি তাকে দেখতে গেলাম। তিনি নীরোগ হইয়াছিলেন। সে আরোগ্য লাভ করেছে। আমি তোমার আগমন-সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়াছি। মেয়েটি পাগলি হয়ে গেছে। রহিমা ভয়ে অস্থির। রাজা পাপিষ্ঠা রানীকে শাস্তি দিলেন। সে এমন রূপবতী যেন অঙ্গুরী। সহসা আগুন লাগিল ও খেলা পণ্ড হইল। শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না। আপনি আগামী কল্য আসিবেন। আমি সন্তুষ্ট হলাম।	দুর্বলতাবশত অনাথি বসে পড়ল কামাল হলো আমার ভ্রাতুষ্পুত্র তার সাংস্কৃতিক নাই। 'গীতাঞ্জলী' পড়েছ কি? যুক্তি খণ্ডিত হয়েছে কিন্তু মেলেনি। বিধি লঙ্ঘন হয়েছে। দশচক্রে ঈশ্বর ভূত। বুনো কচু, বাঘা তেঁতুল। মানুষ তার জীবনের স্থপতি। ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বিরাট গরু-ছাগলের হাট। অন্যায়ের ফল আবশ্যিক। কুলাটা নারীকে বর্জন করা। মনোরম উদানে ভ্রমণ দুরাকাঙ্ক্ষা। বিবিধ জিনিসপত্র কিনলাম। আমি যেয়ে দেখি সব শেষ। লোকটি নিরপরাধী কিন্তু নিরহঙ্কারী নয়।	দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল কামাল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। তার সংস্কৃতি নাই। 'গীতাঞ্জলি' পড়েছ কি? যুক্তি খণ্ডন হয়েছে কিন্তু মুক্তি মেলেনি। বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। দশচক্রে ভগবান ভূত। বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল। মানুষ তার নিজ জীবনের স্থপতি। ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। গরু-ছাগলের বিরাট হাট। অন্যায়ের ফল অনিবার্য। কুলাটাকে বর্জন কর। মনোরম উদ্যানে ভ্রমণ দুরাকাঙ্ক্ষা। বিবিধ জিনিস কিনলাম। আমি গিয়ে দেখি সব শেষ। লোকটি নিরপরাধ কিন্তু নিরহঙ্কার নয়।
---	--	---	--

৩৫তম-৩৮তম বিসিএস লিখিত

কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার

০১. যেসব শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় অমনযোগী সে সমস্ত শিক্ষার্থীরাই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় বেশি।
উত্তর : যে সমস্ত শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় অমনযোগী সে সমস্ত শিক্ষার্থীই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় বেশি।
০২. আপনি স্বপরিবার ও সবাঙ্কবে আমন্ত্রিত।
উত্তর : আপনি সপরিবার ও সবাঙ্কবে আমন্ত্রিত।
০৩. তার পরশ্রীকাতরতা দেখে আমি মুগ্ধ।
উত্তর : তার পরশ্রীকাতরতা দেখে আমি হতবাক।
০৪. আজ রাতে বজ্রপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।
উত্তর : আজ রাতে বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
০৫. তোমার মতো ব্যক্তির পক্ষে সদাসর্বদা কৃপণতা করা লজ্জাকর।
উত্তর : তোমার মত ব্যক্তির পক্ষে সদাসর্বদা কৃপণতা করা লজ্জাকর।
০৬. জ্যৈষ্ঠ মাসে তার সর্ব জ্যৈষ্ঠ ছেলের বিয়ে হয়।
উত্তর : জ্যৈষ্ঠ মাসে তার জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়ে হয়।
০৭. তাহার সৌন্দর্য্যবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।
উত্তর : তার সৌন্দর্য্যবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।
০৮. এ নির্মম হত্যাকাণ্ডে গ্রামবাসী নিস্ক্র হয়ে গেল।
উত্তর : এ নির্মম হত্যাকাণ্ডে গ্রামবাসী স্তব্ধ হয়ে গেল।
০৯. ইতিপূর্বেই তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করা হয়েছে।
উত্তর : ইতিপূর্বেই তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করা হয়েছে।
১০. মহাসমারোহে প্রধান অতিথিকে সুস্বাগত জানানো হলো।
উত্তর : মহাসমারোহে প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানানো হলো।

১১. তার সাংঘাতিক আনন্দ হলো।
উত্তর : তার খুব আনন্দ হলো।
১২. ছেলেটি অহর্নিশ তার মাকে জ্বালাতন করে।
উত্তর : ছেলেটি অহর্নিশ তার মাকে জ্বালাতন করে।
১৩. যথাযথ স্থানে যথার্থ বাক্যের শব্দটি স্থাপন করতে হবে।
উত্তর : যথাযথভাবে বাক্যে শব্দ প্রয়োগ করতে হবে।
১৪. তিনি একজন বৃন্দ-আবৃত্তিকার।
উত্তর : তিনি একজন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার।
১৫. আমি তার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারলাম না।
উত্তর : আমি তার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারলাম না।
১৬. দুষ্কৃতিকারী সন্দেহে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে।
উত্তর : দুষ্কৃতিকারী সন্দেহে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে।
১৭. তিনি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেননি।
উত্তর : তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন।

২৮-৩৪তম বিসিএস

শুধু অশুদ্ধ অংশ তুলে ধরা হলো

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
স্বচ্ছ পরিবার	সচ্ছ পরিবার
অত্যন্ত বেদনাদায়ক	অত্যন্ত বেদনাদায়ক
মুখস্থবিদ্যা পরিহার	মুখস্থবিদ্যা পরিহার
পৈত্রিক ভিটা	পৈতৃক ভিটা
সশিক্ষিত	স্বশিক্ষিত
অনুবাদিত	অনুদিত
অপমান হয়েছি	অপমানিত হয়েছি
সকলের মাঝে বয়স্ক	সকলের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ
দুর্লভ সৌভাগ্য	দুর্লভ সৌভাগ্য
গোপন পরামর্শ	গোপনীয় পরামর্শ
আরোগ্য হয়েছে	আরোগ্য লাভ করেছে
বুদ্ধিজীবী, প্রমুখগণ, শ্রদ্ধাঞ্জলী	বুদ্ধিজীবী, প্রমুখ, শ্রদ্ধাঞ্জলি
এসব লোকগুলোকে	এসব লোককে/এ লোকগুলোকে
আরও প্রিয়তর	আরও প্রিয়
শুধুমাত্র গায়ের জোরে	শুধু গায়ের জোরে
নিরহঙ্কারী, নিরপরাধী	নিরহঙ্কার, নিরপরাধ
সমৃদ্ধশালী দেশ	সমৃদ্ধ দেশ
আসছে আগামীকাল	আগামীকাল
দারিদ্রতা	দারিদ্র্য/দরিদ্রতা
অপরাহ্ন	অপরাহ্ন
দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা
ছাত্রীগণের	ছাত্রীদের
অসহনীয়	অসহ্য
ব্যয়ে কার্পণ্যতা	ব্যয়ে কার্পণ্য
সমুদয় সভ্যগণ	সভ্যগণ
সকলে একত্রিত হয়ে	সকলে একত্র হয়ে
সমস্ত প্রাণীকূল	সব প্রাণী
বিভূতিভূষণ বন্ধোপাধ্যায়	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বষ্টিক	স্বষ্টিক

ঘটনা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করেছে	ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে
আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য
শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা	শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা
সানন্দিতচিত্তে	সানন্দে
আয়ত্বাধীন	আয়ত্ত
দালানটি ধসে পড়ল	দালানটি ধসে পড়ল
মাধুর্যতাপূর্ণ আচরণ	মাধুর্যপূর্ণ আচরণ

প্রায় কাছাকাছি উচ্চারণের ভিন্ন ভিন্ন অর্থের শব্দসমূহ

মূলশব্দ	প্রতিশব্দ	মূলশব্দ	প্রতিশব্দ
অম্বর	আকাশ	শম্বর	জল
অসার	বাজে	অসাড়	সাদাহীন
অন্য	অপর	অন্ন	ভাত
অনিল	বাতাস	অনীল	যা নীল নয়
পারাবার	সমুদ্র	পারাবত	কবুতর
কুঁড়ি	মুকুল	কুড়ি	সংখ্যার ২০
অশ্ব	ঘোড়া	অশ্মা	পাথর
পারি	সমর্থ	পাড়ি	পারাপার
আষাঢ়	মাসের নাম	আসার	প্রবল বর্ষণ
আসক্তি	অনুরাগ	আসক্তি	নৈকট্য
ভূ	পৃথিবী	ভূধর	পর্বত
শর্বর	অক্ষকার	শর্বরী	রাত্রি
আধি	দুশ্চিন্তা	আঁধি	বাড়ো হাওয়া
পরভূত	কোকিল	পরভূৎ	কাক
গুণ	গুণ করা	গুন	চটের থলি
পাবক	আগুন	পবন	বাতাস
নগ	পর্বত	নাগ	সাপ
মরণ	বাতাস	সরিৎ	নদী
বলাহক	মেঘ	বালার্ক	সূর্য
বিভাবরী	রাত্রি	বিভাবসু	আগুন
যামিনী	রাত্রি	দামিনী	বিদ্যুৎ
কুমুদ	পদ্ম	কৌমুদী	জ্যোৎস্না
শশ	খোরগোশ	শশী	চাঁদ
শশীকর	জ্যোৎস্না	শশীকান্ত	পদ্ম
কান্ত	স্বামী	কান্তা	স্ত্রী
সুত	পুত্র	সুতা	কন্যা
মৃগেন্দ্র	সিংহ	মৃগাঙ্ক	চাঁদ
অদিতি	পৃথিবী	আদিত্য	সূর্য
কপোত	কবুতর	খপোত	উড়োজাহাজ

উপসর্গ

বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলো অন্য শব্দের আগে বসে। এর প্রভাবে শব্দটির কয়েক ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন :

↔ নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়।

↔ শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয়।

↔ শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে।

↔ শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটে।

↔ শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

বিভিন্ন উপসর্গ	
বাংলা উপসর্গ (২১টি)	অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (উনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, রাম, স, সা, সু, হা, ভর।
তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ (২০টি)	প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দূর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।
বিদেশি উপসর্গ (১৯টি)	
ফারসি উপসর্গ (১০টি)	কার, দর, না, নিম, ফি, বদ, বে, বর, ব, কম।
আরবি উপসর্গ (৪টি)	আম্, খাস, লা, গর।
ইংরেজি উপসর্গ (৪টি)	ফুল, হাফ, হেড, সাব।
উর্দু-হিন্দি উপসর্গ (০১টি)	হর

বাংলা উপসর্গ		
উপসর্গের নাম	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
অ	নির্দিষ্ট	অকেজো, অচেনা, অপয়া
	অভাব	অচিন, অজানা, অথৈ
	ক্রমাগত	অঝোর, অঝোরে
অঘা	বোকা	অঘারাম, অঘাচণ্ডী
অজ	নিতান্ত (মন্দ)	অজপাড়াগাঁ, অজমুখ, অজপুকুর
অনা	অভাব	অনাবুষ্টি, অনাদর
	ছাড়া	অনাছিষ্টি, অনাচার
	অশুভ	অনামুখো
আ	অভাব	আকাড়া, আধোয়া, আলুনি
	বাজে/নিকৃষ্ট	আকাঠা, আগাছা
আড়	বক্র	আড়চোখে, আড়নয়নে
	আধা/প্রায়	আড়ক্ষ্যাপা, আড়পাগলা, আড়মোড়া
	বিশিষ্ট	আড়কোলা (পাখালিকোলা), আড়গড়া (আস্তবল), আড়কাঠি
আন	না	আনকোরা
	বিক্ষিপ্ত	আনচান, আনমোনা
আব	অস্পষ্টতা	আবছায়া, আবডাল
ইতি	এ/এর	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে
	পুরনো	ইতিকথা, ইতিহাস
উনা	কম	উনপাঁজুড়ে, উনিশ
কদ	নির্দিষ্ট	কদবেল, কদর্য, কদাকার
কু	কুৎসিত, অপকর্ষ	কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর, কুসঙ্গ
নি	নাই/নেতি	নিখুঁত, নিলাজ, নিভাঁজ, নিরেট
পাতি	ক্ষুদ্র	পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল, পাতিলেবু, পাদকুয়ো

উপসর্গের নাম	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
বি	ভিন্নতা, নাই, নিন্দনীয়	বিভূই, বিফল, বিপদ
ভর	পূর্ণতা	ভরপেট, ভরসাঁঝ, ভরপুর, ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যা
রাম	বড়, উৎকৃষ্ট	রামছাগল, রামদা, রামশিঙ্গা, রামবোকা
স	সাথে/সঙ্গে	সনাজ, সরব, সঠিক, সজোর, সপাট
সা	উৎকৃষ্ট	সাজিরা, সাজোয়ান
সু	উত্তম	সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম, সুকাজ
হা	অভাব	হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে

সংস্কৃত উপসর্গ		
উপসর্গের নাম	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
প্র	প্রকৃষ্ট, সম্মুখ	প্রভাব, প্রচলন, প্রস্তুতি
	খ্যাতি	প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব
	আধিক্য	প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল, প্রসার
	গতি	প্রবেশ, প্রস্থান
	ধারা, পরম্পরা, অনুগামিত	প্রপৌত্র, প্রশাখা, প্রশিষ্য
পরা	আতিশয্য	পরাক্রাণ্টা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ
	বিপরীত	পরাজয়, পরাভব
অপ	বিপরীত	অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ
	নিকৃষ্ট	অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ
	স্থানান্তর	অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন
	বিকৃত	অপমৃত্যু
	সম	সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাদর
নি	সম্মুখে	সমাগত
	নিষেধ	নিবৃতি
	নিশ্চয়	নিবারণ, নির্ণয়
	আতিশয্য	নিদাঘ, নিদারুন
	অভাব	নিষ্কলুষ, নিষ্কাম
অব	হীনতা	অবজ্ঞা, অবমাননা
অনু	সম্যকভাবে	অবরোধ, অবগাহন, অবগত
	নিম্নে/অধোমুখিতা	অবতরণ, অবরোহণ
	অল্পতা	অবশেষ, অবসান, অবেলা
	পশ্চাৎ	অনুশোচনা, অনুগামী, অনুজ, অনুচর, অনুতাপ, অনুকরণ
	সাদৃশ্য	অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার
	পৌনঃপুন্য	অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন
	সঙ্গে	অনুকূল, অনুকম্পা

উপসর্গের নাম	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
নির	অভাব	নিরক্ষর, নিজীব, নিরহঙ্কার, নিরাশ্রয়, নির্ধন
	নিশ্চয়	নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর
	বাহির, বহির্মুখিতা	নির্গত, নিঃসরণ, নির্বাসন
দূর	মন্দ	দুর্ভাগ্য, দর্দশা, দুর্নাম
	কষ্টসাধ্য	দুর্লভ, দুর্গম, দুরতিক্রম্য
বি	বিশেষরূপে	বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান, বিবস্ত্র, বিশুদ্ধ
	অভাব	বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল
	গতি	বিচরণ, বিক্ষেপ
	অগ্রকৃষ্ণ	বিকার, বিপর্যয়
সু	উত্তর	সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়, সুনীল
	সহজ	সুগম, সুসাধ্য, সুলভ
	আতিশয্য	সূচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ
উৎ	উর্ধ্বমুখিতা	উদ্যম, উন্নতি, উৎক্ষিপ্ত, উদগ্রীব, উত্তোন
	আতিশয্য	উচ্ছেদ, উত্তপ্ত, উৎফুল্ল, উৎসুক, উৎপীড়ন
	প্রস্তুতি	উৎপাদন, উচ্চারণ
	অপকর্ষ	উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট
অধি	আধিপত্য	অধিকার, অধিবাসী, অধিপতি
	উপরি	অধিরোহন, অধিষ্ঠান
	ব্যাপ্তি	অধিকার, অধিবাস, অধিগত
পরি	বিশেষরূপে	পরিপক্ক, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন
	শেষ	পরিশেষ
	সম্মুখরূপে	পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ
	চতুর্দিক	পরিক্রমণ, পরিমণ্ডল
প্রতি	সদৃশ	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি
	বিরোধ	প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী
	পৌনঃপুন্য	প্রতি দিন, প্রতি মাস
	অনুরূপকাজ	প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রতাপকার
উপ	সামীপ্য	উপকূল, উপকণ্ঠ
	সদৃশ	উপদ্বীপ, উপবন
	ক্ষুদ্র	উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা
	বিশেষ	উপনয়ন (পৈতা), উপভোগ
অভি	সম্যক	অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিবৃত্ত
	গমন	অভিযান, অভিসার
	সম্মুখ, দিক	অভিমুখ, অভিবাদন
অতি	আতিশয্য	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়
	অতিক্রম	অতিমানব, অতি প্রাকৃত
আ	পর্যন্ত	আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র
	ঈষৎ	আরক্ত, আভাস
	বিপরীত	আদান, আগমন

বিদেশি উপসর্গ		
ফারসি উপসর্গ		
উপসর্গের নাম	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
কার	কাজ	কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারবার, কারদানি
দর	মধ্যস্থ, অধীন	দরপত্তনি, দরপাট্টা, দরদালাল
না	না অর্থে	নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নালায়েক
নিম	আধা	নিমরাজি, নিমখুন
ফি	প্রতি	ফি-রোজ, ফি-ইপ্তা, ফি-বছর, ফি-সন, ফি-মাস
বদ	মন্দ	বদমেজাজ, বদরাগী, বদমাশ, বদহজম, বদনাম
বে	না	বেয়াদব, বেআক্কেল, বেকসুর, বেকায়দা, বেগতিক, বেতার, বেকার
বর	বাইরে, মধ্যে	বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ
ব	সহিত	বমাল, বনাম, বকলম
কম	স্বল্প	কমজোর, কমবখ্ত
আরবি উপসর্গ		
আম	সাধারণ	আমদরবার, আমমোক্তার
খাস	বিশেষ	খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা, খাসদরবার
লা	না	লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা
গর	অভাব	গরমিল, গরহাজির, গররাজি
ইংরেজি উপসর্গ		
ফুল	পূর্ণ	ফুল-হাতা, ফুল-শার্ট, ফুল-বাবু, ফুল-প্যান্ট
হাফ	আধা	হাফ-হাতা, হাফ-টিকেট, হাফ-ক্লব, হাফ-প্যান্ট
হেড	প্রধান	হেড-মাস্টার, হেড-অফিস, হেড-পণ্ডিত, হেড-মৌলভি
সাব	অধীন	সাব-অফিস, সাব-জজ, সাব-ইন্সপেক্টর
হিন্দী/উর্দু উপসর্গ		
হর	প্রত্যেক	হররোজ, হরমাহিনা, হরকিসিম, হরহামেশা

সমার্থক শব্দ

যেসব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে, তাদের সমার্থক বা একার্থক শব্দ বলে। বাক্যে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অর্থাৎ রচনার মাধুর্য সৃষ্টির জন্য একটি অর্থকেই বিভিন্ন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা প্রয়োজন হয়। কবিতায় প্রয়োগ আরও বেশি। প্রথম

বাংলা 'খিসরাস' বা সমার্থক শব্দের অভিধান সংকলন করেছেন - অশোক মুখোপাধ্যায়। [২৩তম বিসিএস]

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. অভিরাম শব্দের অর্থ কী? (৪০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি)

ক. বিরামহীন খ. বালিশ
গ. চলন ঘ. সুন্দর

উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা : অভিরাম শব্দের অর্থ - মনোরম, সুন্দর। বিরামহীন শব্দের অর্থ বিশ্রাম নেই এমন, বিরতিহীন। বালিশ অর্থ উপাধান। চলন শব্দের অর্থ গমন, ভ্রমণ, সঞ্চালন, স্পন্দন, প্রচলন, রেওয়াজ, প্রথা, ধারা ইত্যাদি।

০২. 'সূর্য' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]

ক. অর্ক খ. অর্ণব
গ. প্রসূন ঘ. পল্লব

উত্তর : ক

ব্যাখ্যা : 'সূর্য' এর সমার্থক শব্দ অর্ক। 'প্রসূন' এর সমার্থক শব্দ- পুষ্প, ফুল, কুসুম, প্রসূন, রঙ্গন। 'অর্ণব' এর সমার্থক শব্দ- সাগর, রত্নাকর, সিন্ধু, বারিশ, উদধি, অমুধি, পয়োনিধি, তোয়ধি, বারিনিধি, বারীন্দ্র। 'পল্লব' শব্দের সমার্থক শব্দ- পাতা, কিশলয়।

০৩. 'সমভিব্যাহারে' শব্দটির অর্থ কী? [৩৭তম বিসিএস]

ক. একত্ৰতায় খ. সমান ব্যবহারে
গ. সম ভাবনায় ঘ. একযোগে

উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : 'সমভিব্যাহারে' শব্দের অর্থ একযোগে, একত্রে সম্ভবাবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'প্রতাপকার' থেকে একটি উদাহরণ এভাবে দেয়া যায়- 'মন্ত্রী আমাত্য সমভিব্যাহারে রাজা শিকারে চললেন'।

০৪. 'প্রকর্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]

ক. উৎকর্ষতা খ. অপকর্ষ
গ. উৎকর্ষ ঘ. অপকর্ষতা

উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : 'প্রকর্ষ' এর সমার্থক শব্দ উৎকর্ষ, সমৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি।

০৫. 'জল' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [৩৫তম বিসিএস]

ক. সলিল খ. উদক
গ. জলধি ঘ. নীর

উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : 'জল' শব্দের সমার্থক শব্দ- সলিল, উদক, নীর।

০৬. কোনটি 'অগ্নি' এর সমার্থক শব্দ নয়?

ক. পাবক খ. অনল
গ. সর্বশুচি ঘ. প্রজ্বলিত

উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : অগ্নি এর সমার্থক শব্দ- পাবক, অনল, সর্বশুচি।

০৭. 'বৃক্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [৩২তম বিসিএস]

ক. কলাপী খ. নীরধি
গ. বিটপী ঘ. অবনি

উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : গাছ, পাদপ, তরু, বিটপী, দ্রুম, শিখরী, শাখী, মহীকুহ, শৃঙ্গী, পণী।

০৮. কোনটি 'বাতাস' শব্দের সমার্থক নয়? [৩২তম বিসিএস]

ক. পাবক খ. মারুত
গ. পবন ঘ. অনিল

উত্তর : ক

ব্যাখ্যা : 'বাতাস' শব্দের সমার্থক শব্দ- বাত, বায়ু, অনিল, পবন, হাওয়া, সমীর, সমীরণ, মরুৎ, মারুত, প্রভঞ্জন, গন্ধবহ, গান্ধবাহ।

০৯. 'অনীক' শব্দের অর্থ- [৩০তম বিসিএস]

ক. সূর্য খ. সমুদ্র
গ. যুদ্ধক্ষেত্র ঘ. সৈনিক

উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : 'অনীক' শব্দের অর্থ- সৈনিক, সেনানী, সৈন্যদল। 'সূর্য' এবং 'সমুদ্র'-এর সমার্থক শব্দসমূহ মূল বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে।

১০. 'শিখণ্ডী' শব্দের অর্থ কী? [৩১তম বিসিএস]

ক. কবুতর খ. কোকিল
গ. খরগোশ ঘ. ময়ূর

উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : 'শিখণ্ডী' শব্দের অর্থ- ময়ূর, কলাপী, কেকা, শিখী, কেকী, বহী। 'কবুতর' শব্দের সমার্থক শব্দ- পারাবত, পায়া, কপোত। 'কোকিল' শব্দের সমার্থক শব্দ- পিক, পরভূত। 'খরগোশের' সমার্থক শব্দ- শশক।

১১. 'আফতাব' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [৩০তম বিসিএস]

ক. অর্ণব খ. রাতুল
গ. অর্ক ঘ. জলধি

উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : 'আফতাব' শব্দের সমার্থক শব্দ- সূর্য, দিবাকর, অর্ক। 'রাতুল' শব্দের সমার্থক শব্দ- রক্তবর্ণ, লাল। 'অর্ণব' ও 'জলধি' এর সমার্থক শব্দ সমুদ্র, রত্নাকর। প্রতিটি শব্দের আরও সমার্থক শব্দ মূল অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২. 'উপরোধ' শব্দের অর্থ কী? [২৮তম বিসিএস]

ক. প্রতিরোধ খ. উপস্থাপন
গ. অনুরোধ ঘ. উপযোগী

উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : 'উপরোধ' শব্দের অর্থ অনুরোধ, সুপারিশ, খাতির প্রভৃতি।

১৩. সমার্থক শব্দগুচ্ছ সনাক্ত করুন- [২৩তম বিসিএস]

ক. দীর্ঘিকা, নদী, প্রণালী
খ. গাঙ, তটিনী, অর্ণব
গ. শৈবালিনী, তরঙ্গিনী, সরিৎ
ঘ. শ্রোতস্বিনী, নির্ঝরিণী, সিন্ধু

উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : কোন শব্দের সম অর্থপূর্ণ ভিন্ন শব্দকে বলা হয় সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ। 'নদী' শব্দটির সমার্থক শব্দ- শ্রোতস্বিনী, তটিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী, শৈবালিনী, কল্লোলিনী, গাঙ।

১৪. প্রথম বাংলা 'খিসরাস' বা সমার্থক শব্দের অভিধান সংকলন করেছেন- [২৩তম বিসিএস]

ক. অশোক মুখোপাধ্যায়
খ. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
গ. জগন্নাথ চক্রবর্তী
ঘ. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

উত্তর : ক

১৫. 'বামেতর' শব্দটির অর্থ- [২৩তম বিসিএস (মুক্তিযোদ্ধা সন্তান)]

ক. বামচোখ

খ. ডান

গ. ইতর

ঘ. বাম দিক

উত্তর : খ

১৬. 'অপলাপ' শব্দের অর্থ কী? [২২তম বিসিএস]

ক. প্রলাপ

খ. অস্বীকার

গ. অসদালাপ

ঘ. মিথ্যা

উত্তর : খ

ব্যাখ্যা : সংস্কৃত ভাষার শব্দ 'অপলাপ' এর প্রতিশব্দ সত্য অস্বীকার, গোপন বা মিথ্যা উক্তি। শুদ্ধ উত্তর 'খ'।

১৭. 'বিরাগী' শব্দের অর্থ কী? [২১তম বিসিএস]

ক. উদাসীন

খ. প্রতিকূল

গ. রাগহীন

ঘ. বিশেষভাবে রুষ্ট

উত্তর : ক

ব্যাখ্যা : 'বিরাগী' শব্দের সমার্থক শব্দ বিরাগযুক্ত, উদাসীন, নিষ্পৃহ, বিরক্ত। পুরুষবাচক শব্দ 'বিরাগী' এর স্ত্রীবাচক রূপ হলো 'বিরাগিনী'।

১৮. 'সূর্য' এর প্রতিশব্দ- [১১তম বিসিএস]

ক. সুধাংশু

খ. শশাঙ্ক

গ. বিধু

ঘ. আদিত্য

উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : 'সূর্য' এর সমার্থক শব্দসমূহ মূল অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯. 'শিষ্টাচার' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [১১তম বিসিএস]

ক. নিষ্ঠা

খ. সদাচার

গ. সততা

ঘ. সংযম

উত্তর : খ

ব্যাখ্যা : 'শিষ্টাচার' এর সমার্থক শব্দ ভদ্রতা, সৌজন্য, সদাচার। 'সংযম' অর্থ নিয়ন্ত্রণ, দমন। 'নিষ্ঠা' অর্থ একাগ্রতা, অনন্যচিত্ততা। 'সততা' শব্দের সমার্থক শব্দ সত্যপরায়ণতা, সতানিষ্ঠা।

২০. 'অদিতি' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [৩১তম বিসিএস]

ক. পৃথ্বী

খ. নীর

গ. ক্ষিতি

ঘ. অবনী

উত্তর : খ

ব্যাখ্যা : 'অদিতি' এর সমার্থক শব্দ পৃথ্বী, ক্ষিতি, অবনী। এছাড়াও উক্ত শব্দের আরও সমার্থক শব্দ মূল অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ সমার্থক শব্দ

অগ্নি	অনল, বহি, হতাশন, আগুন, শিখা, পাবক, বিভাবসু, কৃশানু, হেমাগ্নি, বৈশ্বানর, সর্বশুচি, সর্বভুক, দহন (৩৩তম বিসিএস), বীতিহোত্র।
অতিশয়	অতি, অতীব, অতিমাত্র, অধিক, অত্যন্ত, একান্ত, নিতান্ত, পরম, সাতিশয়, অত্যধিক।
অন্ধকার	আঁধার, অমা, তমসা, তমঃ, তিমির, তমিশ্র, অমানিশা, শবর, আঁধিয়ার, আন্ধার
অনুশীলন	রেওয়াজ, মকশো, তালিম।
অন্নদা	পার্বতী, দুর্গা, অন্নদাত্রী, ভগবতী, অন্নপূর্ণা, শিবপত্নী, উমা, অপর্ণা, জগদম্বা।

অনঙ্গ	ফুলশর, মনোজ, পুষ্পধনু, মনসিজ, মদন, ফুলধনু, কামদেব, কন্দর্প, অতনু, মন্থা, পঞ্চশর, স্মর, রতিপতি, মনোভব, মকরকেতু, মকরধ্বজ, মকরকেতন, মীনকেতন, মীনধ্বজ।
অন্ন	ভাত, ওদন, আহার, তণ্ডুল।
অভিনিবেশ	মনোযোগ, একাগ্রতা, প্রণিধান।
অর্বাচিন	হালের, নবীন, আধুনিক, অপ্রবীণ, অপরিণত বুদ্ধি, অপরিপক্ব, বিবেচনা শক্তিহীন
অলীক	মিথ্যা, অসত্য।
অনীক	সৈনিক, সৈন্যদল, সেনানী।
অভিরাম	মনোরম, সুন্দর।
অভিজ্ঞান	অবোধ।
অধ্যয়ন	তত্ত্বতালাশ।
অপবাদ	দুর্নাম, বদনাম, কুৎসা, নিন্দা, দোষারপ, অপযশ
অশ্ব	বাজি, ঘোড়া, হয়, তুরগ, ঘোটক, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম, হ্রেষা।
অভিলাষ	ইচ্ছা, বাসনা, স্পৃহা, অভিপ্রায়, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, অভিরুচি, সাধ, মনোরথ, আকিঞ্চন, আগ্রহ, লালসা।
অশ্রু	অশ্রুবারি, নেত্রবারি, ধারাপাত, বর্ষণ, বিন্দুলোচন, লোর, চোখের জল, আঁখি-নীর, নয়নজল, নেত্রজল
অরণ্য	কানন, জঙ্গল, কান্তার, অটবি, বিপিন, বন
অপলাপ	অস্বীকার (২২তম বিসিএস)
অনীক	সৈনিক (৩০তম বিসিএস)
আকাশ	অম্বর, অন্তরীক্ষ, গগন, নভঃ, বিমান, ব্যোম, শূন্য, দু্যলোক, অভ্র, খ, ছায়ালোক, অনন্ত, আসমান, অম্বর, নভোমণ্ডল, দু্য।
আদেশ	আজ্ঞা, হুকুম, অনুমতি, উপদেশ, অনুশাসন, অনুজ্ঞা, নির্দেশ।
আভরণ	অলংকার, ভূষণ, প্রসাধন, সাজসজ্জা, গহন।
আলো	বিভা, আভা, উদ্ভাস, জ্যোতি, দ্যুতি, দীপ্তি, নূর, প্রভা, ভাতি, রৌশন, রওশন।
আনন্দ	হর্ষ, পুলক, আহ্লাদ, সুখ, খুশী, তৃপ্তি, সন্তোষ, উল্লাস, আহলাদ, প্রীতি।
ইত্তেফাক	সম্মতি, মিল, ঐক্য
ইতি	শেষ, যবনিকা, সমাপ্তি, রফা, অন্তিম, সাজ, অবশিষ্ট, অবসান, বিরাম।
ঈর্ষা	বিরাগ, হিংসা, অপ্রীতি, বৈরীভাব, দ্বেষ, অসূয়া, বিদ্বেষ, বৈরিতা, পরশ্রীকাতরতা
ঈশ্বর	আল্লাহ, খোদা, জগদীশ্বর, ধাতা, বিধাতা, ভগবান, সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা, পরমেশ্বর, জগন্নাথ
ঈক্ষণ	দৃষ্টি, দর্শন, চক্ষু, অক্ষি, নয়ন, লোচন, নজর।
উচ্ছ্বাস	পুলক, উল্লাস, স্কুরণ।

উজ্জ্বল	দীপ্তিমান, আলোকিত, উজ্জাসিত, শোভমান, বলমলে, প্রজ্জ্বলিত, দীপ্ত, প্রদীপ্ত, চকচকে
উদাসীন	বিরাগী (২১তম বিসিএস), আসক্তিহীন, নিস্প্রহ
উৎকর্ষ	প্রকর্ষ (৩৬তম বিসিএস), উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি।
উর্মি	চেউ, তরঙ্গ, বাঁচি, কল্লোল, হিল্লোল, লহর।
উপরোধ	অনুরোধ, সুপারিশ, খাতির।
উপক্রম	সূত্রপাত।
উচ্ছেদ	বিনাশ, উৎপাটন, উন্মুলন, স্থানচ্যুতি।
উগ্র	রুঢ়, নিষ্ঠুর, প্রখর, ভয়ানক, কোপন, প্রচণ্ড।
উজ্জ্বল	আলোকিত, উজ্জাসিত, বলমলে, দীপ্তি, দীপ্তিমান, প্রদীপ্ত, চকমকে, শোভমান, প্রজ্জ্বলিত।
ঋত্বিক	বৈদিক যজ্ঞের পুরোহিত, যাজক, হোমক, হোত্রী।
কথা	বচন, জবান, উক্তি, জব, বচন, বচঃ, বাক্, বাণী, বাক্য, বুলি, বোল, ভাষা।
কলা	রঙ্গা, পত্রগোটা, কদলী।
কলহ	কোন্দল, বাগড়াবাঁটি, দ্বন্দ্ব, বিবাদ, বিরোধ।
কবুতর	কপোত, পারাবাত, পায়রা।
কোকিল	পরভূত, পিক, অন্যপুষ্ট, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট, কলকণ্ঠ, বসন্তদূত, মধুসুখা, মধুস্বর, মধুবন।
কাক	পরভূৎ, বায়স।
কালো	কানাই, অসিত, কৃষ্ণ, শ্যামল, শ্যাম।
কন্যা	মেয়ে, সুতা, নন্দিনী, দুহিতা, আত্মজা, তনয়া, পুত্রী।
কপাল	ললাট, ভাল, ভাগ্য, অলিক, অদুষ্ট, নিয়তি, বরাত
কপোল	গণ্ড (গণ্ডদেশ), গাল।
কান	কর্ণ, শ্রবণ, শ্রুতি, শ্রবণেন্দ্রিয়, শ্রবণপথ, শ্রোত্র, শ্রুতিপত্র, শ্রবণবিবর।
কান্না	কাঁদা, কাঁদন, ক্রন্দন, রোদন, অশ্রুপাত।
কিরণ	কর, প্রভা, দীপ্তি, জ্যোতি, অংশু, রশ্মি, ময়ূখ, আলোক, বিভা।
কেশ	চুল, কুণ্ডল, অলক, চিকুর, কবরী, কেশদাম, কেশপাশ, শিরোজ, শিরসিজ।
কেশব	কৃষ্ণ, গোপাল, জনার্দন, বিষ্ণু।
কর্বুর	রাক্ষস।
কুকুর	সারমেয়।
কাদস্থিনী	মেঘমালা, মেঘপুঞ্জ, সারিসারি মেঘ, বারিদ, জলধর, জলদ, নীরদ, জীমূত, অদ্র।
কদম	নীপ।
কীর্তি	অনিন্দ্য, খ্যাতি, নন্দিত, প্রসিদ্ধি, যশ, সুনাম।
কোমর	মাজা, কাঁকাল, কটি।
কুহম	মায়া, ইন্দ্রজাল।
কুল	গোত্র, জাতি, প্রবর, কৌলিন্য, গোষ্ঠী, বংশ, বর্ণ, সমাজ।
কুটুম্ব	আত্মীয়, জ্ঞাতি।

কুঁড়ি	অফোটা ফুল, মুকুল, কলিকা, কলি, কোরক।
কূল	তট, তীর, কিনারা, বেলা, পুলিন, পাড়, ধার, অবধি, আশ্রয়, সৈকত।
ক্রোধ	উত্তেজনা, উদ্ভ্রা, কোপ, গোসা, রাগ, রোষ।
খড়গ	তলোয়ার, তরবারি, কৃপাণ, অসি।
গন্তব্য	মনজিল, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট।
গর্জন	অট্টনাদ, চিৎকার, নিনাদ, শোর, রোল।
গৃহ	আলয়, ভবন, নিলয়, ঘর, বাড়ি, নিবাস, আশ্রয়
গরু	গো, গাভী, ধেনু, পয়স্বিনী।
গুবাক	সুপাড়ি গাছ।
গোমতী	গঙ্গা, জাহ্নবী, কাবেরী, ভাগীরথী, সুবধনী।
ঘোড়া	অশ্ব, ঘোটক, তুরঙ্গ, বাজী, তুরগ, হুয়, তুরঙ্গম।
চক্ষু	দর্শন, লোচন, নয়ন, নেত্র, অক্ষি, চোখ, আঁখি, সিঁদুর।
চন্দ্র	চাঁদ, শশধর, হেলাল, রাকা, রাকেশ, নিশাকর, শুধাকর, কুমুদনাথ, সিতাংশু, কলাভূৎ, কলাধর, মৃগাক্ষ, শশাক্ষ, সোম, নিশাকান্ত, নিশাপতি, নিশানাথ, শশী, ইন্দু, চন্দ্রমা, হিমকর, কলানিধি, সুধানিধি, হিমাংশু, সুধাংশু, বিধু, নিশাপতি, দ্বিজরাজ, কুমুদিনীনাথ, রজনীকান্ত, শীতকর, কলানাথ।
জল	পানি, পানীয়, বারি, সলিল (৩৫তম বিসিএস), পয়ঃ, অম্বু, নীর, উদক, জীবন, অপ, অম্ব, তোয়, অর্প, ইরা, প্রাণদ, বারুণ।
জলাশয়	জলের আধার, জলাধার, পুষ্করিণী, পুকুর
জঙ্গম	গতিশীল, চলমান, সচল
জিহ্বাসা	জেরা, প্রশ্ন, শুধানো, জিগানো, পুছা।
জোত্বা	কৌমুদী, চন্দ্রিমা, চন্দ্রালোক, জোহনা, চন্দ্রিকা।
জায়া	অর্ধাঙ্গী, ভার্যা, পত্নী, বধূ, বউ, বউ, গৃহিণী, গিন্নি, ঘরণি, বিবি, বেগম, পরিবার, স্ত্রী, দার, অর্ধাঙ্গিনী, বনিতা, ভার্যা, বউ।
ঝরনা	প্রস্রবণ
ঝড়	ঝঞ্ঝা, ঝটিকা, তুফান, প্রভঞ্জন, বাত্যা
চেউ	তরঙ্গ, উর্মি, বাঁচি, কল্লোল, হিল্লোল, লহর, উর্মিলহরি, জোয়ার, লহরি
নর	জন, পুরুষ, মর্দ, মানুষ, মানুষ্য, মানব, লোক
নদী	শ্রোতস্থিনী (২৩তম বিসিএস), তটিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী, শৈবলিনী, কল্লোলিনী, গাঙ, কূলবতী, গিরি নিম্নাব, নির্ঝরিণী, মন্দাকিনী, সরিৎ, শ্রোতস্থতী, শ্রোতাবহা, সমুদ্রকান্তা, সমুদ্রবল্লভা
নারী	অবলা, ললনা, বলহীন, অক্ষমা/অক্ষম, বনিতা, ভামিনী, কান্তা, পত্নী, বামা, রামা, অঙ্গনা, আওরাত, কামিনী, জেনানা, মানবী, সামন্তিনী
নাদ	সিংহের ডাক
তীর	কূল, তট, সৈকত
তীর	বাণ, শর, শায়ক

তাম্বুল	পান
দর্প	দম্ভ, বড়াই, গর্ব, অহংকার, আঞ্চালন
দক্ষ	কর্মঠ, কর্মণ্য, পটু, নিপুণ, পারদর্শী
দরিদ্র	অভাবগ্রস্ত, অসহায়, কাতরহীন, বিত্তহীন, গরীব, দীন, নির্ধন
দিন	দিবস, দিবা, অহ, অহন, অহু, বার, রোজ
দেবতা	অমর, দেব, সুর
দেহ	গাত্র, গা, তনু, শরীর, অঙ্গ, কায়া, কলেবর, গতর
দোকান	আপণ, পণ্যগৃহ, পণ্য-বিচিত্রা, পণ্যশালা, বিপণি
ধন	অর্থ, বিত্ত, বিভব, সম্পদ, ঐশ্বর্য, দৌলত, বৈভব, সম্পত্তি, সম্পদ
পথ	অয়ন, নিগম, নির্গমন, সরণি, সড়ক, বাট, মার্গ, রাস্তা, রাহা
পদ্ম	শতদল, উৎপল, অরবিদ, সরোজ, কমল, কুবলয়, রাজীব, কুমুদ, কোকনদ, অম্বোজ, তামরস, নলিনী, পুষ্প, পঙ্কজ, সরোবর, সরোজ, সরোরুহ, সরসিজ।
পুকুর	জলাশয়, দীঘি, পুষ্করিণী, সরোবর
পর্বত	পাহাড়, অচল, গিরি, ভূধর, শৈল, অদ্রি, নগ, শৃঙ্গ, শিখরী, মহীধর, শৃঙ্গধর, ভূভৃৎ, মহীধর, ক্ষিতিধর, মেদিনীধর
পিতা	আব্বা, জনক, বাবা, জন্মদাতা, পিতৃ
পুত্র	ছেলে, তনয়, নন্দন, সুত, আত্মজ, তনুজ, দুলাল, দারক, পুত
পাখি	পক্ষী, বিহগ, বিহঙ্গ, খগ, গুরুট, খেচর, দ্বিজ, বিহঙ্গম, শকুন্ত, পতঙ্গী, আকাশচরী
পাথর	প্রস্তর, পাষাণ, শিলা, অশ্মা, উপল, মণি, কান্ত, শিল, কাঁকর
পাদ	চরণ, পা, পদ
পাদুকা	জুতা, পয়জার
পুষ্প	ফুল, কুসুম, প্রসূন, রঙ্গন
পৃথিবী	অবনী, ধরা, ধরণী, ধরিত্রী, বসুন্ধরা, ভূ, মেদিনী, অদিতি (৩১তম বিসিএস), ক্ষিতি, মহী, বসুমতি, মর্ত্যলোক, অখিল, ভূলোক, উর্বা, মরলোক, অখিল, ক্ষিতিতল, জগৎ, জাহান, দুনিয়া, ধরাতল, পৃথ্বী, বসুধা, বসুমাতা, বিশ্ব, ভুবন, ভূতল, মর্ত
পতাকা	বাণ্ডা, ধ্বজা, নিশান, বৈজয়ন্তী, কেতন
পর্যটক	পরিব্রাজক, ভ্রমিক, ভ্রমণকারী
পল্লব	পাতা, কিলশয়
পেষণ	দলন, বাটা, মর্দন, চূর্ণন
প্রাসাদ	দালান, বালাখানা, অট্টালিকা
বাতাস	বাত, বায়ু, অনিল, পবন (৩২তম বিসিএস), হাওয়া, সমীর, সমীরণ, মরুৎ, মারুত, প্রভঞ্জন, গন্ধবহ, গান্ধবাহ
বানর	শাখমুগ, বাঁদর, বান্দর

বামেতর	ডান (২৩তম বিসিএস)
বিদ্যুৎ	বিজলি, তড়িৎ, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চপলা, চঞ্চলা, অচিরপ্রভা, শম্পা, অনুপ্রভা, দামিনী
বিবাহ	পরিণয়, পাণি গ্রহণ, পাণি পীড়ন।
বিবর	রন্ধ, বিল, ছিদ্র, গর্ত, গহ্বর
বিদ্বান	বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, জ্ঞানী, পণ্ডিত, বুধ, মনীষী, বিচক্ষণ, প্রতিভাধর
বৃক্ষ	গাছ, পাদপ, তরু, বিটপ, বিটপী (৩২তম বিসিএস), দ্রুম, শিখরী, শাখী, মহীরুহ, শৃঙ্গী, পণী, পল্লবী, শিখরীপণী
বজ্র	বাজ, দৃঢ়, দম্ভোলি, কুলিশ, কঠিন
বানিয়া	ব্যবসায়ী, দোকানি, বণিক, বেনে, সওদাগর, ব্যবসাদার
বন	অরণ্য, কানন, কুঞ্জ, অরণ্যানী, কান্তার, গহন, জঙ্গল, বনানী, বিপিন
বিষ	গরল, জ্বর, হলাহল
বেড়াল	মার্জার
বিরাগী	উদাসীন, আসক্তহীন, নিষ্পৃহ
ভ্রমর	অলি, দ্বিরেফ, ভৃঙ্গ, ভোমরা, মধুকর, মধুলেহ, মধুপ, মৌমাছি, শিলীমুখ, ষটপদ
ভয়	আতঙ্ক, ভয়, ডর, ত্রাস, দও, ভীতি, শঙ্কা
ভয়ানক	অতিশয়, অত্যন্ত, ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ, ভীতিজনক, ভীষণ, ভীম, প্রচণ্ড
ময়ূর	কলাপী, কেকা, শিখী, শিখণ্ডী (৩১তম বিসিএস), কেকী, বহী, শিখণ্ডক
মন	চিত্ত, চিত্তপট, অন্তর, দিল, পরান, মনোজগৎ, মানসলোক, হৃদয়, হিয়া
মঙ্গল	কল্যাণ, শুভদ, শুভ, সু, সুখ, সমৃদ্ধি
মনোযোগ	একাগ্রতা, প্রণিধান, অভিনিবেশ, মনঃসংযোগ, মনোনিবেশ
মাতা	গর্ভধারিণী, প্রসূতি, মা, জননী, আন্মা, জনিকা, জন্মদাত্রী, মাতৃ
মেঘ	ঘন, বারিদ, জলদ, জলধর, জীমূত, অম্বুদ, তোয়দ, পয়োধর, পর্জন্য, নীরদ, পয়োদ, বলাহক, তোয়ধর, পয়োমুক
মনীষা	জ্ঞানী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পণ্ডিত, মেধা, প্রতিভা, প্রজ্ঞা, বিদ্বান
মৃত্যু	ইন্তেকাল, ইহকাল সংবরণ, ইহলোক ত্যাগ, দেহত্যাগ, চিরবিদায়, জ্ঞানাতবাসী হওয়া, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, পরলোকগমন, লোকান্তরগমন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ, স্বর্গলাভ, পটল তোলা, প্রাণত্যাগ, লোকান্তর গমন, নিপাত, মারা যাওয়া
মৃদু	অল্প, ধীর, নরম, হালকা, কোমল, আলতো
যুদ্ধ	সংঘাত, আহব, রণ, লড়াই, সমর, সংগ্রাম, সংঘাত
যুগপৎ	একই সময়ে, একই কালে, সমকালীন, একই সঙ্গে

যবন	মুসলিম
রক্ত	আবির, রঞ্জিত, রক্তিম, রুধির, রাঙা, শোণিত
রাত	নিশা, নিশি, রজনী, যামিনী, শর্বরী, বিভাবরী, নিশীথিনী, ক্ষণদা, ত্রিয়ামা, অমানিশা, তামসী
রাজা	নৃপতি, নরপতি, ভূপতি, মহীপতি, নৃপ, নরপাল, ভূপাল, ভূপতি, নরেন্দ্র, ক্ষিতিপ, ক্ষিতিপাল, শাসক, মহীন্দ্র, মহীপ, নরেশ, অধিশ্বর, রাজাধিরাজ, শাহ
রানী	বেগম, মহিষী, রাজপত্নী, রাজ্ঞী, সুলতানা, সম্রাজ্ঞী
লাল	লোহিত, অরুণ, শোণ, রাতুল
সদাচার	শিষ্টাচার (১১তম বিসিএস)
সনাতন	নিত্য, শাস্ত, চিরস্থায়ী, চিরন্তন
সকাল	উষা, সুবহ, প্রত্যুষ
সমভিব্যাহারে	একযোগে।
সন্ধ্যা	সায়াহ, সাঁঝ, প্রদোষ
সংযম	নিয়ম, নিয়ন্ত্রণ, নিগ্রহ, দমন, রোধ, নিরোধ, ব্রত
সিংহ	কেশরী, মৃগরাজ, মৃগেন্দ্র, হরি, হর্যক্ষ, হর্যাক্ষ, কেশরী, পারীন্দ্র,
সূর্য	রবি, ভানু, ভাস্কর, দিনমণি, মার্তণ্ড, অর্ক (৩৮তম বিসিএস), সুর, তপন, মিহির, আদিত্য (১১তম বিসিএস), দিবাকর, আফতাব (৩০তম বিসিএস), অরুণ, কিরণমালী, দিনকর, দিনেশ, দিনমণি, পৃষন, বিভাকর, বিভাবসু, সবিতা
সাপ	অহি, আশীবিষ, নাগ, ফণী, ভূজঙ্গ, সর্প, উরগ, ভূজগ, ভূজঙ্গম, ফনাধর, বিষধর, পল্লগ, কাকোদর, হরি
সাদা	অত্র, শ্বেত, শুদ্ধ, নির্মল, সিত, বিশদ, অরজিত, সহজ, সরল, গৌর, ধবল, সফেদ।
স্বামী	কান্ত, দারা, দয়িত, পতি, নাথ
স্ত্রী	কলত্র, কান্তা, জয়া, সহধর্মিণী, রমণী, ভার্যা, বউ, জীবনসঙ্গিনী, দার, দারা, দয়িতা
সমুদ্র	সাগর, রত্নাকর, জলধি, সিন্ধু, বারিশ, উদধি, অর্ণব, পাথার, জলোনিধি, পারাপার, বারিধি, নীলাম্বু, অম্বুধি, সরোধি, পয়োনিধি, অম্বুনিধি, তোয়ধি, তোয়নিধি, বারিনিধি, বারীন্দ্র, উদধি, গাভ, সায়র
সুত	ছেলে, তনয়, পুত্র, নন্দন, দুলাল, আত্মজ, অঙ্গজ
সুন্দর	সুদর্শন, অনুপম, কাস্তিমান, অপরূপ, কমণীয়, চারু, রম্য, রমণীয়, শোভন, শোভাময়, লাভণ্যময়, সুচারু, সুদৃশ্য, সুশ্রী, সুকান্ত
স্বর্গ	দেবলোক, দ্যুলোক, বেহেশত, ইন্দ্রলোক, জান্নাত, অমরালয়, অমরা, অমরাবতী, ত্রিদিব, সুবলোক
স্বর্ণ	কাঞ্চন, মহাধাতু, সোনা, সুবর্ণ, হেম, হিরণ, হিরণ্য, কনক, করুর
সদন	নিবাস, আবাস, আবাসন, বসবাসের স্থান

সম্পূর্ণ	ষোলকলা
সত্ত্ব	অস্তিত্ব, পরাক্রম, নির্যাস, প্রাণ, প্রাণী, সত্তা, সাহস, স্বভাব
শব্দ	আওয়াজ, ধ্বনি, নাদ, নিনাদ, নিষ্মন, রব, স্বন, স্বর, আরাব
শিষ্টাচার	সদাচার, ভদ্রতা, সৌজন্য।
শত্রু	অরি, বৈরী, রিপু, অমিত্র, প্রতিপক্ষ, বিপক্ষ, দুশমন, বিদ্রোহী, অবস্থু, বিরোধী।
শিষ্ট	শান্ত, সুশীল, ভদ্র, নীতিবান, শিক্ষিত।
শ্রীঘর	জেলখানা, জেল, বন্দিশালা, হাজতখানা, কয়েদখানা, কারাগার, কারা
শুদ্ধ	পবিত্র, শুচি, খাঁটি, নিদোষ, নির্ভেজাল, অমিশ্রিত
ষণ্ড	ষাউ, বৃষ, ঋষভ, বলিষ্ঠ, শক্তিশালী
হরিণ	সুশয়ন, সারঙ্গ, মুগ, কুরঙ্গ
হস্তী	হাতি, করী, দ্বীপ, মাতঙ্গ, বারণ, গজ, কুঞ্জর, দ্বিরদ, বৃংগল, নশ, দস্তী, রদনী, ঐরাবত
হীন	নীচ, অধম, অবনত, অবস্থা, অতিশয়, বিনীত, ক্ষীণ, দুর্দশাপন্ন, নিন্দনীয়
হাত	হস্ত, কর, পাণি, ভুজ, বাহ

পরিভাষা

বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে। এর বেশিরভাগই এ কালের প্রয়োগ।

শব্দ ও পরিভাষার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। পরিভাষা কোন জ্ঞান-ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক ধারণার নাম বা সংজ্ঞার্থ। আর শব্দ হচ্ছে ভাষায় ব্যবহৃত যে কোন অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টি। এক কথায়, সকল পরিভাষায় মূলত শব্দ কিন্তু সকল শব্দই পরিভাষা নয়।

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. 'Attested' এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [৪০তম বিসিএস]
 ক. সত্যায়িত খ. প্রত্যয়িত
 গ. সত্যায়ন ঘ. সংলগ্ন/সংলাগ উত্তর: ক/খ
 ব্যাখ্যা : ব্যাকরণ অংশের শুরুতেই ৪০তম বিসিএসের প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।
০২. 'Custom' শব্দের পরিভাষা কোনটি যথার্থ? [৩৭তম বিসিএস]
 ক. আইন খ. প্রথা
 গ. শুদ্ধ ঘ. রাজস্বনীতি উত্তর: খ
 ব্যাখ্যা : 'Customs' শব্দের পরিভাষা 'শুদ্ধ' এবং 'Customs' শব্দের পরিভাষা 'প্রথা'।

০৩. 'Null and void' এর বাংলা পরিভাষা কী? [৩৬তম বিসিএস]
ক. বাতিল খ. পালাবদল
গ. মামুলি ঘ. নিরপেক্ষ উঃ ক

০৪. 'Consumer goods' এর বাংলা পরিভাষা কী? [৩৫তম বিসিএস]
ক. ভোক্তার কল্যাণ
খ. ক্রেতাকৃত পণ্য
গ. ভোগ্যপণ্য
ঘ. ক্রেতার গুণাগুণ উত্তর : গ

০৫. 'Excise duty' এর পরিভাষা কোনটি? [৩৩তম বিসিএস]
ক. অতিরিক্ত কর
খ. আবগারি শুল্ক
গ. অর্পিত দায়িত্ব
ঘ. অতিরিক্ত দায়িত্ব উত্তর : খ

০৬. 'Subconscious' শব্দটির বাংলা পরিভাষা শব্দ হলো- [৩২তম বিসিএস]
ক. অর্ধচেতন
খ. অবচেতন
গ. চেতনা
ঘ. চেতনা প্রবাদ উত্তর : খ

০৭. 'Quarterly' শব্দের অর্থ কী? [৩১তম বিসিএস]
ক. সাপ্তাহিক
খ. পাক্ষিক
গ. ষাণ্মাসিক
ঘ. ত্রৈমাসিক উত্তর : ঘ

০৮. 'Anatomy' শব্দের অর্থ- [৩০তম বিসিএস]
ক. সাদৃশ্য
খ. স্নায়ুতন্ত্র
গ. শরীরবিদ্যা
ঘ. অঙ্গ-সংগলন উত্তর : গ

গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ

A

Abatement	উপশম
Ability	দক্ষত
Abeyance	স্থগিতাবস্থা
Abrogation	রদ, নিরাকরণ
Abortive Coup	ব্যর্থ অভ্যুত্থান
Abolition	বিলোপ সাধন
Aboriginal	আদিবাসী

Above par	অধিমূল্য
Absconder	ফেরারি/পলাতক
Act	আইন
Acting	পারদ্রাষ্ট, ক্রিয়াশীল
Action	ব্যবস্থা
Accused	অভিযুক্ত
Accurate	নির্ভুল
Academic year	শিক্ষাবর্ষ
Account	হিসাব
Accountancy	হিসাববিদ্যা
Accounting	হিসাবরক্ষণ
Acknowledgement	প্রাপ্তি স্বীকার
Ad-hoc	অনানুষ্ঠানিক
Adaptation	অভিযোজন
Aesthetics	বন্দনতত্ত্ব
Affidavit	হলফনামা
Affiliation	সম্বন্ধীকরণ
Agora	মুক্তাঞ্চল
Agenda	আলোচ্যসূচি
Aircraft	বিমান
Airconditioned	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
Air mail	বিমান ডাক
Alias	ওরফে
Alien	বিদেশি
Alliance	মৈত্রীজোট
Allegiance	আনুগত্য
Allotment	বরাদ্দ
Allowance	ভাতা
Amusement	বিনোদন
Ambassador	রাষ্ট্রদূত
Amendment	সংশোধনী
Ambiguous	দ্ব্যর্থবোধক
Amicable	সৌহার্দপূর্ণ
Amnesty	রাষ্ট্রীয় ক্ষমা
Amplitude	বিস্তার
Amplification	পরিবর্ধন
Anatomy	শারীরবিদ্যা
Ancestor	পূর্বপুরুষ
Anonymous	বেনামী
Anthropology	নৃতত্ত্ব
Announcement	ঘোষণা
Anti-corruption	দুর্নীতি দমন
Appendix	পরিশিষ্ট
Appointment	নিয়োগ

Appropriation	উপযোজন
Approved	অনুমোদিত
Archaeology	প্রত্নতত্ত্ব
Archetype	আদিরূপ
Architect	স্থপতি
Arrear	বকেয়া
Article	অনুচ্ছেদ
Astronomy	জ্যোতির্বিদ্যা
Asylum	আশ্রয়
Assembly	পরিষদ
Association	সংঘ
Assessment	নির্ধারণ
Attachment	ক্রোক/ সংযুক্ত
Audit	নিরীক্ষা
Attestation	সত্যায়ন/প্রত্যয়ন
Attested	প্রত্যয়িত/সত্যায়িত
Autonomous	স্বায়ত্তশাসিত

B

Background	পটভূমি
Bacteria	এক ধরনের জীবাণু
Bail	জামিন
Ballad	গীতিকা
Ballot	গোপন ভোট
Ballot paper	ভোটপত্র
Bankrupt	দেউলিয়া
Banquet	ভোজসভা
Bargaining	দরকষাকষি
Basic	মৌলিক
Bibliography	গ্রন্থপঞ্জি
Blue print	প্রতিচিত্র
Blue chip	শেয়ার বাজার
Blockade	অবরোধ
Bio-data	জীবন-বৃত্তান্ত
Board	পরিষদ
Bond	প্রতিজ্ঞাপত্র
Bonus	অতিরিক্ত লভ্যাংশ
Book post	খোলা ডাক
Boycott	বর্জন
Booking	সংরক্ষণ
Branch	শাখা
Bribery	ঘুষ
Bribe	ঘুষ
Broker	দালাল

Bureaucracy	আমলাতন্ত্র	Clerk	কেরানি	Detective	গোয়েন্দা
By-order	আদেশক্রমে	Coating	আবরণ	Dialect	উপভাষা
C		Cognizable	জ্ঞাতব্য/বোধগম্য	Diplomat	কূটনীতিক
Cabinet	মন্ত্রিসভা	Colony	উপনিবেশ	Direction	নির্দেশ
Cable	তার	Cold war	শ্রায়ুযুদ্ধ	Dictator	একনায়ক
Cadre	পদালি	Consumer	ব্যবহারকারী	Discount	বাট্টা
Calligraphy	হস্তলিপিবিদ্যা	Consumer goods	ভোগ্যপণ্য	Disarmament	নিরস্ত্রীকরণ
Call money	তলবি টাকা	Compensation	ক্ষতিপূরণ	Director	পরিচালক
Calorie	তাপাঙ্ক	Constipation	কোষ্ঠকাঠিন্য	Director general	মহাপরিচালক
Campaign	প্রচারাভিযান	Context	প্রসঙ্গ	Divulge	প্রকাশ করা
Competent	দক্ষ	Consule	বাণিজ্য দূত	Document	দলিল
Canon	নীতি	Contract	চুক্তি	Draft	খসড়া
Canvass	প্রচার	Copyright	গ্রন্থস্বত্ব	Dull	নির্বোধ
Capitalism	পুঁজিবাদ	Corrigendum	শুদ্ধিপত্র	Dyarchy	দ্বৈত শাসন
Capital	পুঁজি, মূলধন	Corruption	দুর্নীতি	E	
Care taker	তত্ত্বাবধায়ক	Co-opted	সহযোজিত	Edition	সংস্করণ
Cargo	জাহাজে বাহিত মাল	Co-ordination	সমন্বয়	Editor	সম্পাদক
Cartoon	ব্যঙ্গচিত্র	Crime	অপরাধ	Efficiency	কর্মদক্ষতা
Cash Book	নগদান বই	Crown	রাজমুকুট/মুকুট	Effect	প্রভাব
Cash crop	অর্থকরী ফসল	Council	পরিষদ	Embargo	নিষেধাজ্ঞা
Cashier	খাজাঞ্চি	Coventant	চুক্তিপত্র	Embassy	দূতাবাস
Cash register	নগদান খাতা	Curtail	সংক্ষিপ্ত করা	Emergency	জরুরি
Capitalism	পুঁজিবাদ	Customs	শুল্ক	Emigrant/	প্রবাসী
Casual	নৈমিত্তিক	Custom	প্রথা	Expatriate	
Casual Leave	নৈমিত্তিক ছুটি	Custom house	শুল্ক ভবন	Employee	কর্মচারী
Catalogue	তালিকা	Custody	হেফাজত	Enforcement	বলপ্রয়োগ
Charter	সনদ	Curfew	সান্ধ্য আইন	Enterprise	উদ্যোগ গ্রহণ করা
Cease fire	অস্ত্র সংবরণ	Coup	অভ্যুত্থান	Entrepreneur	উদ্যোক্তা
Census	আদমশুমারি	Code of conduct	আচরণবিধি	Epicurism	ভোগবাদ
Certificate	সনদপত্র	D		Episode	উপাখ্যান
Chairman	সভাপতি	Dahlia carmine	গাঢ় লাল পুষ্পবৃক্ষ	Erradication	উচ্ছেদকরণ
Chancellor	আচার্য	Deadlock	অচলাবস্থা	Etiquette	শিষ্টাচার
Chief justice	প্রধান বিচারপতি	Delegate	প্রতিনিধি	Ethics	নীতিবিদ্যা
Chronological	অনুক্রমিক	Delegation	প্রতিনিধিবর্গ	Exchange	বিনিময়
Cold war	শ্রায়ুযুদ্ধ	Decisont	সিদ্ধান্ত	Excise duty	আবগারি শুল্ক
Context	প্রসঙ্গ	Declaration	ঘোষণা	Execute	নির্বাহ করা
Civil	দেওয়ানি	Deed	দলিল	Executive	নিবাহী
Civil Society	সুশীলসমাজ	Demi-official	আধা-সরকারি	Exhibition	প্রদর্শনী
Civil action	দেওয়ানি মামলা	Democracy	গণতন্ত্র	Ex officio	পদাধিকারবলে
Civil surgeon	পৌর চিকিৎসক	Demonstrator	প্রদর্শক	Encyclopedia	বিশ্বকোষ
Civil war	গৃহ যুদ্ধ	Demonstration	প্রদর্শনী	F	
Circular	বিজ্ঞপ্তি	Deposit	সঞ্চয়	Facism	ফ্যাসিবাদ
Circulate	প্রচার করা	Deputation	প্রেষণ	Factory	কারখানা
				Faculty	অনুষদ

Fair price	ন্যায্য মূল্য	Homicide	নরহত্যা	Kit-bag	সজ্জা-থলে
Familiar	সুপরিচিত	Honorary	অবৈতনিক	Knave	দুর্বৃত্ত/প্রতারক
File	নথি	Horizontal	আনুভূমিক	Knavery	প্রতারণা
Filing	নথিভুক্তি	Hostile	শত্রুভাবাপন্ন	Knight	সম্রাট বংশীয়
Fiction	কল্প কহিনী	Hybrid	সংকর	Key Industry	মূল শিল্প
Finance	অর্থ	Housing project	আবাসন প্রকল্প	Key note	মূলভাব
Fingerprint	আঙ্গুলের ছাপ	Humanism	মানবতাবাদ	L	
Fiscal Year	অর্থবছর	Hygiene	স্বাস্থ্যবিধি	Land policy	ভূমি নীতি
Fleet	বহর	High tide	জোয়ার	Laboratory	পরীক্ষাগার
Forfeit	বাজেয়াগু করা	Hypothesis	অনুমান	Leap year	অধিবর্ষ
Forestry	বনবিদ্যা	I		Lease	ইজারা
Free market	মুক্তবাজার	Idiolect	ব্যক্তিভাষা	Legal	বৈধ
Foreign	বৈদেশিক মুদ্রা	Illiteracy	নিরক্ষরতা	Lexicography	অভিধানবিদ্যা
Currency		Imperialism	সম্রাজ্যবাদ	Legal statement	আইনী উক্তি
Foster father	পালক পিতা	Immigrant	অভিবাসী	Light year	আলোকবর্ষ
Forgery	জালিয়াতি	Imperialism	সম্রাজ্যবাদ	Licence	অনুমতি পত্র
Free Trade	মুক্ত বাণিজ্য	Incharge	ভারপ্রাপ্ত	Logic	যুক্তি
Fundamental	মৌলিক অধিকার	In abeyance	স্থগিত করা	Loggerheads	দা-কুমড়া সম্পর্ক
rights		Index	নির্ধণ্ট	Lyric	গীতিকবিতা
Funeral	শেষকৃত্য	Indigenous	স্বদেশি	M	
G		Industrious	পরিশ্রমী	Majority	সংখ্যাগুরু
Gazette	ঘোষণাপত্র	Industrialisation	শিল্পায়ন	Materialism	বস্তুবাদ
Garble	যথেষ্ট নির্বাচন	Ingredient	উপাদান	Manifesto	ইশতেহার
Genocide	গণহত্যা	Inheritance	উত্তরাধিকার	Manuscript	পাণ্ডুলিপি
General amnesty	সাধারণ ক্ষমা	Injunction	নিষেধাজ্ঞা	Martial	সামরিক
Generation	প্রজন্ম	Informal	অনানুষ্ঠানিক	Materialism	বস্তুবাদ
Global	বিশ্বব্যাপী	Initial	প্রারম্ভিক	Mass media	গণমাধ্যম
Goods	পণ্য	Insomnia	অনিদ্রা	Memorandum	স্মারকলিপি
Good Offices	মধ্যস্থতা	Invoice	চালান	Midwife	ধাত্রী
Glossary	টীকাপঞ্জি	Issue	প্রচার	Migratory bird	অতিথি পাখি
Goodwill	সুনাম	J		Mince	কীমা করা
Guideline	নীতিপন্থা নির্দেশনা	Jail code	কারাবিধি	Minority	সংখ্যালঘু
H		Jerkin	আটসাঁট জামা	Modernism	আধুনিকতাবাদ
Hand bill	প্রচারপত্র	Joint family	যৌথ পরিবার	Monarchy	রাজতন্ত্র
Handicraft	হস্তশিল্প	Joint venture	যৌথ প্রচেষ্টা	Monitoring	পর্যবেক্ষণ
Handy	উপকারী	Judge	বিচারক	Monetary policy	মুদ্রানীতি
Hard money	নগদ টাকা	Judgement	রায়	Monopoly	একচেটিয়া বাজার
Heading	শিরোনাম	Justice	বিচারপতি	Morgue	শবাগার
Headquarter	সদর দপ্তর	Just war	ন্যায্যযুদ্ধ	Mortgage	বন্ধক
Hell	নরক	Juvenile	কিশোর সাহিত্য	Mythology	পুরাণতত্ত্ব
High Command	উচ্চ মহল	K		N	
High tide	জোয়ার	Kinsman	জ্ঞাতি	Nazism	নাৎসিবাদ

Nameplate	নামফলক	Polycentric	বহু কেন্দ্রিক	Robot	যন্ত্রমানব
Nationalism	জাতীয়তাবাদ	Populous	জনবহুল	S	
Nazism	নাৎসিবাদ	Postage	ডাকমাশুল	Sanction	মঞ্জুরি
Negotiation	সমঝোতা	Post-graduate	স্নাতকোত্তর	Sattelite	উপগ্রহ
Nomads	যাযাবর	Post-mortem	ময়নাতদন্ত	Scarcity	স্বল্পতা
Non-cooperation	অসহযোগ	Pragmatic	বাস্তবধর্মী	Scheme	পরিকল্পনা
North star	ধ্রুবতারা	Prehistoric	প্রাগৈতিহাসিক	Script	লিপি
Notification	প্রজ্ঞাপন	Progressive	প্রগতিশীল	Sculpture	ভাস্কর্য
Null and void	বাতিল	Prohibited	নিষিদ্ধ	Secretariat	সচিবালয়
O		Prominent	প্রসিদ্ধ	Secretary	সচিব
Omission	বাদ	Propaganda	প্রচারণা	Secularism	ধর্মনিরপেক্ষ
Ombudsman	ন্যায়পাল	Protocol	চুক্তির খসড়া	Seize	জব্দ করা
Out-post	ফাঁড়ি	Provoke	উস্কানি দেয়া	Seasonal	মৌসুমী
Obligatory	বাধ্যতামূলক	Q		Shorthand	সাঁটলিপি
Obituary	শোকলিপি	Quack	হাতুড়ে	Sleeping partner	নিদ্রিয়া অংশীদার
On approval	অনুমোদন	Quarterly	ত্রৈমাসিক	Solidarity	সংহতি
	সাপেক্ষে	Query	জিজ্ঞাসা	Socialism	সমাজতন্ত্র
Opposition	বিপরীত	Quorum	গণপূর্তি	Smuggler	চোরাচালানকারী
Optimistic	আশাবাদী	Quota	যথাংশ	Specialist	বিশেষজ্ঞ
Optimist	আশাবাদী ব্যক্তি	Quotation	দরপত্র	Specimen	নমুনা
Ordinance	সমরাস্ত্র	R		Statistics	পরিসংখ্যান
Ordinance	অধ্যাদেশ	Radio	বেতার	Stigma	লজ্জাকর দাগ
Osteology	অস্থিবিজ্ঞান	Range	এলাকা	Study leave	শিক্ষা অবকাশ
Output	উৎপাদন	Rationalism	যুক্তিবাদ	Subconscious	অবচেতন
Overrule	বাতিল করা	Recognised	স্বীকৃতিপ্রাপ্ত	Subsidiary	সম্পূরক
Oxygen	অক্সিজেন	Riot	দাঙ্গা	Sponsor	পোষক
P		Recommendation	সুপারিশ	Successor	উত্তরাধিকারী
Pact	চুক্তি	Recruitment	নবনিয়োগ	Subjudice	বিচারাধীন
Parole	সাময়িক মুক্তি	Relevant	প্রাসঙ্গিক	Suffrage	ভোটধিকার
Parson	ধর্মযাজক	Refer	জ্ঞাতার্থে প্রেরণ	Summit	শীর্ষ
Passport	ছাড়পত্র	Referendum	গণভোট	Supervision	তত্ত্বাবধান
Pen name	ছদ্মনাম	Regulation	প্রবিধান	Superstitions	কুসংস্কারাচ্ছন্ন
Pamphlet	পুস্তিকা	Relative	সংযুক্ত	Surgeon	শল্যচিকিৎসক
Periodical	সাময়িকী	Reference	সূত্র	Symposium	আলোচনা সভা
Payer	দাতা	Refine	পরিশুদ্ধ	Syntax	বাক্যতত্ত্ব
Pensive	বিষণ্ণ	Refugee	শরণার্থী	T	
Philology	ভাষাতত্ত্ব	Reservoir	জলাধার	Tantrum	ক্রোধান্বিত অবস্থা
Phonetics	ধ্বনিবিজ্ঞান	Remark	মন্তব্য করা	Tender	দরপত্র
Play truant	স্কুল থেকে পালানো	Resource	সম্পদ	Terminology	পারিভাষিক শব্দ
Plagiarism	কুস্তিলকবৃত্তি	Rehabilitation	পুনর্বাসন	Telecast	সম্প্রচার
Plebiscite	গণভোট	Revenue	রাজস্ব	Therapy	চিকিৎসা
Plycentric	বহু কেন্দ্রিক	Review	পর্যালোচনা	Transliteration	প্রতিবর্ণীকরণ
Prejury	মিথ্যা সাক্ষ্য				
Phonology	ধ্বনিতত্ত্ব				

Trilogy	ত্রয়ী
Tribal	আদিবাসী
Tresurer	কোষাধ্যক্ষ
Treasury	কোষাগার
Troop	সেনাদল
Transparency	স্বচ্ছতা

U

Ultimatum	চরমপত্র
Ultra-modern	অত্যাধুনিক
Underdeveloped	অনুন্নত
Universal	বিশ্বজনীন
Up-to-date	হালনাগাদ

V

Vassal	পোষ্য
Vice-Chancellor	উপাচার্য
Virile	পুরুষোচিত
Vivid	প্রাণবন্ত
Verdict	রায়
Vocation	বৃত্তি
Vocational	বৃত্তিমূলক
Voluntary service	স্বেচ্ছাসেবী

W

Wage-board	মজুরি পর্ষদ
Walk-out	সভাবর্জন
Walk-over	অনায়াসে বিজয়
War criminal	যুদ্ধাপরাধী
Weep	কাঁদা
Whirlpool	ঘূর্ণি
White paper	শ্বেতপত্র
Wisdom	প্রজ্ঞা
Whip	সচেতক
Withdrawal	প্রত্যাহার
Wireless	বেতার
Witness	সাক্ষী

X

X-mas	ক্রিসমাস
-------	----------

Y

Year book	বর্ষপঞ্জি
-----------	-----------

Z

Zebra crossing	পথচারী পারাপার
Zenith	সুবিন্দু/শীর্ষ
Zodiac	রাশিচক্র
Zone	অঞ্চল

বিপরীতার্থক শব্দ

একটি শব্দ যখন অন্য একটি শব্দের সাথে বিপরীত অবস্থানে থাকে বা বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে বিপরীত শব্দ বলে।

০১. কোন শব্দযুগল বিপরীতার্থক নয়? (৪০তম বিসিএস)

ক. ঐচ্ছিক-অनावश्यक

খ. কুটিল-সরল

গ. কম-বেশী

ঘ. কদাচার-সদাচার

উত্তর—ক

ব্যাখ্যা : কুটিল-সরল, কম-বেশী, কদাচার-সদাচার শব্দজোড়গুলো হলো বিপরীতার্থক শব্দ। অনাবश्यक অর্থ আবश्यक নয় এমন অর্থাৎ অনাবश्यक হল ঐচ্ছিক শব্দটির একটি প্রতিশব্দ। তাই ঐচ্ছিক-অनावश्यक হলো সমার্থক শব্দজোড়। শুদ্ধ উত্তর ঐচ্ছিক-অनावश्यक।

০২. 'ব্যক্ত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [৩৮-তম বিসিএস]

ক. গৃঢ়

খ. উন্মুক্ত

গ. আবৃত

ঘ. ত্যক্ত

উত্তর : ক

ব্যাখ্যা : অপশনে প্রদত্ত শব্দসমূহের বিপরীতার্থক শব্দ- ব্যক্ত-গৃঢ়, আবৃত-অনাবৃত, উন্মুক্ত-আবদ্ধ।

০৩. কোন শব্দজোড় বিপরীতার্থক নয়? [৩৫তম বিসিএস]

ক. অনুলোম-প্রতিলোম

খ. নশ্বর-শাস্ত

গ. গরিষ্ঠ-লঘিষ্ঠ

ঘ. হ্রষ্ট-পুষ্ট

উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : হ্রষ্ট-পুষ্ট সমার্থক শব্দজোড়।

০৪. 'গৃহী' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ- [৩৩তম বিসিএস]

ক. সংসারী

খ. সঞ্চয়ী

গ. সংস্থিতি

ঘ. সন্ধ্যাসী

উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : 'গৃহী' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ 'সন্ধ্যাসী'।

০৫. 'ক্ষীয়মান' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ- [২৫তম বিসিএস]

ক. বৃহৎ

খ. বর্ধিষ্ণু

গ. বর্ধমান

ঘ. বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : 'ক্ষীয়মান' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ বর্ধমান।

০৬. 'জঙ্গম' এর বিপরীতার্থক শব্দ কি? [২৪তম বিসিএস]

ক. অরণ্য

খ. পর্বত

গ. স্থাবর

ঘ. সমুদ্র

উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : 'জঙ্গম' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ 'স্থাবর'।

০৭. 'তাপ' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ- [১৬তম বিসিএস]

ক. শৈত্য

খ. শীতল

গ. উত্তাপ

ঘ. হিম

উত্তর : ক

ব্যাখ্যা : 'তাপ' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ 'শৈত্য'।

০৮. 'সংশয়' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [১১তম বিসিএস]

ক. নির্ভয়

খ. বিস্ময়

গ. প্রত্যয়

ঘ. দ্বিধা

উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : 'সংশয়' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ 'প্রত্যয়'।

বিপরীতার্থক শব্দ

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীতার্থক	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীতার্থক
অভয়	ভয়	আকুঞ্চন	বিকুঞ্চন, প্রসারণ
অমরাবতী/স্বর্গ	নরক	আগম	লোপ
অনাহু	আহু	আদর	ঘৃণা
অনন্ত	সান্ত	আপত্তি	সম্মতি
অপকার	উপকার	আবাহন	বিসর্জন
অমৃত	গরল/বিষ	আবির্ভাব	তিরোভাব
অনুরক্ত	বিরক্ত	আশু	বিলম্ব
অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ	আশ্লেষ	বিশ্লেষ
অনুকূল	প্রতিকূল	আসক্ত	বিরক্ত/অনাসক্ত
অনাবিল	আবিল	আগমন	নির্গমন/প্রস্থান
অজ্ঞাত	জ্ঞাত/বিদিত	আলোক	অন্ধকার
অভ্যাস	অনভ্যাস	আশা	নিরাশা
অপরাধ	নিরপরাধ	আদিম	অন্তিম
অগ্রগামী	পশ্চাৎগামী	আগ্রহ	অনাগ্রহ
অশন	অনশন	আচার	অনাচার
অন্ধকার	আলোক	আত্মীয়	অনাত্মীয়
অনুরাগ	বিরাগ	আবশ্যক	অনাবশ্যক
অণু	বৃহৎ	আবিল	অনাবিল
অন্ত্য	আদ্য	আহু	অনাহু
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ	আরোহণ	অবরোহণ
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	আঁটি	শ্বাস
অধর্ম	উত্তমর্ম	আর্দ্র/ সিক্ত	শুক
অর্থ	অনর্থ	আটক	ছাড়
অনির্বাণ	নির্বাণ	আবদ্ধ	মুক্ত
অধিত্যকা	উপত্যকা	আগ্রহ	উপেক্ষা
অবিরল	বিরল	আদিষ্ট	নিষিদ্ধ
অসীম	সসীম	ই	
অধম	উত্তম	ইন্দ্রীয়	অতীন্দ্রিয়
অলস	পরিশ্রমী	ইদানিং	তদানিং
অর্বাচীন	প্রাচীন	ইচ্ছা	অনিচ্ছা
অর্জন	বর্জন	ইষ্ট	অনিষ্ট
অর্পণ	গ্রহণ	ইহলোক	পরলোক
অতিকায়	ক্ষুদ্রকায়	ঈ	
অলীক	সত্য/বাস্তব	ঈষৎ	অধিক
অবতরণ	উত্তরণ/উড্ডয়ন	ঈশান	নৈর্ব্যত
আঁঠি	শাঁস	ঈর্ষা	প্রীতি/প্রশংসা
আদান	প্রদান	ঈপ্সিত	অনীপ্সিত
আমদানি	রপ্তানি	উ	
আয়	ব্যয়	উৎপত্তি	বিনাশ
অকর্মণ্য	কর্মঠ	উত্তমর্ম	অধমর্ম
অবনত	উন্নত	উষঃ/উত্তপ্ত	শীতল
আ		উত্তরীয়	অত্তরীয়
আকস্মিক	চিরন্তন	উদিত	অস্তমিত
আবৃত	অনাবৃত/উন্মুক্ত	উচাটন	প্রশান্ত
আক্রমণ	প্রতিরোধ	উন্মীলন	নির্মীলন
আবদ্ধ	মুক্ত/উন্মুক্ত	উন্নত	অবনত/নত
আকাশ	পাতাল	উদীয়মান	অপসূয়মান
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	উপচিকীর্ষা	অপচিকীর্ষা
আনকোরা	পুরনো	উদ্যত	বিরত

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীতার্থক	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীতার্থক
উপকার	অপকার	কাল্প	হাসি
উপস্থিত	অনুপস্থিত	কুরুচি	সুরুচি
উগ্র/করাল	মৃদু/সৌম্য	ক্রোধ	প্রীতি
উদ্ধত	বিনীত/নম্র	কুশাসন	সুশাসন
উত্তরণ	অবতরণ	ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু
উদার	সংকীর্ণ	ক্ষিপ্ত	শান্ত
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান
উৎসাহ	নিরুৎসাহ	ক্ষিপ্ত	মহুর্
উজ্জ্বল	ম্লান/ অনুজ্জ্বল	খ	
উন্নতি	অবনতি	খেদ	আনন্দ/প্রসঙ্গতা
উপচয়	অপচয়	খয়ের খাঁ	দুশমন
উৎকৃষ্ট/প্রকৃষ্ট	অপকৃষ্ট/ নিকৃষ্ট	খাতক	মহাজন
উপসর্গ	অনুসর্গ	খুঁত	নিখুঁত
উপগত	অপগত	খণ্ড	অখণ্ড
উর্বর	অনুর্বর	খানিক	অধিক
উ		খিড়কি	সিংহদ্বার/দেউড়ি
উর্ধ্ব	অধঃ	খোঁজ	নিখোঁজ
উষা	সন্ধ্যা/গোধূলী	খরিদ	বিক্রয়
উর্ধ্বগামী	নিম্নগামী	খ্যাত	অখ্যাত
ঋ		খুশি	অখুশি
ঋজু	বক্র/বন্ধিম	গ	
এ		গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
এলোমেলো	গোছানো	গান্ধীর্ষ	চাপল্য
এঁড়ে	বকনা	গুপ্ত/ গূঢ়	ব্যাগু, প্রকাশিত
একমত	দ্বিমত	গ্রীষ্ম	শীত
এপিঠ	ওপিঠ	গ্রাহ্য	অগ্রাহ্য
ঐ		গরল	অমৃত
ঐহিক	পারত্রিক	গত	অনাগত
ঐতিহাসিক	অনৈতিহাসিক	গৌরব	লাঘব
ঐশ্বর্য	দারিদ্র্য	গ্রাম্য	নাগরিক/শহুরে
ঐক্য	অনৈক্য/বিভেদ	গলগ্রহ	প্রতিপাল্য
ঔ		গৃহী	সন্ন্যাসী
ঔজ্জ্বল্য	ম্লানিমা	গঞ্জনা	প্রশংসা
ঔচিত্য	অনৌচিত্য	গৌণ	মুখ্য
ঔদ্ধত্য	বিনয়	গ্রহীতা	দাতা
ক		গুরু	লঘু/শিষ্য
কৃত্রিম	স্বাভাবিক	ঘ	
কেলেঙ্কারি	সুনাম	ঘাত	প্রতিঘাত
কুৎসিত	সুন্দর	ঘোলা	স্বচ্ছ/ ফর্সা
কৃষ্ণ	শুভ্র/ শুভ্র	ঘন	তরল
কোমল	কঠিন/কর্কশ	ঘরে	বাইরে
কৃতজ্ঞ	কৃতঘ্ন/ অকৃতজ্ঞ	ঘুমন্ত	জাগ্রত
কুমেরু	সুমেধ	ঘাটতি	বাড়তি
করাল	সৌম্য	ঘাট	অঘাট
কপট	অকপট	চ	
কুলীন	অন্ত্যজ	চঞ্চল	স্থির
কুশ	স্থূল	চড়াই	উৎরাই
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	চেতন	জড়/ অবচেতন
কর্কশ	কোমল	চোর	সাধু
কুঁড়ে	কুঠি/কোঠা	চতুর	নির্বোধ/ বোকা
কালোয়াত	তালকানা	চোখা	ভোঁতা

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীতার্থক	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীতার্থক	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীতার্থক	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীতার্থক
চেনা	অচেনা	ঠান্ডা (হিন্দি)	গরম	দুশ্কৃতি	সুকৃতি	নিদ্রা	জাগরণ
চিরন্তন	ক্ষণকালীন	ঠিক	বেঠিক	দৃষ্টি	অদৃষ্টি	নেতিবাচক	ইতিবাচক
চপল	গভীর	ঠুনকো	মজবুত	দিক	বিদিক	নির্মল	মলিন/পঙ্কিল
চামুষ	অবচেতন	ড		দীন	ধনী	নিম্নদুক	স্তাবক
চিন্তনীয়	অচিন্তনীয়	ডানপিটে	শান্ত	দাতা	গ্রহীতা	নির্দেশক	অনির্দেশক
চিরায়িত	সাময়িক	ডাগর	ছোট	দৃঢ়	শিথিল	নিশ্চেষ্ট	সচেষ্ট
চরিত্রবান	চরিত্রহীন	ডুবা	ভাসা	দ্বৈত	অদ্বৈত	নাস্তিক	আস্তিক
চয়	অপচয়	ঢ		দয়ালু	নিষ্ঠুর	নশ্বর	অবিনশ্বর
চক্ষুমান	অন্ধ	ঢেংগা	খাটো	দোষী	নির্দোষ	নির্দয়	সদয়
চ্যুত	অচ্যুত	ঢোসা	হালকা	দুর্জন	সুজন	নিশ্চয়তা	অনিশ্চয়তা
চঞ্চল	অবিচল/স্থির	ত		দুর্গম	সুগম	নৈস্বর্গিক	কৃত্রিম
ছ		তগু	শীতল	দেশী	বিদেশী	নশ্বর	শাশ্বত
ছদ্ম	সত্য/আসল	তিক্ত	মধুর	দীর্ঘায়ু	স্বল্পায়ু	নিরত	বিরত
ছায়া	কায়/রৌদ্র	তুহিন	উষ্ণতা	দখল	বেদখল	নিদ্দিত	নিদ্দিত
ছোকরা	বুড়ো	তুরা/তুড়িৎ	বিলম্ব	দ্যালোক	ভুলোক	নব	পুরাতন
ছলনা	সততা	তুষ্ট	রুষ্ট	দ্বিধা	নির্দিধা	নিদ্রিত	জাগ্রত
ছটফটে	শান্ত	তন্ময়	মূন্ময়	দূর	নিকট	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত
ছাত্র	শিক্ষক	তক্ষর	সাধু	ধ		নিচেষ্ট	সচেষ্ট
জ		তিমির	আলো	ধবল	কৃষ্ণ	নৈরাশ্য	আশা
জগম	স্থাবর	তিমির	আলোক	ধীর	অধীর	প	
জরা	যৌবন	তাতা	ঠান্ডা	ধনী	গরিব/নির্ধন	পচা	টাটকা, তাজা
জয়	পরাজয়	তিরস্কার	পুরস্কার	ধূপ (রৌদ্র)	ছায়া	পণ্ড	সফল
জ্বলন্ত	নিভন্ত	তুষ্টি	অতুষ্টি	ধ্বংস	সৃষ্টি	পণ্ডিত	মূর্খ
জোয়ার	ভাটা	তাপ	শৈত্য	ধৃত	সাধু	পর	স্ব, আত্ম
জ্যেষ্ঠ্য	কনিষ্ঠ	তক্ষর	সাধু	ধনাত্মক	ঋণাত্মক	পচাৎ	সমুখ
জমিন	আসমান	তেজি	মেদা, মন্দা	ধার্মিক	অধার্মিক	পাপী	পুণ্যাত্মা
জুলমাত	আলো	তারুণ্য	বার্ধক্য	ধনবান	ধনহীন	পাচাত্য	প্রাচ্য
জাগরিত	নিদ্রিত	তেজ	নিস্তেজ	ধবল	শ্যামল	প্রফুল্ল	ম্লান
জাগ্রত	সুপ্ত/ঘুমন্ত	তীর	লঘু	ধৃত	মুক্ত	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
জীবিত	হত/মৃত	তামসিক	রাজসিক	ধারালো	ভোঁতা	প্রবল	দুর্বল
জ্ঞানী	মূর্খ	তীক্ষ্ণ	স্থূল	ন		প্রকৃতি	বিকৃতি
জনাকীর্ণ	জনবিরল	ত্যাগ্য	গ্রাহ্য	নম্র	উদ্ধত	প্রসারণ	সংকোচন
জালিয়াত	সজ্জন	তিক্ত	মধুর	নগর	গ্রাম	পরকাল	ইহকাল
জ্ঞাতসারে	অজ্ঞাতসারে	থ		নাস্তিক	আস্তিক	প্রবৃতি	নিবৃতি
জ্যোৎস্না	অমাবস্যা	থামা	চলা/শুরু	নিত্য	অনিত্য	প্রধান	অপ্রধান
জৈব	অজৈব	থৈ	অথৈ	নিষেধ	বিধি	প্রকৃত	অপ্রকৃত
জাল/নকল	আসল	থোড়	অনেক/বেশি	নিঃশ্বাস	প্রশ্বাস	পরিশ্রমী	অলস
জিত	হার	দ		নীরস	সরস	পতি	পত্নী
জরিমানা	বকশিশ	দান	গ্রহণ, প্রতিদান	নতুন	পুরাতন	প্রসন্ন/প্রফুল্ল	বিষন্ন/বিমর্ষ
ঝ		দ্রুত	হ্রস্ব	নিরাকার	সাকার/আকার	পড়া	ওঠা
ঝানু	অপটু, অপক	দয়ালু/দরদি	নির্দয়	নিন্দা	স্তুতি/প্রশংসা	প্রবাসী	স্বদেশী
ঝুনা	কাঁচা	দাস	প্রভু	নিকৃষ্ট	উৎকৃষ্ট	পুরোভাগ	পশ্চাভাগ
ঝাপসা	পরিষ্কার	দুঃখ	সুখ	নিরক্ষর	সাক্ষর	পটু	অপটু
ঝটতি	বিলম্ব	দুর্বীর	নির্বীর	নির্লজ্জ	সলজ্জ	প্রাচ্য	প্রতীচ্য
ঝগড়া	ভাব	দৃশ্য	অদৃশ্য	নিরপেক্ষ	সাপেক্ষ	পদস্থ	নিম্নস্থ
ট		দুশমন	দোস্ত	নিরাশ্রয়	সাপ্রয়	প্রতিযোগী	সহযোগী
টিমটিম	জ্বলজ্বল	দুর্লভ	সুলভ	নগণ্য	গণ্য	পড়তি	উঠতি
টানা	পোড়েন	দুরন্ত	শান্ত	নিরর্থক	সার্থক	প্রাচীন	অবচীন
ঠ		দ্বিধা	নির্দিধা	নরম	কঠিন	প্রশস্তি	নিন্দা
ঠকা	জেতা	দেনা	পাওনা	নূন	অধিক	প্রবীণ	নবীন
ঠাট্টা	প্রশংসা	দুহিতা (কন্যা)	দারক (পুত্র)				

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীতার্থক	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীতার্থক	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীতার্থক	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীতার্থক
পরকীয়	স্বকীয়	বিশ্লেষণ	সংশ্লেষণ	রিক্ত	পূর্ণ	সুরণ	বিসুরণ
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	বরখাস্ত	বহাল	রাগ	বিরাগ	স্বকীয়	পরকীয়
পূর্ণিমা	অমাবস্যা	বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত	রব	নিরব	স্বচ্ছ	ঘোলা
পুষ্ট	ক্ষীণ	বন্দনা	গঞ্জনা	রোষ	প্রসাদ	স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র
পাপ	পুণ্য	ব্যক্ত	সুপ্ত	রোগী	নিরোগ	স্থাবর	জঙ্গম
প্রশ্ন	উত্তর	বিপন্ন	নিরাপদ	রুপ্ত	তুষ্ট	স্থির	চঞ্চল
পারত্রিক	ঐহিক	বাহুল্য	স্বল্পতা	ল	সমতল	অসমতল/বন্ধুর	
প্রভু	ভূতা	ভ		লাঘব	গৌরব	সহিষ্ণু	অসহিষ্ণু
পালক	পালিত	ভণ্ড	সাধু	লাভ	লোকসান	সার	অসার
প্রশস্ত	সংকীর্ণ	ভর্তি	খালি/শূন্য	লক্ষ্য	অলক্ষ্য	স্বর্ণ	নরক
প্রশ্বাস	নিঃশ্বাস	ভূত	ভবিষ্যৎ	লব	হর	সদাচার	কদাচার
প্রাচী	প্রতীচী	ভোতা	ধারাল, তীক্ষ্ণ	লয়	সৃষ্টি	সৌম্য	উগ্র
প্রস্থান	আগমন	ভীক	সাহসী	লাজুক	নির্লজ্জ	সহোদর	বৈমাট্রেয়
প্রত্যাশ	আদেশ	ভাটা	জোয়ার	লৌকিক	অলৌকিক	সঙ্গত	অসঙ্গত
প্রতিকূল	অনুকূল	ভয়	সাহস	লোভী	নির্লোভ	সংকীর্ণ	প্রশস্ত
পুরস্কার	তিরস্কার	ভিতর	বাহির	লম্ব	তীক্ষ্ণ	সংশয়	প্রত্যয়
পূণ্যবান	পূণ্যহীন	ভদ্র	ইতর	লাঘিষ্ট	গরিষ্ঠ	সান্ত	অনন্ত
পূর্বাহ্ন	অপরাহ্ন	ম		শ	সমাগু	আরগু	
পটু	অপটু	মজবুত	হালকা	শত্রু	মিত্র	সরল	বক্র
পক	অপক	মহৎ	ক্ষুদ্র	শীত	গ্রীষ্ম	সমষ্টি	ব্যষ্টি
পামর	পূণ্যবান	মান	অপমান	গুরু	কৃষ্ণ	সঞ্চয়	অপচয়
পরার্থ	স্বার্থ	মান্য	ঘৃণ্য	শূন্য	পূর্ণ	সুলভ	দুর্লভ
পাংশু	সতেজ	মুখ্য	গৌণ	শোক	হর্ষ	সার্থক	ব্যর্থ
ফ	মৃদু	তীব্র		শ্রী	বিশ্রী	স্পৃশ্য	অস্পৃশ্য
ফলস্ত	নিষ্ফলা, অফলা	মৌন	মুখর	শিষ্ট	অশিষ্ট	মিষ্ট	রুক্ষ
ফর্সা	কালো/ ময়লা	মনোনীত	অমনোনীত	শিষ্য	গুরু	সুশীল	দুঃশীল
ফাঁপা	নিরেট	মিলন	বিরহ	শ্রদ্ধা	ঘৃণা	সুগম	দুর্গম
ব	মিথ্যা	সত্য		শুভ	অশুভ	সহযোগী	প্রতিযোগী
বন্ধুর	মসৃণ	মধুর	কটু	শীতল	উষ্ণ	স্তুতি	নিন্দা
বিরহ	মিলন	য		শক্ত	নরম	সুরভি	পুতি
বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত	যশ	নিন্দা, অপযশ	শখো	হাজা	সুশ্রী	বিশ্রী
বৈরাগ্য	আসক্তি	যোগ	বিয়োগ	শীর্ণ	স্থূল	সমক্ষ	পরোক্ষ
বন্য	গৃহপালিত	যতি	সংযতী	শান্ত	দুরন্ত	সাবধান	অসাবধান
বিষাদ	আনন্দ	যোজক	প্রণালি/বিয়োজক	শঠ	সাধু	হ	
ব্যর্থ	সার্থক	যৌথ/যুগল	একক	শ্রম	বিশ্রাম	হর্তা	ভর্তা
ব্যষ্টি	সমষ্টি	যৌবন	বার্ধক্য	শ্বাস	প্রশ্বাস	হরদম	কদাচিৎ
ব্যয়	সঞ্চয়	যান্ত্রিক	প্রাকৃতিক	শুচি	অশুচি	হাল	সাবেক
বন্ধু	শত্রু	যোগ্য	অযোগ্য	শহিদ	গাজি	হৃদয়তা	কপটতা/ শত্রুতা
বিবাদ	মিত্রতা	যুদ্ধ	শান্তি	শালীন	অশালীন	হরণ	পুরণ
বন্ধন	মুক্তি	র		শায়িত	উখিত	হত	জীবিত
বাদী	বিবাদী, প্রতিবাদী	রোদ	বৃষ্টি	শর্বরী	দিবস	ভ্রাস	বুদ্ধি
বিশেষ	সামান্য	রাজা	প্রজা	স	হর্ষ	বিষাদ	
বিনীত	গর্বিত/ ঔদ্ধত্য	রুদ্ধ	মুক্ত	সংক্ষেপ	বাহুল্য	হাজির	গরহাজির
বিরল	বহুল	রক্ষক	ভক্ষক	সংযোগ	বিয়োগ	হিংসা	অহিংসতা
বিষ	অমৃত	রুগ্ন	সুস্থ	সচেষ্টি	নিষ্চেষ্টি	হিত	অহিত
বাধ্য	অবাধ্য	রোগ	নিরোগ	সন্ধি	বিগ্রহ	হ্রশ	বেহ্রশ
বিরত	নিরত	রিক্ত	পূর্ণ	সম্পদ	বিপদ	হৃদয়	ঘৃণা
বুদ্ধি	লাঘব	রত	বিরত	সূক্ষ্ম	স্থূল	হৃদয়তা	কপটতা/শত্রুতা
বিজ্ঞেতা	বিজিতা	রাজি	নারাজ	সৃষ্টি	সংহার	হলাহল	অমৃত/সুখা
বাঁচাল	স্বল্পভাষী	রসিক	বেরসিক	সিত	কৃষ্ণ	হতবুদ্ধি	দ্বিতবুদ্ধি
		রাজা	প্রজা	সম্মিকৃষ্ট	বিপ্রকৃষ্ট	হালকা	ভারী

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় চারটি -

০১. ধ্বনিতত্ত্ব ০২. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব
০৩. বাক্যতত্ত্ব ০৪. অর্থতত্ত্ব

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

বর্ণ, সন্ধি, ণ-ত্ব, ষ-ত্ব, ধ্বনি পরিবর্তন ও লোপ, বর্ণের বিন্যাস

শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology)

লিঙ্গ, সমাস, কারক, বচন, ধাতু, সংখ্যাবাচক পদ, পদাশ্রিত নির্দেশক, দ্বিরুক্তি, ক্রিয়া, কাল, পুরুষ, উপসর্গ, পদ

বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax)

যতিচিহ্ন, বাগধারা, পদক্রম, বাচ্য, উক্তি ও বাক্য সংক্রান্ত সকল বিষয়, পদের রূপ পরিবর্তন, বাক্যতত্ত্ব

অর্থতত্ত্ব (Semantics)

শব্দ ও বাক্যের অর্থবিচার, বিপরীতার্থক, মুখ্যার্থ ও গৌণার্থ

সব ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যথা-

- ক. ধ্বনি (Sound), খ. শব্দ (Word),
গ. বাক্য (Sentence)
ঘ. অর্থ (Meaning)

ধ্বনি

ভাষার মূল উপাদান	ধ্বনি
ভাষার ক্ষুদ্রতম একক	ধ্বনি
ভাষার স্বর বলা হয়	ধ্বনি
ভাষার শব্দ গঠিত হয়	ধ্বনির সমন্বয়ে

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কতটি? [৩৫তম ও ৩৮তম বিসিএস]

- ক. ৭টি খ. ৪টি
গ. ২টি ঘ. ১১টি উত্তর : ক

ব্যাখ্যা : মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি এবং যৌগিক স্বরধ্বনি ২৫টি। যৌগিক স্বরবর্ণ ২টি।

০২. বর্ণের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]

- ক. তৃতীয় বর্ণ
খ. প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ
গ. দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ
ঘ. দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : বর্ণের বর্ণসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

০৩. 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]

- ক. যৌগিক স্বরধ্বনি খ. মিলিত স্বরধ্বনি
গ. তালব্য স্বরধ্বনি ঘ. কোনটিই নয় উত্তর : ক

০৪. ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? [৩২তম বিসিএস]

- ক. বর্ণ খ. শব্দ
গ. অক্ষর ঘ. ধ্বনি উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি। ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ বা অক্ষর। বাক্যের মূল উপকরণ বা বাক্যের প্রাণ বা ক্ষুদ্রতম একক শব্দ। শব্দ গঠিত হয় এক বা একাধিক বর্ণের সমন্বয়ে।

০৫. নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি? [৩০তম বিসিএস]

- ক. ভ খ. ঠ
গ. ফ ঘ. চ উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : বর্ণের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ হল অঘোষ ধ্বনি এবং বর্ণের বিজোড় বর্ণসমূহ (প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম) হল অল্পপ্রাণ ধ্বনি। অর্থাৎ বর্ণের প্রথম বর্ণসমূহ (ক, চ, ট, ত, প) হবে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি।

০৬. কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি? [১৩তম বিসিএস]

- ক. চ ছ খ. ড ঢ
গ. ব ভ ঘ. দ ধ উত্তর : ক

ব্যাখ্যা : বর্ণের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ হল অঘোষ ধ্বনি।

ধ্বনি : ভাষার শব্দ গঠিত হয় ধ্বনির সমন্বয়ে অর্থাৎ ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি। ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য হলো- একটি মৌখিক ও অন্যটি লৈখিক রূপ। বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। যথা :

- ক. স্বরধ্বনি
খ. ব্যঞ্জনধ্বনি

ক. স্বরধ্বনি

যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমূহ অন্য কোনো ধ্বনির সংমিশ্রণ বা সহায়তা ছাড়া স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় সেগুলোকে স্বরধ্বনি বলে।

খ. ব্যঞ্জনধ্বনি

যে সব ধ্বনি অন্তত একটি স্বরধ্বনির সংমিশ্রণ বা সহায়তা ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না, সেগুলোকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।

স্বরধ্বনি

হ্রস্ব স্বর

হ্রস্ব স্বর মোট চার (৪) টি। অ, ই, উ এবং ঋ।

দীর্ঘ স্বর

দীর্ঘ স্বর মোট চার (৭) টি। আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও এবং ঔ।

মৌলিক স্বরধ্বনি

মৌলিক স্বরধ্বনি মোট সাত (৭) টি। অ, ই, উ, এ, ও, আ এবং এ্যা।

যৌগিক স্বরবর্ণ

যৌগিক স্বরবর্ণ মোট দুই (২) টি। ঐ এবং ঔ।

মনে রাখুন : যৌগিক স্বরধ্বনি ২৫টি।

ধ্বনির পরিবর্তন

বিভিন্ন কারণে মূল ধ্বনি উচ্চারণ না করে, ধ্বনি যখন বিকৃতভাবে উচ্চারণ করা হয়, তখন তাকে ধ্বনির পরিবর্তন বলে। যেমন:

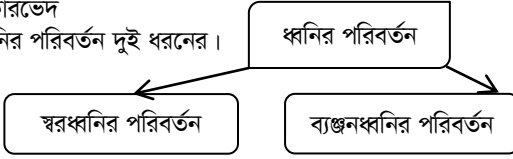
মূল ধ্বনি	বিকৃত ধ্বনি
ফাল্পুন	ফাণ্ডন (একটি ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেয়েছে)
পাকা	পাক্কা (জোর দিয়ে উচ্চারণের জন্য ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়েছে)
লাল	নাল (দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তন হয়েছে)

ধ্বনির পরিবর্তনের কারণ

১. দ্রুত উচ্চারণ
২. আঞ্চলিকতা
৩. মুখ-বিবরের সমস্যা
৪. অলসতা
৫. অতিরিক্ত স্মার্টনেস
৬. প্রকৃতিগত কারণ

প্রকারভেদ

ধ্বনির পরিবর্তন দুই ধরনের।



স্বরধ্বনির পরিবর্তন	ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন
স্বর শব্দটি থাকলে স্বরধ্বনির পরিবর্তন। যেমন : অদি স্বরাগম, মধ্য স্বরাগম, অন্ত্যস্বরাগম, স্বরসঙ্গতি, স্বরলোপ ইত্যাদি।	ব্যঞ্জন শব্দটি থাকলে ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন। যেমন : দ্বিত্ব ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জন বিকৃতি, ব্যঞ্জনচ্যুতি ইত্যাদি।
শব্দের প্রথম বর্ণ স্বরবর্ণ হলে স্বরধ্বনির পরিবর্তন। যেমন : অপিনিহিত, অসমীকরণ, অভিশ্রুতি ইত্যাদি।	শব্দের প্রথম বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ হলে সেটি হবে ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তন। যেমন : ধ্বনি বিপর্যয়, সমীভবন, বিষমীভবন, র-কার লোপ, হ-কার লোপ ইত্যাদি।
অন্তর্হতি (শুরুরতে স্বর থাকলেও এটি ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন)	

ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন

০১. বিষমীভবন ও ব্যঞ্জনচ্যুতি

মনে রাখতে হবে : সম ধ্বনি

বিষমীভবন

দুটো সমবর্ণের ব্যঞ্জনধ্বনির একটির পরিবর্তন হলে তাকে বিষমীভবন বলে। যেমন :

শরীর > শরীল	দুটো সমবর্ণের ধ্বনির (দুটো 'র') একটির পরিবর্তন হলো।
লাল > নাল	দুটো সমবর্ণের ধ্বনির (দুটো 'ল') একটির পরিবর্তন হলো।

ব্যঞ্জনচ্যুতি

দুটো সমবর্ণের ব্যঞ্জনধ্বনির একটি লোপ পেলে তাকে 'ব্যঞ্জনচ্যুতি' বলে। যেমন :

বড় দিদি > বড়দি	দুটো সমবর্ণের ধ্বনির (দুটো 'দি') একটি লোপ পেল।
বড় দাদা > বড়দা	দুটো সমবর্ণের ধ্বনির (দুটো 'দা') একটি লোপ পেল।

০২. ব্যঞ্জনবিকৃতি ও ধ্বনি বিপর্যয়

মনে রাখতে হবে : শব্দের মধ্য হতে বর্ণের পরিবর্তন হবে

ব্যঞ্জনবিকৃতি : শব্দের মধ্য থেকে ধ্বনি রূপ পরিবর্তন হয়ে নতুন ধ্বনি আসলে ব্যঞ্জনবিকৃত হয়। যেমন :

- কবাট > কপাট ('ব' ব্যঞ্জনটি পরিবর্তিত হয়ে 'প' হয়েছে)
- ধোবা > ধোপা ('ব' ব্যঞ্জনটি পরিবর্তিত হয়ে 'প' হয়েছে)
- ধাইমা > দাইমা ('ধ' ব্যঞ্জনটি পরিবর্তিত হয়ে 'দ' হয়েছে)

ধ্বনি বিপর্যয় : শব্দের মধ্য থেকে দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ পরস্পর স্থান পরিবর্তন করবে। যেমন :

- রিকসা > রিসকা ('ক' ও 'স' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করেছে)
- পিচাচ > পিচাশ ('শ' ও 'চ' ব্যঞ্জনটি পরস্পর স্থান পরিবর্তন করেছে)

০৩. অন্তর্হতি ও হ-কার লোপ

মনে রাখতে হবে : পদের মধ্য থেকে বর্ণ লোপ/হারিয়ে যায়

অন্তর্হতি : পদের মধ্য থেকে কোন ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি। যেমন :

- ফলাহার > ফলার ('হ' ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেল)
- ফাল্লুন > ফালুন ('ল' ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেল)

হ-কার লোপ : পদের মধ্য থেকে শুধু 'হ'-কার হারিয়ে গেলে তাকে 'হ'-কার লোপ বলে। যেমন :

- গাহিল > গাইল ('হ' ব্যঞ্জনধ্বনি হারিয়ে গেল)

অন্তর্হতি ও 'হ'-কার লোপ পাওয়ার ক্ষেত্রে 'হ' ধ্বনি লোপ পাওয়ার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে—

পদের মধ্য থেকে শুধু 'হ' ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে 'হ'-কার লোপ বলে। যেমন : আলাহিদা > আলাইদা। স্বরধ্বনিসহ 'হ' লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি। যেমন : আলাহিদা > আলাদা।

০৪. ব্যঞ্জনদ্বিত্ব এবং 'র'-কার লোপ

ব্যঞ্জনদ্বিত্ব : শব্দকে জোর দিয়ে উচ্চারণ করার জন্য বর্ণযুক্ত বা দ্বিত্ব হলে, তাকে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বলে। যেমন :

- পাকা > পাক্কা (জোর দিয়ে উচ্চারণের জন্য 'ক' ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়েছে)
- সকাল > সক্কাল জোর দিয়ে উচ্চারণের জন্য 'ক' ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়েছে)

'র'-কার লোপ : 'র'-কার লোপ পেয়ে পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন :

- তর্ক > তক্ক , করতে > কন্তে, মারল > মান্ন ('র'-কার লোপ পেল এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হলো)

০৫. সমীভবন

শব্দ মধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন।

- জন্ম > জন্ম (‘ম’ ধ্বনির প্রভাবে ‘ন’ ধ্বনি ‘ম’ হয়ে সমীভবন হলো)।
- কাঁদনা > কান্না (‘ন’ ধ্বনির প্রভাবে ‘দ’ ধ্বনি ‘ন’ হয়ে সমীভবন হলো)

স্বরধ্বনির পরিবর্তন

০৬. স্বরসঙ্গতি ও সমীভবন

এ দুটিরই তিনটি সম ধরনের প্রকারভেদ আছে। স্বরসঙ্গতি হলো স্বরধ্বনির পরিবর্তন, অন্যদিকে সমীভবন হলো ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন। শুরুতেই প্রকারভেদ জেনে নেয়া যাক :

স্বরসঙ্গতি	সমীভবন
ক. প্রগত স্বরসঙ্গতি	ক. প্রগত সমীভবন
খ. পরাগত স্বরসঙ্গতি	খ. পরাগত সমীভবন
গ. অন্যান্য স্বরসঙ্গতি	গ. অন্যান্য সমীভবন

ক. প্রগত স্বরসঙ্গতি ও প্রগত সমীভবন

প্রগত স্বরসঙ্গতি : প্রথম ধ্বনি (স্বর) স্থির থাকবে, পরের ধ্বনিতে পরিবর্তন ঘটবে। যেমন :

- মুলা > মুলো, শিকা > শিকে [পরের ধ্বনিতে ‘আ’-কার পরিবর্তিত হয়ে ‘ও’ কার এবং ‘এ’ কার হয়েছে। প্রথম ধ্বনি স্থির রয়েছে]

প্রগত সমীভবন : প্রথম ধ্বনি (ব্যঞ্জন) স্থির থাকবে, পরের ধ্বনিতে পরিবর্তন ঘটবে। যেমন :

- চক্র > চক্ক, লগ্ন > লগগ [পরের ধ্বনির (‘র’ থেকে ‘ক’, ‘ন’ থেকে ‘গ’) পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম ধ্বনি (চক্ক, লগ্গ) স্থির রয়েছে]

খ. পরাগত স্বরসঙ্গতি ও পরাগত সমীভবন

পরাগত স্বরসঙ্গতি : পরের ধ্বনি (স্বর) স্থির থাকবে এবং প্রথম ধ্বনির পরিবর্তন হবে। যেমন :

- দেশি > দিশি, আখো > এখো [পরের ধ্বনির (স্বর) প্রভাবে প্রথম ধ্বনির পরিবর্তন ঘটলো। অর্থাৎ পরের ধ্বনি (স্বর) স্থির থাকলো এবং প্রথম ধ্বনির পরিবর্তন হলো।

পরাগত সমীভবন : পরের ধ্বনি (ব্যঞ্জন) স্থির থাকবে এবং প্রথম ধ্বনির পরিবর্তন হবে। যেমন :

- তৎ + জন্য় > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত [পরের ধ্বনির (ব্যঞ্জন) প্রভাবে প্রথম ধ্বনির পরিবর্তন ঘটলো]

গ. অন্যান্য স্বরসঙ্গতি এবং অন্যান্য সমীভবন

অন্যান্য স্বরসঙ্গতি : আদ্য ও অন্ত দুই স্বরই প্রভাবিত হলে অন্যান্য স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন :

- মোজা > মুজো, থামা > থুমো [পরস্পরের (স্বরধ্বনি) প্রভাবে পরস্পরের পরিবর্তন ঘটলো]

অন্যান্য সমীভবন : আদ্য ও অন্ত দুই ধ্বনিই পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যান্য সমীভবন হয়। যেমন :

- বিদ্যা > বিজ্ঞা, সত্য > সচ্চ [আদ্য (বিদ্, সত্) ও অন্ত (দা, ত) পরিবর্তন ঘটল। নতুন করে আদ্য (বিজ্, সচ্) এবং অন্ত্য (জা, চ) চলে আসল]

০৭. অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি

মনে রাখতে হবে : ‘ই’-কার/‘উ’-কারের ব্যাপার

পরের ‘ই’ কার বা ‘উ’ কার আগে উচ্চারিত হবে। যেমন:

আজি	>	আইজ	পরের ‘ই’ কার/‘উ’ কার আগেই উচ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ
চারি	>	চাইর	আ + জ + ই থেকে হলো আ + ই
সাধু	>	সাউধ	+ জ

অভিশ্রুতি

বিপর্যস্ত স্বরধ্বনির পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদানুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে অভিশ্রুতি বলে।

করিয়া	>	করে	পরীক্ষার সময়, এতো সংজ্ঞা
গুনিয়া	>	গুনে	মনে থাকবে না। তাই সংক্ষেপে
মাছুয়া	>	মেছো	মনে রাখুন সাধু থেকে চলিতের ব্যাপারই হলো অভিশ্রুতি।

০৮. আদি স্বরাগম, মধ্য স্বরাগম এবং অন্ত্য স্বরাগম

মনে রাখতে হবে : সাধু থেকে চলিত হয়ে যায়

আদি স্বরাগম : উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন :

- স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন, স্পর্ধ > আস্পর্ধা [লক্ষ্য করুন, শব্দের শুরুতে নতুন স্বর (ই, আ) এসেছে]

মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি : উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলা হয় মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। যেমন :

- রত্ন > রতন, প্রীতি > পিরীতি, গ্রাম > গেরাম [লক্ষ্য করুন, শব্দের মাঝে নতুন করে স্বর এসেছে]

অন্ত্যস্বরাগম : কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে এক্ষণে স্বরাগমকে বলা অন্ত্যস্বরাগম। যেমন :

- দিশ্ > দিশা, বেধঃ > বেধিঃ [লক্ষ্য করেন, দিশ্ এর সাথে নতুন করে স্বর যুক্ত হয়ে দিশা হয়েছে। এছাড়াও ‘বেধঃ’ এর সাথে নতুন করে স্বর যুক্ত হয়ে বেধিঃ হয়েছে।]

০৯. অসমীকরণ

মনে রাখতে হবে : দুটো সম বর্ণ/ধ্বনির মাঝখানে একটা ‘আ’ ধ্বনি আসবে।

একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে বলে অসমীকরণ। যেমন :

- ধপ + ধপ > ধপাধপ, পট + পট > পটাপট, টপ + টপ > টপাটপ [দুটো সমবর্ণের ধ্বনির মাঝখানে একটি ‘আ’ ধ্বনি চলে এসেছে এই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য]

বর্ণ

০১. 'ক্ষ' এর বিশিষ্ট রূপ- [২৩তম (যুক্তিযোদ্ধা সন্তান) এবং ৩৮তম বিসিএস]

ক. ক + ঘ খ. ক + ষ + ণ
গ. ক + ষ + ম ঘ. হ্ + ম উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : 'ক্ষ' এর বিশিষ্ট রূপ- হ্ + ম। যেমন- ব্রক্ষপুত্র।

০২. বাংলা বর্ণমালায় অর্থমাত্রা বর্ণ কয়টি? [৩৬তম বিসিএস]

ক. ৭টি খ. ৯টি
গ. ১০টি ঘ. ৮টি উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : বাংলা বর্ণমালায় অর্থমাত্রা বর্ণ মোট ৮টি। ১টি (ঋ) স্বরবর্ণ এবং ৭টি ব্যঞ্জনবর্ণ (খ গ ণ থ ধ প শ)।

০৩. 'বিজ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]

ক. জ + ঞ খ. ঞ + গ
গ. ঞ + জ ঘ. গ + ঞ উত্তর : ক

ব্যাখ্যা : 'বিজ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ- জ্ + ঞ। এরূপ আরও কিছু উদাহরণ- অজ্ঞান, সজ্ঞান, প্রজ্ঞা।

০৪. নিচের কোনটি ধ্বনি-পরিবর্তনের উদাহরণ নয়? [৩৫তম বিসিএস]

ক. প্রাতিপদিক খ. অভিশ্রুতি
গ. অপিনিহিত ঘ. ধ্বনি-বিপর্যয় উত্তর : ক

ব্যাখ্যা : ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় 'ক্রিয়া প্রকৃতি' বা 'প্রাতিপদিক'। ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে কৃৎ প্রত্যয় সম্পন্ন হয়। অভিশ্রুতি, অপিনিহিত, ধ্বনি-বিপর্যয় প্রভৃতি ধ্বনি-পরিবর্তনের উদাহরণ।

০৫. বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ কতটি? [২৯তম বিসিএস]

ক. ১৩টি খ. ১০টি
গ. ১২টি ঘ. ১১টি উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ রয়েছে মোট- ১১টি। এগুলো হলো- অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

০৬. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি? [১৮তম বিসিএস]

ক. ৮টি খ. ১০টি
গ. ৩২টি ঘ. ৬টি উত্তর : খ

ব্যাখ্যা : বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা মোট- ১০টি। স্বরবর্ণ ৪টি (এ ঐ ও ঔ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৬টি (ঙ ঞ ণ ঠ ড ণ্)

০৭. বর্ণ হচ্ছে- [১৪তম বিসিএস (শিক্ষা)]

ক. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ
খ. ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক
গ. একসঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ
ঘ. ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : বর্ণ হচ্ছে ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ।

ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন	বর্ণ
ভাষার ইট বলা হয়	বর্ণ
যে কোন ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা (Alphabet) বলা হয়। যেসব বর্ণমালায় বাংলা ভাষা লিখিত হয়, তাকে বলা হয় বঙ্গলিপি।	

বাংলা ধ্বনির মতো বর্ণও দুই প্রকার। যথা :

ক. স্বরবর্ণ ও

খ. ব্যঞ্জনবর্ণ

◆ স্বরবর্ণ : স্বরধ্বনির লিখিত চিহ্ন বা সংকেতকে বলা হয় স্বরধ্বনি। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। কিন্তু স্বরবর্ণ ১১টি। যথা : অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

হ্রস্ব স্বর : হ্রস্ব স্বর মোট চার (৪) টি। অ, ই, উ এবং ঋ

দীর্ঘ স্বর : দীর্ঘ স্বর মোট সাত (৭) টি। আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও এবং ঔ।

◆ ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জনধ্বনির লিখিত চিহ্ন বা সংকেতকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়। বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি। যথা :

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল		
শ	ষ	স	হ	
ড়	ঢ়	য়	ৎ	
ং	ঃ			

বর্ণমালা : কোন ভাষা লিখতে যে ধ্বনি-দ্যোতক সংকেত বা চিহ্নসমূহ ব্যবহৃত হয় তার সমষ্টিই হলো বর্ণমালা। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণসমূহকে একত্রে বাংলা বর্ণমালা বলে।

◆ বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণের লিখিত রূপ দুটি :

০১. পূর্ণরূপ

০২. সংক্ষিপ্ত রূপ

০১. স্বরবর্ণের পূর্ণরূপ : বাংলা ভাষা লেখার সময় কোনো শব্দে স্বাধীনভাবে স্বরবর্ণ বসলে তার পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন:

- শব্দের প্রথমে : অনেক, আকাশ, ইলিশ, উকিল, ঋণ।
- শব্দের মধ্যে : বেদুইন, বাউল, পাউরুটি, আবহাওয়া।
- শব্দের শেষে : বই, বউ, যাও।

০২. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ : অ-ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হলে পূর্ণরূপের বদলে সংক্ষিপ্ত রূপ পরিগ্রহ করে। স্বরবর্ণের এ ধরনের সংক্ষিপ্ত রূপকে 'কার' রূপ বলে। স্বরবর্ণের 'কার' চিহ্ন ১০টি। যথা :

- আ-কার (া) - মা, বাবা, ঢাকা।
- ই-কার (ি) - কিনি, চিনি, মিনি।
- ঈ-কার (ি) - শশী, সীমানা, রীতি।
- উ-কার (ু) - কুকুর, পুকুর, দুপুর।
- ঊ-কার (ু) - ভূত, মূল্য, সূচি।

- ঋ-কার (ৃ) - কৃষক, তৃণ, পৃথিবী।
 ঐ-কার (ষ) - চেয়ার, টেবিল, মেয়ে।
 ঊ-কার (ঠ) - তৈরি, বৈরা, নৈখত।
 ও-কার (ঠ) - খোকা, পোকা, বোকা।
 ঔ-কার (ঠ) - নৌকা, মৌসুমি, পৌষ।

মনে রাখুন :

ঐ, ঔ - এ দুটি দ্বিধর বা যুগ্ম স্বরধ্বনির প্রতীক। যেমন :
 অ + ই = অই; অ + উ = অউ বা, ও + উ = ওউ

❖ বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণেরও দুটি লিখিত রূপ রয়েছে :

০১. পূর্ণরূপ

০২. সংক্ষিপ্ত রূপ

০১. ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ণরূপ : ব্যঞ্জনবর্ণেও পূর্ণরূপ শব্দের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে স্বাধীনভাবে বসে।

- শব্দের প্রথমে : কবিতা, পড়াশোনা, টগর।
- শব্দের মধ্যে : কাকলি, খুলনা, ফুটবল।
- শব্দের শেষে : আম, শীতল, সিলেট।

০২. ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ : অনেক সময় স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য ব্যঞ্জনবর্ণের আকার সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ব্যঞ্জনবর্ণের এই সংক্ষিপ্ত রূপকে ‘ফলা’ বলে। ব্যঞ্জনবর্ণের ‘ফলা’ চিহ্ন ৬টি। যথা :

- ন/ণ-ফলা (ন/ণ) - চিহ্ন, বিভিন্ন, যত্ন, পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন
- ব-ফলা (ব) - পক্ষ, বিশ্ব, ধ্বনি।
- ম-ফলা (ম) - পদ্মা, মুহম্মদ, তন্মায়, কাম্য।
- য-ফলা (য) - খ্যাতি, ট্যাংরা, ব্যাংক।
- র-ফলা (র) - ক্রয়, গ্রহ। রেফ () - কর্ক

‘র’ যদি আগে উচ্চারিত হয়, তাহলে রেফ () হবে।

- ল-ফলা (ল) - ক্লাস্ত, গ্লাস, অন্মান।

বাংলা বর্ণমালায় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণস্থান ও ধ্বনিপ্রকৃতি অনুযায়ী বিন্যস্ত।

বর্ণের উচ্চারণ স্থান :

উচ্চারণস্থান অনুসারে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর নাম নিচের ছকে দেখানো হলো :

বর্ণ	উচ্চারণস্থান	উচ্চারণস্থান অনুসারে বর্ণের নাম
অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ	কণ্ঠ বা জিহ্বামূল	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, ঐ, শ	তালু	তালব্য বর্ণ
উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য বর্ণ
ঋ, ঌ, ঍, ঔ, ঐ, ঊ, ঋ, ঌ, ঍, ঔ, ঐ, ঊ	মূর্ধা	মূর্ধন্য বর্ণ

এ, ঐ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠতালব্য বর্ণ
ও, ঔ	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ	কণ্ঠোষ্ঠ্য বর্ণ
ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	দন্ত	দন্ত্য বর্ণ

তথ্যসূত্র : অষ্টম শ্রেণির বাংলা ভাষা ও নির্মিতি বই

ং, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম	নাসিক্য বর্ণ
শ, ষ, স, হ	উষ্ম বর্ণ বা শিশ ধ্বনি
য, ব, র, ল	অন্তঃস্থ বর্ণ
ড়, ঢ	তাদুনজাত বর্ণ
র	কম্পনজাত বর্ণ
ঝ, ঞ	প্রাশ্রয়ী বর্ণ

মাত্রা

	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ	মোট
পূর্ণমাত্রা	৬ অ আ ই ঈ উ ঊ	২৬ ক খ গ ছ জ ঝ ঞ ঠ ঠ ড ঢ ত দ ন ফ ব ভ ম য র ল ষ স হ ড় ঢ় য়	৩২
মাত্রাহীন	৪ এ ঐ ও ঔ	৬ ঙ ঞ ঙ ঞ ঞ ঞ	১০
অর্ধমাত্রা	১ ঋ	৭ খ গ ণ থ ধ প শ	৮
মোট	১১	৩৯	৫০

					(১ম + ৩য় + ৫ম) কলাম=অল্পপ্রাণ ধ্বনি
১ম		৩য়		৫ম	
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	‘ক’-বর্গীয়
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	‘চ’-বর্গীয়
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	‘ট’-বর্গীয়
ত	থ	দ	ধ	ন	‘ত’-বর্গীয়
প	ফ	ব	ভ	ম	‘প’-বর্গীয়
অষোষ বর্ণ ১ম ও ২য় কলাম		ষোষ বর্ণ ৩য় + ৪র্থ + ৫ম কলাম			দ্বিতীয় ও চতুর্থ কলাম = মহাপ্রাণ ধ্বনি

স্পর্শ ব্যঞ্জন বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি (১ম + ২য় + ৩য় + ৪র্থ + ৫ম বর্ণ) = ২৫টি।

যুক্ত বর্ণ

ক্ + ঘ = ক্ষ (কক্ষপথ)	হ্ + ম = ক্ষ (ব্রক্ষপুত্র)
ক্ + ষ্ + ন = ক্ষ (তীক্ষ্ণ)	ক্ + ষ্ + ম = ক্ষ (সূক্ষ্ণ)
ক্ + স = ক্স (বাক্স)	ঙ + ক = ক্ষ (অক্ষ)
জ্ + ঝ = জ্ঞ (কুজ্ঞটিকা)	জ্ + ঞ = জ্ঞ (বিজ্ঞান)
ঞ + চ = ঞ্চ (অঞ্চল)	ঞ + জ = ঞ্জ (গঞ্জ)
ঞ + ঝ = ঞ্জ (ঝাঞ্জা)	ষ + ণ = ঞ্চ (তুষা)
হ্ + ন = হ্ন (মধ্যাহ্ন, বহ্নি)	হ্ + ণ = হ্ন (অপরাহ্ন)
ঞ + ছ = ঞ্ছ (বাক্ষনীয়)	ন্ + ধ = ক্ষ (অক্ষ)

শব্দ

বাক্যের মূল উপাদান / বাক্যের প্রাণ	শব্দ
বাক্যের মূল উপকরণ	শব্দ
বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক (১৮তম বিসিএস)	শব্দ

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. 'বাবা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [৩৮তম বিসিএস]
ক. তুর্কি খ. হিন্দি
গ. ফরাসি ঘ. তামিল উত্তর : ক
০২. কোনটি মৌলিক শব্দ? [১৪তম ও ৩৭তম বিসিএস]
ক. মানব খ. গোলাপ
গ. একাক্ষ ঘ. ধাতব উত্তর : খ
০৩. 'হেড মৌলভী' কোন কোন ভাষার শব্দযোগে গঠিত হয়েছে?
ক. ইংরেজি + ফার্সি
খ. তুর্কি + আরবি
গ. ইংরেজি + আরবি
ঘ. ইংরেজি + পর্তুগিজ উত্তর : ক
০৪. 'পরশ' শব্দটির অর্থ কী? [৩৫তম বিসিএস]
ক. পরশু খ. পরের ধন
গ. কোকিল ঘ. পার্শ্ববর্তী উত্তর : ক
০৫. বাংলা ভাষায় শব্দ সাধন হয় না নিম্নোক্ত কোন উপায়ে?
ক. সমাস দ্বারা
খ. উপসর্গ যোগে
গ. লিঙ্গ পরিবর্তন দ্বারা
ঘ. ক, খ ও গ তিন উপায়েই হয় উত্তর : খ
০৬. কোনটি ইংরেজি শব্দ? [৩২তম বিসিএস]
ক. ম্যাজেন্ট খ. পিস্তল
গ. আলমারি ঘ. কমা উত্তর : ঘ
০৭. 'উজবুক' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
[৩১তম বিসিএস]
ক. তুর্কি খ. হিন্দি
গ. তামিল ঘ. ফরাসি উত্তর : ক
০৮. 'চৌ-হিন্দী' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ মিলে হয়েছে? [২৬তম বিসিএস]
ক. বাংলা + ফার্সি খ. ফার্সি + আরবি
গ. সংস্কৃত + ফার্সি ঘ. সংস্কৃত + আরবি উ : খ
০৯. গ্রিক শব্দ কোনটি? [২৭তম বিসিএস]
ক. তুফান খ. লুঙ্গী
গ. কুশন ঘ. দাম উত্তর : ঘ
১০. কোন শব্দটি ফারসি? [২৬তম বিসিএস]
ক. মুসাফির খ. তকদির
গ. পেরেশান ঘ. মজলুম উত্তর : গ
১১. দাপ্তরিক কোন শব্দটি ইংরেজি ভাষা থেকে আগত? [২৬তম বিসিএস]
ক. আইন খ. দাখিল
গ. এজেন্ট ঘ. মুচলেকা উত্তর : গ
১২. 'কাঁচি' কোন ধরনের শব্দ? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]

- ক. আরবি খ. ফারসি
গ. হিন্দি ঘ. তুর্কি উত্তর : ঘ
১৩. 'বেটাইম' শব্দটি গঠিত হয়েছে? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
ক. ফারসি ও ইংরেজি শব্দে
খ. ফরাসি ও ইংরেজি শব্দে
গ. ফারসি ও ফরাসি শব্দে
ঘ. ফারসি ও হিন্দি শব্দে উত্তর : ক
১৪. 'অপলাপ' শব্দের অর্থ কি? [২২তম বিসিএস]
ক. অস্বীকার খ. মিথ্যা
গ. প্রলাপ ঘ. অসদালাপ উত্তর : ক
১৫. 'পেয়ারা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [২৩তম বিসিএস (মুক্তিযোদ্ধা সন্তান)]
ক. হিন্দি খ. উর্দু
গ. পর্তুগিজ ঘ. গ্রিক উত্তর : গ
১৬. বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? [১৮তম বিসিএস]
ক. শব্দ খ. বর্ণ
গ. ধ্বনি ঘ. চিহ্ন উত্তর : ক
১৭. 'লাপাত্তা' শব্দে লা উপসর্গটি বাংলা ভাষায় এসেছে কোন ভাষা থেকে? [১৭তম বিসিএস]
ক. আরবি ভাষা থেকে
খ. হিন্দি ভাষা থেকে
গ. ফারসি ভাষা থেকে
ঘ. উর্দু ভাষা থেকে উত্তর : ক
১৮. পর্তুগিজ ভাষা থেকে নিম্নোক্ত কোন শব্দটি বাংলা ভাষায় আত্মীকরণ করা হয়েছে? [১৭তম বিসিএস]
ক. টেবিল খ. চেয়ার
গ. বালতি ঘ. শরবত উত্তর : গ
১৯. শব্দার্থ অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ সমষ্টিকে ভাগ করা যায়- [১৭তম বিসিএস]
ক. দুই ভাগে খ. তিন ভাগে
গ. চার ভাগে ঘ. পাঁচ ভাগে উত্তর : খ
২০. বাংলা ভাষা এই শব্দ দুটি গ্রহণ করেছে চীনা ভাষা থেকে- [১২তম বিসিএস]
ক. চাকু, চাকর খ. চা, চিনি
গ. খন্দর, হরতাল ঘ. রিকশা, রেস্তোরাঁ উ : খ
২১. 'আনারস' এবং 'চারি' শব্দ দুটি বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে- [১০ম বিসিএস]
ক. পর্তুগিজ ভাষা হতে
খ. দেশি ভাষা হতে
গ. আরবি ভাষা হতে
ঘ. ওলন্দাজ ভাষা হতে উত্তর : ক
২২. কোনটি তত্ত্ব শব্দ? [১০ম বিসিএস]
ক. চাঁদ খ. সূর্য
গ. নক্ষত্র ঘ. গগন উত্তর : ক

এক বা একাধিক অর্থপূর্ণ ধ্বনির সমষ্টিকে শব্দ বলে। অর্থই শব্দের প্রাণ। শব্দই বাক্যে ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের মনের ভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে। এজন্য নতুন নতুন শব্দগঠন করতে হয়। নানা উপায়ে শব্দগঠন হতে পারে। যেমন :

০১. ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে 'কার' যোগ করে :

ব + া + ড় + ি = বাড়ি

ত্ + ্ + ণ = তৃণ

এ রকম : গাড়ি, বাবা, বিষ, নৌকা, কাকলি, রাজশাহী ইত্যাদি।

০২. ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে 'ফলা' যোগ করে।

ক্ + র = ক্র : বক্র

ক্ + ল = ক্ল : ক্লান্ত

এগুলো হচ্ছে শব্দ গঠনের প্রাথমিক উপায়।

♦ বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোকে বিশ্লেষণ করা বা ভাঙ্গা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন : হাত, পা, মুখ, ফুল, পাখি গাছ, রান্না ইত্যাদি।

♦ আবার কিছু শব্দ আছে যা বিভিন্ন উপায়ে বা প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে। সেগুলোকে বলা হয় সাধিত শব্দ। যেমন :

ডুব + উরি = ডুবুরি

ঘর + আমি = ঘরামি

মেঘ + এ = মেঘে ইত্যাদি।

৪ সাধিত শব্দ নানা উপায়ে গঠিত হতে পারে :

০১. মৌলিক শব্দযোগে

০২. শব্দের শেষে বিভক্তি যোগ করে

০৩. শব্দের আগে উপসর্গ যোগ করে

০৪. শব্দের পরে প্রত্যয় যোগ করে

০৫. সন্ধির সাহায্যে

০৬. সমাসের সাহায্যে

০৭. শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে

০১. মৌলিক শব্দযোগে : পাগল + আমি = পাগলামি

বই + পত্র = বইপত্র

০২. শব্দের শেষে বিভক্তি যোগ করে :

আমা + কে = আমাকে

বাড়ি + র = বাড়ির

চট্টগ্রাম + এ = চট্টগ্রামে

০৩. শব্দের আগে উপসর্গ যোগ করে :

✗ অ - অকাজ, অভাব, অনীল, অচেনা, অথৈ।

✗ আ - আধোয়া, আলুনি, আগাছা, আগমন, আকর্ষণ।

✗ নি - নিখুঁত, নিলাজ, নিরেট, নির্ণয়, নিবারণ, আসমুদ্র

✗ বি - বিভূই, নিলাজ, নিরেট, নির্ণয়, নিবারণ, নিষ্কলুষ

✗ সু - সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম, সুকণ্ঠ, সুনীল

০৪. শব্দের পরে প্রত্যয় যোগ করে

○ আই : ঢাকাই, নিমাই, জগাই, মিঠাই

○ উক : ভাবুক, মিশুক, মিথ্যুক, লাজুক

○ ইক : সাহিত্যিক, বৈদিক, দৈনিক, মাসিক

○ অন : কাদন, বাঁধন, ভাঙন, জ্বলন

○ খানা : চিড়িয়াখানা, বৈঠকখানা, ছাপাখানা

○ অনীয় : করণীয়, বরণীয়, স্মরণীয়

০৫. সন্ধির সাহায্যে

✗ বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়

✗ শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা

✗ শীত + ঋত = শীতর্ষ

✗ পদ + হতি = পদ্বতি

✗ সম + তাপ = সম্ভাপ

✗ দিক্ + অন্ত = দিগন্ত

✗ পরি + ছদ = পরিচ্ছদ

০৬. সমাসের সাহায্যে

○ বসন্তের জন্য বাড়ি = বসন্তবাড়ি

○ মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র

○ নদী মাতা যার = নদীমাতৃক

○ দুই দিকে অপ যার = দ্বীপ

○ রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি

০৭. শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে বা দ্বিরুক্তি শব্দ সহযোগে

♦ বাড়ি > বাড়ি বাড়ি

♦ ঘরে > ঘরে ঘরে

♦ ঢং > ঢং ঢং

♦ লাল > লাল লাল

♦ দলে > দলে দলে

নতুন শব্দ গঠনের আরও কিছু উপায়

→ বহুবচনের মাধ্যমে শব্দ গঠন :

→ পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে : এই টপিক সম্পর্কে 'পদ প্রকরণে' এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

→ প্রত্যয় সহযোগে : সিলেবাসের এই টপিক সম্পর্কে 'প্রত্যয়' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের শ্রেণিবিভাগ হতে পারে।

০১. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ : ০২ প্রকার।

মৌলিক	সাধিত
-------	-------

০২. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ : ০৩ প্রকার। [১৭তম বিসিএস]

যৌগিক	রুচি	যোগরূঢ়
-------	------	---------

০৩. উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ : ০৫ প্রকার।

তৎসম	অর্ধ-তৎসম	তদ্ভব	দেশি	বিদেশি
------	-----------	-------	------	--------

ক. তৎসম শব্দ

যে শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ। তৎসম একটি **পারিভাষিক শব্দ**। 'তৎ' অর্থ তার এবং 'সম' অর্থ সমান অর্থাৎ তৎসম অর্থ 'সংস্কৃতের সমান'। উদাহরণ: চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য, ক্ষুধা, পদ্ম, অন্ন, নিমন্ত্রণ, স্বামী, পুত্র, খাদ্য, বিড়াল ইত্যাদি।

তদ্ভব শব্দগুলোকে পারিভাষিক ও খাঁটি বাংলা শব্দ বলা হয়।

খ. তদ্ভব শব্দ

যে সব শব্দ মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা

ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ। তদ্ভব একটি **পারিভাষিক শব্দ**। ‘তৎ’ অর্থ তার এবং ‘ভব’ অর্থ উৎপন্ন। সংস্কৃত (হস্ত) – প্রাকৃত (হথ) – তদ্ভব (হাত)। এ রকম : চর্মকার – চর্ম্মার – চামার (তদ্ভব), চাঁদ (১০ তম বিসিএস), কান, মাথা, সাপ ইত্যাদি। তদ্ভব শব্দগুলোকে খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়।

গ. অর্ধ তৎসম শব্দ (অর্ধ-তৎসম অর্থ আধা সংস্কৃত)

বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়, এগুলোই অর্ধ-তৎসম শব্দ। যেমন : জ্যোৎস্না < জ্যোৎস্না, শ্রাদ্ধ < ছেরাদ্ধ, গৃহিণী < গিন্নী, বৈষ্ণব < বোষ্টম, কুৎসিত < কুচ্ছিত।

ঘ. দেশি শব্দ

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন: কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত রয়েছে। এ শব্দগুলোই দেশি শব্দ হিসেবে পরিচিত। অনেক সময় এসব শব্দের মূল নির্ধারণ করা যায় না; কিন্তু কোন ভাষা থেকে এসেছে তার হদিস মেলে। যেমন : কুড়ি – কোল ভাষা, পেট – তামিল ভাষা, চুলা – মুন্ডারী ভাষা। এরূপ কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, চোঙ্গা, ডিঙ্গা, ঢেঁকি ইত্যাদি দেশি শব্দ।

যেমন: আরও কিছু দেশি শব্দের উদাহরণ:

জীবজন্তু ও পশুপাখি	খেকশিয়াল, বাবুই, নেংটি, হাঁড়ি, হোল, হুতুম ইত্যাদি
গৃহস্থালি ও প্রয়োজনীয়	খালুই, চাড়ি, চিমটা, ব্যাটা, ঢেঁকি, পাতিল, বাখারি, বাতা, বিচালি, দরজা ইত্যাদি।
ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্য	কচু, উচ্ছে, ইচড়, জলপাই, ফোঁপর, টেপারি, ধুন্দল, লাউ, থানকুনি, খোড়, নটে, আমানি, মালপো, বাতাসা, জারুল, ধনিচা, নিসিন্দা, হোগলা ইত্যাদি।
মাছ	টেংরা, চেলা, পারশে, পোনা, বাটা, লেঠা, বিঠা, গজাল, কাতলা ইত্যাদি।
জিনিসপত্র	সেঁউতি, ঢোল, কুলা ইত্যাদি।
অন্যান্য শব্দ	কুড়ি, ট্যাঙ্গা, ডাব, বোল, ডাম, মুড়ি, বাদুড়, আলু, ডেলা, বড়শি, সড়কি, কুড়ি, জাউ, বোল, ঝিনুক, ঢোল ইত্যাদি।

ঙ. বিদেশি শব্দ

রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিগত ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় স্থান করে নিয়েছে। এসব শব্দকে বলা হয় বিদেশি শব্দ। এসব বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি শব্দই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে কালের সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণরূপে বিদেশি শব্দ এ দেশের ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এছাড়া পর্তুগিজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, তুর্কি – এসব ভাষারও কিছু শব্দ একইভাবে বাংলা ভাষায় এসে গেছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত, মায়ানমার (বার্মা), মালয়, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেরও কিছু শব্দ আমাদের ভাষায় প্রচলিত রয়েছে।

ক. আরবি শব্দ

ধর্মসংক্রান্ত	আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ওয়ু, কোরবানী, কুরআন, কিয়ামত, গোসল, জন্মাত, জাহান্নাম, তওবা, তসবি, জাকাত, হজ্জ, হাদিস, হারাম, হালাল, হরফ, হাল, মসজিদ, মহরম, আমল ইত্যাদি।
প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক	আদালত, আলেম, ইনসান, ঈদ (ইদ), উকিল, ওজর, এজলাস, এলেম, কানুন, কলম, কিতাব, কেছা, খারিজ, গায়েব, দোয়াত, নগদ, বাকি, মহকুমা, মুন্সেফ, মোক্তার, রায়, ইশারা, আদায়, আদব, কায়দা, খবর, খয়রাত, খাজনা, মামলা ইত্যাদি।
অন্যান্য	জিনিস, তহবিল, তামাম, দফা, রফা, দলিল, দাখিল, দুনিয়া, দেনা, অজুহাত, মৌসুমি, লেবু, শরবত, নবাব, আকবর, জলসা, গজল, জৌলুস, মহল্লা, আবির, নাজিম, নজর, মোলায়েম, হালুয়া, শয়তান, তুফান, হাজির, ইজ্জত, হামলা, নিকাহ, নূর, ফতোয়া, ফাজিল, ফায়দা, বদল, মশাল, কামাল, আমানত, গরিব, আক্কেল, আজব, আতর, আমল, আমিন, আলবৎ, আসবাব, আসল, ইনকিলাব, ইনাম, ওয়ারিশ, কবর, কাফন, কামিজ, কুদরত, খেতাব, খতম, খেসারত, জনাব, জয়িফ, জরিমানা, জাহাজ মাতব্বর, মাল, মালিক, হেফাজত, মুসাফির, মুসলিম, লেবু, মুলতবি, মুনাফা, বোরখা, মশলা, মক্কেল ময়দান, মন, মশগুল, দাওয়াত, বকলম, ওয়াকিবহাল, কুরসি, কলি, কৈফিয়ৎ, শরিফ, শরীক, তকলিফ, ছবি, তলাক, তেজরাত, তবলা, ফোয়ারা, মশকরা, ময়না, লোকসান, হাওয়া, সফত, জানাজা, মুসলিমুন, শহীদ ইত্যাদি।

মনে রাখুন : মৌসুমি লেবুর শরবত খেয়ে গায়ে আতর মেখে নবাব আকবরের জলসা ঘরে কায়দা করে গজল গায় আর জৌলুস দেখায়। এই খবর শুনে মহল্লার দুই ফাজিল আবির ও নাজিম তার দিকে গভীর নজর দিলে মৌসুমি তাদেরকে মোলায়েম হাতে হালুয়া খাওয়ায় এবং বলে শয়তান তোর অন্তরে তুফান হাজির হল, ইজ্জতে হামলা করবি না কারণ কামালের আমানত। আমি গরিব হতে পারি কিন্তু খারাপ না।

খ. ফারসি শব্দ : বাংলা ভাষায় তিন প্রকারের ফারসি শব্দ পাওয়া যায়।

ধর্মসংক্রান্ত	খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোজা ইত্যাদি।
প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক	কারখানা, চশমা, জবানবন্দি, তারিখ, তোশক, দফতর, দরবার, দোকান, দস্তখত, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, বান্দা, বেগম, মেথর, রসদ ইত্যাদি।

বিবিধ	দারোয়ান, আজাদ, দালান, আতশবাজি, দুরবিন, আদমি, আমদানি, জানোয়ার, জিন্দা, জিন্দাবাদ, নমুনা, বদমাস, আফসোস, দেরি, আবাদ, রফতানি, দোস্তি, বারান্দা, তালাশ, তরমুজ, চাদর, মজা, বালিশ, পেয়ালা, তীর, দরদ, আয়না, চেহারা, বখশিশ, বদ, বাজার, আলু, হাঙ্গামা, পেরেশানি (২৬তম বিসিএস), আসমান, পাঞ্জাবি, পোশাক, আন্তানা, একতারা, সবুজ, সবজি, সুপারিশ, শাবাশ, শাদি, কম, খুশী, খানসামা, খুচরা, পাইকারি, বাগান, সাদা, সরকার, বরখাস্ত, তোষামদ, তীরন্দাজ, রশিদ, সুদ, সেতারা, মজাদার, শ্রেফতার, চশমখোর, বস্তা, মরিচ, পাজামা, দাগী, দর্জি, দরবেশ, পর্দা, জামদানি, জোরদার, তন্দু, পোলাও, শিরোনাম, মাহিনা, দরজা, কামান, দারোয়ান, বেতর, সরাসরি, সর্দি, বনাম, কারসাজি, হাজার, বাবেল মাদেব, সোয়া, আবহাওয়া, আন্তানা, আস্তে, ওস্তাদ, কুচকাওয়াজ, গালিচা, চোগা, বেচারা, রুমাল, সিপাহি, গোলাপ, খোশ, দেওয়ান, বেকার, সফেদ, শালগম, ফরমান, জঙ্গল, জালা, বিলাতি ইত্যাদি।
-------	--

মনে রাখুন : চশমার দোকানদার ও কারখানার মেথর রোজার দিনে নামাজ না পড়ায় বেগম দৌলত নামক এক বাদশার কাছে নালিশ করলেন। তাই শুনে বাদশা তাদেরকে দরবারে ডেকে দস্তখত নিয়ে জানোয়ার ও বদমাস বলে জবানবন্দি নিয়ে খোদা, ফেরেশতা দোষখ, বেহেশতের ভয় দেখালেন এবং হাঙ্গামা করে পেরেশান না হয়ে জিন্দা নমুনা হিসেবে জিন্দাবাদ বলে রফতানি করলেন।

গ. ইংরেজি শব্দ : বাংলা ভাষায় আগত ইংরেজি শব্দগুলো দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

অনেকটা ইংরেজি উচ্চারণে	ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কলেজ, টিন, নভেল, নোট, পাউডার, পেসিল, ব্যাগ, ফুটবল, মাস্টার, লাইব্রেরি, স্কুল, কমা (৩২তম বিসিএস), এজেন্ট (২৬তম বিসিএস) ইত্যাদি।
পরিবর্তিত উচ্চারণে	আফিম (Opium), অফিস (Office), ইস্কুল (School), বাক্স (Box), হাসপাতাল (Hospital), বোতল (Bottle) ইত্যাদি।

ঘ. ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় শব্দ

০১. পর্তুগিজ

খাদ্য জাতীয়	পাউরুটি, পের্পে, আচার, পেয়ারা (২৩তম বিসিএস), কামরান্দা, আনারস, কফি, সালসা, সাবু, বাতাবি, তামাক, আতা ইত্যাদি।
আসবাবপত্র ও বস্তুবাচক	আলপিন, সাবান, বালতি (১৭তম বিসিএস), জানালা, পেরেক, আলমারি, বোতাম, ফিতা, বেহালা, গামলা, তোয়ালে, আলকাতরা, পরাত (বুহং থালা), ইস্পাত, পিস্তল, বেহালা, মাস্তুল, চাবি (১০ম বিসিএস), বর্গা ইত্যাদি।

অন্যান্য	ইংরেজ, নিলাম, মার্কা, ক্রশ, বারান্দা, নোনা, যিশু, পাচার, মিস্ত্রি, গির্জা (৪০তম বিসিএস), কেরানি, কামরা, আয়া, মাইরি, গুদাম, কপি, পাদ্রি, কাকাতুয়া, মসকরা, মাসুল, ফিরিজি, বোম্বটে ইত্যাদি।
----------	--

মনে রাখুন কৌশলে :

- আনারস আলকাতরা আলপিন, গামলা বালতি বাসন সাবান, তোয়ালে, পিরিচ পিস্তল পেরেক বেহালা, টুপি ফিতা চাবি ফিতা বোতাম।

০২. ফরাসি

ওলন্দাজ, দিনেমার, ক্যাফে, আঁতাত, বুর্জোয়া, রেনেসাঁস, কাভুজ, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ, শেমিজ, খোরাকি, ম্যাটিনি, মেন্যু, এলিট, বিস্কুট, ব্যালে, আঁশ, মাদাম, গ্যারেজ ইত্যাদি।

০৩. ওলন্দাজ

ইক্সপন, টেককা, তুরুপ, রুইতন, হরতন ইত্যাদি।

০৪. গ্রিক

দাম (দ্রাখমে) (২৭তম বিসিএস), সেমাই (সেমাডালিম), সুডং (সুরিংক্স), ইউনানি।

০৫. ইতালীয় : মাফিয়া, ম্যাজেন্টা, সনেট।

০৬. মেক্সিকান : চকোলেট

০৭. তুর্কি

উজবুক (৩১তম বিসিএস), কোর্মা, বন্দুক, বাইজি (মূলশব্দ বাজি), বারুদ, সগগাত, কাবু, তকমা, কাঁচি (২৪তম বিসিএস বাতিল), খাতুন, খাঁ, বিবি, মুচলেকা, আলখান্না, লাশ, ঠাকুর, উর্দি, উর্দু, কুলি, কুর্নিশ, খোকা, বাবুর্চি, চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা, বাবা (৩৮তম বিসিএস), মোগল, ক্রোক, চকচক ইত্যাদি।

৬. অন্যান্য ভাষার শব্দ

০১. গুজরাটি : খদ্দর, হরতাল ইত্যাদি।

০২. মালয় : কিরিচ, আইলা (অর্থ : ডলফিন জাতীয় কিছু)

০৩. পাঞ্জাবি : চাহিদা, শিখ ইত্যাদি।

০৪. চিনা : চা, চিনি (১২তম বিসিএস), সাম্পান, লিচু, লুচি, এলাচি ইত্যাদি।

০৫. মায়ানমার : লুঙ্গি, ফুঙ্গি ইত্যাদি। [বার্মিজরা লুঙ্গিকে ফুঙ্গি বলে]

০৬. জাপানি : রিক্সা, হারিকিরি, হাসনাহেনা ইত্যাদি।

০৭. সিংহলি : সিডর (অর্থ : চোখ)।

০৮. অস্ট্রেলীয় : বুমেরাং, ক্যান্ডারু ইত্যাদি।

০৯. দ. আফ্রিকান : জেব্রা।

১০. পেরু : কুইনাইন।

১১. জার্মান : নাৎসি।

১২. তামিল : চুরট বা চুরট।

১৩. হিন্দি

আগড়ম-বাগড়ম, আচ্ছা, কাছারি, কাহিনি, কুত্তা, খাম (খুঁটি অর্থে) খুজলি, খেলনা, গদি, ঘাবড়ানো, ঘুঘুঘুঘি, চাঁদোয়া, চাচা, চাটনি, চাটা, চাটাই, চানা (চানাচুর), চাপাতি (রুটি বিশেষ), চিড়িয়া, চোড়া, ছাতি (বুক অর্থে), ছালুন, জায়গা, জিলাপি, বাভা, বামেলা, টপ্পা, ঠিকানা, ঠক্কর, ডালপুরি, ঢিলা, তার, দাদা, দাদি, দুলা, ধোলাই, পানি, ফুফা, ফুফি, বড়াই, বেটা, ভরসা, সুজি, ওয়ালা, ছিনতাই, ডেরা, টহল, ডেমরা, ইস্তক, গাঙ, ফালতু, চিড়িয়াখানা, পিপা, বাবু ইত্যাদি।

১৪. উর্দু : আব্বু, কলিজা, ঘাগরা, চুঙ্গি, ছিলিম (কঙ্কি অর্থে), ঠুমরি, বদলা, হল্লা ইত্যাদি।

মিশ্র শব্দ

বেটাইম (ফারসি + ইংরেজি)	হেড-মোলভী (ইংরেজি + ফারসি) [৩৬তম বিসিএস]
খ্রিস্টাব্দ (ইংরেজি + তৎসম)	পকেটমার (ইংরেজি + বাংলা)
রাজা-বাদশ (তৎসম + ফারসি)	মাস্টারমশাই (ইংরেজি + তত্ত্ব)
আইনজীবী (ফারসি + তৎসম)	হাট-বাজার (বাংলা + ফারসি)
হেড-পণ্ডিত (ইংরেজি + তৎসম)	ডাক্তার-খানা (ইংরেজি+ফারসি)
চৌ-হদ্দি (ফারসি + আরবি)	শ্রমিক-মালিক (তৎসম + ফারসি)
কালি-কলম (বাংলা + আরবি)	শাক-সবজি (তৎসম + ফারসি)
তাজ-মহল (ফারসি + আরবি)	কৃষ্টি-কালচার (সংস্কৃত + ইংরেজি)
ডাক্তারবার (ইংরেজি + হিন্দি)	ভোটদাতা (ইংরেজি + সংস্কৃত)
ফুলদানি (ইংরেজি + ফারসি)	হাসিখুশি (সংস্কৃত + ফারসি)
নিটল (বাংলা + তৎসম)	চা-নাস্তা (চীনা + ফারসি)
চাবি-কাঠি (পর্্তুগিজ + সংস্কৃত)	জবাবদিহি (আরবি + ফারসি)
বেহেড (ফারসি + ইংরেজি)	

অক্সিজেন (Oxygen)	নথি (File)
ব্যবস্থাপক (Manager)	সচিব (Secretary)
স্নাতকোত্তর (Post graduate)	সাময়িকী (Periodical)
উদয়ান (Hydrogen)	প্রশিক্ষণ (Training)
বেতার (Radio)	স্নাতক (Graduate)
সমাপ্তি (Final)	সমীকরণ (Equation)

শব্দের উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ

০১. **যৌগিক শব্দ** : যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম। তাদের যৌগিক শব্দ বলে। অর্থাৎ শব্দ গঠনের প্রক্রিয়ায় যাদের অর্থ পরিবর্তিত হয় না, তাদেরকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন :

মধুর	= মধু + র	- অর্থ : মধুর মতো মিষ্টি গুণ যুক্ত
গায়ক	= গৈ + গক (অক)	- অর্থ : গান করে যে
কর্তব্য	= কৃ + তব্য	- অর্থ : যা করা উচিত
বাবুয়ানা	= বাবু + আনা	- অর্থ : বাবুর ভাব
দোহিরা	= দুহিতা + য্য	- অর্থ : কন্যার পুত্র, নাতি
চিকামারা	= চিক + মারা	- অর্থ : দেওয়ালের লিখন

মনে রাখার সূত্র : মধুর গায়ক কর্তব্য পালন না করে বাবুয়ানা সেজে দোহিরা নিয়ে চিকামারতে গেল।

০২. **রুঢ় বা রুঢ়ি শব্দ** : প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে গঠিত যে সব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ আলাদা হয়, তাদেরকে রুঢ় বা রুঢ়ি শব্দ বলে। যেমন :

- **হস্তী** = হস্ত+ইন : অর্থ- হস্ত আছে যার। কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়।
- **গবেষণা** = গো+এষণা : অর্থ- গরু খোঁজা। বর্তমান অর্থ : ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা।
- **বাঁশি** = বাঁশ + ইন : অর্থ- তৈল জাতীয় পদার্থ। শুধু তিলজাত স্নেহ পদার্থ নয়। যেমন : বাদাম তেল।
- **প্রবীণ** = প্র + বীণা : অর্থ- প্রকৃষ্ট রূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি। কিন্তু শব্দটি 'অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি' অর্থ ব্যবহৃত হয়।
- **সন্দেশ** = সম + দেশ : অর্থ- শব্দ ও প্রত্যয়গত অর্থ 'সংবাদ'। কিন্তু রুঢ়ি অর্থে 'মিষ্টান্ন বিশেষ'।

মনে রাখার উপায় : তৈলে মাখা সন্দেশ খেয়ে বাঁশি নিয়ে প্রবীণ হস্তীর পিঠে চড়ে গবেষণা করে।

০৩. **যোগরুঢ় শব্দ** : সমাস নিষ্পন্ন যে সব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আর ব্যবহারিক অর্থ আলাদা হয়, তাদেরকে যোগরুঢ় শব্দ বলে। যেমন :

- **পঙ্কজ**- পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু 'পঙ্কজ' শব্দটি একমাত্র 'পদ্মফুল' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই পঙ্কজ একটি যোগরুঢ় শব্দ।
- **রাজপুত**- 'রাজার পুত্র' এর পরিবর্তে যোগরুঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে 'জাতিবিশেষ'।
- **মহাযাত্রা**- 'মহাসমারোহে যাত্রা' এর পরিবর্তে যোগরুঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে 'মৃত্যু'।
- **জলধি**- 'জল ধারণ করে এমন' অর্থ পরিত্যাগ করে 'সমুদ্র' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মনে রাখার উপায় : রাজপুত পঙ্কজ মহাযাত্রা করে জলধি গেল।

শব্দের গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ

০১. **মৌলিক শব্দ** : যে সব শব্দকে বিশ্লেষণ করলে আর কোন শব্দ পাওয়া যায় না, তাদেরকে মৌলিক শব্দ বলে। অর্থাৎ যে সব শব্দকে ভাঙলে আর কোন অর্থসঙ্গতিপূর্ণ শব্দ পাওয়া যায় না, তাকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন- গোলাপ [৩৬তম বিসিএস], নাক, লাল, তিন ইত্যাদি।

এই শব্দগুলোকে আর ভাঙা যায় না বা বিশ্লেষণ করা যায় না। আর যদি ভেঙ্গে নতুন শব্দ পাওয়া যায়, তার সাথে শব্দটির কোন অর্থসঙ্গতি থাকে না। যেমন : উদাহরণের গোলাপ শব্দটি ভাঙলে গোল শব্দটি পাওয়া যায় কিন্তু গোলাপ শব্দটি গোল শব্দ থেকে গঠিত হয়নি। এই দুটি শব্দের মাঝে কোন অর্থসঙ্গতিও নাই। তেমনি 'নাক' শব্দটি ভেঙ্গে 'না' বানানো গেলেও 'নাক' শব্দটি 'না' শব্দটি থেকে আসেনি। অর্থাৎ এই শব্দগুলো মৌলিক শব্দ। 'গোলাপ' শব্দটির সাথে 'ই' প্রত্যয় লাগিয়ে 'গোলাপি' বানাতে পারি এবং 'নাক' শব্দটির সাথে 'ফুল' শব্দ যোগ করে 'নাকফুল' বানাতে পারি।

০২. সাধিত শব্দ : যে সব শব্দকে বিশ্লেষণ করলে অর্থসঙ্গতিপূর্ণ ভিন্ন একটি শব্দ পাওয়া যায়, তাদেরকে সাধিত শব্দ বলে। মূলত, মৌলিক শব্দ থেকেই বিভিন্ন ব্যাকরণসিদ্ধ প্রক্রিয়ায় সাধিত শব্দ গঠিত হয়। মৌলিক শব্দ সমাসবদ্ধ কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যুক্ত হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়। যেমন :

চাঁদের মত মুখ (সমাসবদ্ধ হয়ে) = চাঁদমুখ
ডুব + উরি (প্রত্যয় সাধিত হয়ে) = ডুবুরি
প্র + শাসন (উপসর্গযোগে) = প্রশাসন

পদ

০১. নিচের কোনটি বিশেষ্য পদ? [৩৬তম বিসিএস]

ক. জাত খ. গৈরিক
গ. উদ্ধত ঘ. গম্ভীর্য উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : 'গম্ভীর' বিশেষণ এবং 'গম্ভীর্য' বিশেষ্য। 'জাত' শব্দটি অর্থভেদে বিশেষ্য ও বিশেষণ হয়। বর্ণ, বংশগত বা জন্মগত সামাজিক অধিকার বোঝাতে 'জাত' বিশেষ্য পদ হয় এবং উৎপন্ন, জন্ম, প্রাকৃত, খাঁটি, সঞ্চয় করা প্রভৃতি বোঝাতে বিশেষণ পদ হয়। 'গৈরিক' শব্দটিও বিশেষ্য ও বিশেষণ হয়। যেমন- গিরিমাটি, স্বর্ণ, গেরুয়া রঙ, গেরুয়া বসন প্রভৃতি বোঝাতে জাত বিশেষ্য এবং একই অর্থেই কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দটিকে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

০২. 'এ যে চেনা লোক' বাক্যে 'চেনা' কোন পদ? [৩৬তম বিসিএস]

ক. বিশেষ্য খ. অব্যয়
গ. ক্রিয়া ঘ. বিশেষণ উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : বাক্যে লোক শব্দটি বিশেষ্য। বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত 'লোক' শব্দটিকে বিশেষায়িত করেছে 'চেনা' শব্দটি। তাই বাক্যে 'চেনা' একটি বিশেষণ পদের উদাহরণ।

০৩. 'লবণ' শব্দের বিশেষ্য কোনটি? [৩৫তম বিসিএস]

ক. নোনতা খ. লবণাক্ত
গ. লাবণ্য ঘ. ললিত উত্তর : নোট

ব্যাখ্যা : 'লবণ' বিশেষ্য শব্দটির অর্থ- ক্ষারযুক্ত দ্রব্য বা নুন। এর বিশেষণ 'লবণাক্ত'। অপশনে সঠিক উত্তর নাই।

০৪. 'এ মাটি সোনার বাড়ি'- এ উদ্ধৃতিতে 'সোনা' কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?

ক. বিশেষণের অতিশায়ন
খ. উপাদানবাচক বিশেষণ
গ. রূপবাচক বিশেষণ
ঘ. বিধেয় বিশেষণ উত্তর : ক

ব্যাখ্যা : বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তুলনায় একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা মূল আলোচনায় রয়েছে।

০৫. 'সুন্দর মাত্রেই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে।' -এ বাক্যে 'সুন্দর' শব্দটি কোন পদ? [২৪তম বিসিএস]

ক. বিশেষ্য খ. অব্যয়
গ. সর্বনাম ঘ. ক্রিয়া উত্তর : ক

০৬. 'তুমি এতক্ষণ কী করেছ?' - এই বাক্যে 'কী' কোন পদ? [২৪তম বিসিএস]

ক. বিশেষণ খ. অব্যয়
গ. সর্বনাম ঘ. বিশেষ্য উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : 'কী' সর্বনাম, বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ রূপে বসে। অপরদিকে 'কি' অব্যয় হিসেবে বসে। অর্থাৎ 'ক' হলো প্রশ্নবোধক অব্যয়। 'কি' এর উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে দেয়া যায়। 'কী' দিয়ে প্রশ্ন করা হলে এর উত্তর দিতে মুখ খুলতে হয় এবং তখন এই 'কী' কে বলা হয় প্রশ্নবোধক সর্বনাম।

০৭. 'তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে?' -এই বাক্যে 'না' এর ব্যবহার কী অর্থে? [২৪তম বিসিএস]

ক. না-বাচক খ. হ্যাঁ-বাচক
গ. প্রশ্নবোধক ঘ. বিন্ময়সূচক উত্তর : খ

০৮. 'লাজ' কোন ধরনের শব্দ? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]

ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ
গ. ক্রিয়া-বিশেষণ ঘ. বিশেষ্যের বিশেষণ উ : ক

০৯. যে পদে বাক্যের ক্রিয়াপদটির গুণ, প্রকৃতি, তীব্রতা ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বলা হয়- [২৩তম বিসিএস (মুক্তিযোদ্ধা সন্তান)]

ক. ক্রিয়াবাচক বিশেষণ
খ. ক্রিয়াবিশেষণ
গ. ক্রিয়াবিশেষ্যজাত বিশেষণ
ঘ. ক্রিয়াবিভক্তি উত্তর : ঘ

১০. ক্রিয়াপদ- [২১তম বিসিএস]

ক. সবসময়ে বাক্যে থাকবে
খ. শুধু অতীতকাল বোঝাতে বাক্যে ব্যবহৃত হয়
গ. কখনো কখনো বাক্যে উহ্য থাকতে পারে
ঘ. আসলে বিশেষণ থেকে অভিন্ন উত্তর : গ

১১. ভিক্ষুকটা যে পেছনে লেগেই রয়েছে, কী বিপদ! এ বাক্যে 'কী' এর অর্থ- [২২তম বিসিএস]

ক. ভয় খ. রাগ
গ. বিরক্তি ঘ. বিপদ উত্তর : গ

১২. 'পদ' বলতে কি বোঝায়? [২০তম বিসিএস]

ক. কবিতার চরণ
খ. যে কোন শব্দ
গ. প্রত্যয়ান্ত শব্দ বা ধাতু
ঘ. বিভক্তিয়ুক্ত শব্দ বা ধাতু উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : পদ বলতে বিভক্তিয়ুক্ত শব্দ বা ধাতুকে বোঝায়। বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি অর্থবোধক শব্দকে পদ বলে। অন্যদিকে প্রত্যয় শব্দ বলতে ধাতু বা প্রতিপদিকের সাথে প্রত্যয় যুক্ত হওয়াকে বোঝায়। ধাতুর সাথে প্রত্যয় যুক্ত হওয়াকে বলে কৃৎ প্রত্যয় এবং প্রতিপদিক বা নামপদের সাথে প্রত্যয় যুক্ত হওয়াকে বলে তদ্ধিত প্রত্যয়।

১৩. কোন বাক্যটি দ্বারা অনুরোধ বোঝায়? [১৮তম বিসিএস]

- ক. তুই বাড়ি যা
খ. কাল একবার এসো
গ. ক্ষমা কর মোর অপরাধ
ঘ. দূর হও

উত্তর : খ

১৪. 'মরি মরি! কি সুন্দর প্রভাতের রূপ'- বাক্যে 'মরি মরি' কোন ধরনের অব্যয়? [১৮তম বিসিএস]

- ক. সম্বয়ী খ. অন্বয়ী
গ. পদান্বয়ী ঘ. অনুকার

উত্তর : খ

১৫. ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য বুঝায়? [১৮তম বিসিএস]

- ক. আন খ. আই
গ. আল ঘ. আও

উত্তর : খ + ঘ

১৬. 'ইচ্ছা' বিশেষ্যের বিশেষণ নির্দেশ করুন। [১৫তম বিসিএস]

- ক. ইচ্ছাময় খ. ঐচ্ছিক
গ. ইচ্ছুক ঘ. অনিচ্ছুক

উত্তর : খ

১৭. জাতিবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত- [১৪তম বিসিএস]

- ক. সমাজ খ. পানি
গ. মিছিল ঘ. নদী

উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : 'নদী' জাতিবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ। 'সমাজ' ও 'মিছিল' সমষ্টিবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত। 'পানি' বস্তুবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত।

১৮. কোন বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে? [১৩তম বিসিএস]

- ক. আমি ভাত খেয়েছি
খ. আমি দুপুরে ভাত খাই
গ. আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব
ঘ. তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে ওঠ

উত্তর : খ

ব্যাখ্যা : যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের শেষ হয় এবং বক্তার মনোভাব সম্পন্ন হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। পুরুষ ও কালভেদে সমাপিকা ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন হয়। যেমন : ছেলেরা খেলা করছে। এ বছর বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয়েছে। আমি দুপুরে ভাত খাই।

১৯. কোন বাক্যে সমুচ্চয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে? [১৩তম বিসিএস]

- ক. ধন অপেক্ষা মান বড়
খ. তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না
গ. ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে
ঘ. লেখাপড়া কর, নতুবা ফেল করবে

উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যছিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে। প্রদত্ত অপশনসমূহের মধ্যে 'ঘ' সমুচ্চয়ী অব্যয়ের উদাহরণ। কারণ বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো শব্দগুলো বিয়োজক অব্যয়।

২০. বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে বলে- [১১তম বিসিএস]

- ক. শব্দ
গ. পদ

- খ. কারক
ঘ. ক্রিয়াপদ

উত্তর : গ

পদ

বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে। পদগুলো প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

সব্যয় পদ	অব্যয় পদ
-----------	-----------

সব্যয় পদ চার প্রকার :

বিশেষ্য	বিশেষণ	সর্বনাম	ক্রিয়া
---------	--------	---------	---------

সুতরাং পদ মোট পাঁচ প্রকার :

বিশেষ্য	বিশেষণ	সর্বনাম	অব্যয়	ক্রিয়া
---------	--------	---------	--------	---------

নিচের বাক্যটি খেয়াল করুন :

দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা মানুষের চিরন্তন কল্পনার রাজ্য চাঁদের দেশে পৌঁছেছেন এবং মঙ্গলগ্রহেও যাওয়ার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন।

০১. বিশেষ্য : অভিযাত্রী, মানুষ, কল্পনা, রাজ্য, দেশ, মঙ্গলগ্রহ
০২. বিশেষণ : দুঃসাহসী, চিরন্তন, প্রস্তুত
০৩. সর্বনাম : তাঁরা
০৪. ক্রিয়াপদ : পৌঁছেছেন, হচ্ছেন, যাওয়ার (অসমাপিকা ক্রিয়া)
০৫. অব্যয় : এবং, জন্য

বিশেষ্য পদ

কোন কিছু নামকে বিশেষ্য পদ বলে। বাক্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় তাকে বিশেষ্য পদ বলে।

৪ বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার। যথা :

০১. নামবাচক বিশেষ্য (Proper Noun)
০২. জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun)
০৩. বস্তুবাচক বিশেষ্য (Material Noun)
০৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun)
০৫. ভাববাচক বিশেষ্য (Verbal Noun)
০৬. গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun)

০১. নামবাচক বিশেষ্য : যে পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থবিশেষের নাম বিজ্ঞাপিত হয়, তাকে সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য বলা হয়।

ব্যক্তির নাম	নজরুল, কাওসার, শামীম, খায়রুল
ভৌগোলিক স্থানের নাম	ঢাকা, রংপুর, দিল্লি, রাচি
ভৌগোলিক সংজ্ঞা	(নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি), মেঘনা, হিমালয়, আটলান্টিক।
গ্রন্থের নাম	গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীণা, দেশে-বিদেশে, বিশ্বনবী, সাত নরীর হার।

০২. জাতিবাচক বিশেষ্য : যে পদ দ্বারা কোন একজাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন: গরু, পাখি, মানুষ, গাছ, পর্বত, নদী, ইংরেজি।

০৩. বস্তুবাচক বিশেষ্য : যে পদে কোন উপাদানবাচক পদার্থের নাম বোঝায়, তাকে বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। এই জাতীয় বস্তুর সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। যেমন: বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, লবণ, পানি।
০৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য : যে পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যথা- সভা, জনতা, সমিতি, পঞ্চায়েত, মাহফিল, বাক, বহর, দল।
০৫. ভাববাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যথা- গমন (যাওয়ার ভাব বা কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), ভোজন (খাওয়ার কাজ), শয়ন (শোয়ার কাজ), দেখা, শোনা।
০৬. গুণবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তা-ই গুণবাচক বিশেষ্য। যথা- মধুর মিষ্টত্বের গুণ- মধুরতা, তরল দ্রব্যের গুণ- তারল্য, তিক্ত দ্রব্যের দোষ বা গুণ- তিক্ততা ইত্যাদি। তদ্রূপ : সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ।

বিশেষণ পদ

যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বিশেষণ পদ বলে।

- চলন্ত গাড়ি : বিশেষণের বিশেষণ
- করুণাময় তুমি : সর্বনামের বিশেষণ
- দ্রুত চল : ক্রিয়া বিশেষণ

প্রকারভেদ : বিশেষণ পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

নাম বিশেষণ	বিশেষিত করে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদকে।
ভাব বিশেষণ	বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে।

০১. নাম বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে তাকে নাম বিশেষণ বলে। যথা :
- বিশেষ্যের বিশেষণ : সুস্থ সবল দেহকে কে না ভালবাসে?
 - সর্বনামের বিশেষণ : সে রূপবান ও গুণবান।

০২. নাম বিশেষণের প্রকারভেদ

রূপবাচক	নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, কালো মেঘ
গুণবাচক	চৌকস লোক, দক্ষ কারিগর, ঠান্ডা বাতাস
অবস্থাবাচক	তাজা মাছ, রোগা ছেলে, খোঁড়া পা
সংখ্যাবাচক	হাজার লোক, শ টাকা
ক্রমবাচক	দশম শ্রেণি, সত্তর পৃষ্ঠা, প্রথমা কন্যা
পরিমাণবাচক	বিঘাটেক জমি, পাঁচ শতাংশ জমি, হাজার টনী জাহাজ, এক কেজি চাল, দু কিলোমিটার রাস্তা।
অংশবাচক	অর্ধেক সম্পত্তি, যোল আনা দখল, সিকি পথ
উপাদানবাচক	বেলে মাটি, মেটে কলসি, পাথুরে মূর্তি
প্রশ্নবাচক	কতদূর পথ? কেমন অবস্থা?
নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	এই ছেলে, সেই ছেলে, ছাব্বিশে মার্চ।

০৩. বিভিন্ন বিশেষণ গঠনের পদ্ধতি

ক্রিয়াজাত	হারানো সম্পত্তি, খাবার পানি, অনাগত দিন।
অব্যয়জাত	আচ্ছা মানুষ, উপরি পাওনা, হঠাৎ বড়লোক।
সর্বনাম জাত	কবেকার কথা, কোথাকার কে, স্বীয় সম্পত্তি।
সমাসসিদ্ধ	বেকার, নিয়ম-বিরুদ্ধ, জ্ঞানহারা, চৌচালা ঘর।
অনুকার	কনকনে শীত, শনশনে হাওয়া, ধিকিধিকি
অব্যয়জাত	আগুন।
বীজ্যামূলক	হাসিহাসি মুখ, কাঁদকাঁদ চেহারা, ডুবুডুবু
অব্যয়জাত	নৌকা।
কৃদন্ত	কৃতী সন্তান, জানাশোনা লোক, পায়ে-চলা পথ, হৃত সম্পত্তি, অতীত কাল।
তদ্ধিতান্ত	জাতীয় সম্পদ, নৈতিক বল, মেঠো পথ।
উপসর্গজাত	নিখুঁত কাজ, অপহৃত সম্পদ, নির্জলা মিথ্যে।
বিদেশি	নাস্তানুবুদ অবস্থা, লাওয়ারিশ মাল, লাখেরাজ সম্পত্তি, দরপত্তি তালুক।

০৪. ভাব বিশেষণের প্রকারভেদ

০১. ক্রিয়া বিশেষণ	০২. বিশেষণের বিশেষণ
০৩. অব্যয়ের বিশেষণ	০৪. বাক্যের বিশেষণ

০১. ক্রিয়া বিশেষণ : যে পদ ক্রিয়া সংগঠনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যথা :

- ক্রিয়া সংগঠনের ভাব : ধীরে ধীরে বায়ু বয়।
- ক্রিয়া সংগঠনের কাল : পরে একবার এসো।

০২. বিশেষণীয় বিশেষণ : যে পদ নাম বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে বিশেষণীয় বিশেষণ বলে। যথা :

- নাম বিশেষণের বিশেষণ : সামান্য একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে অতিশয় দুঃখিত।
- ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ : রকেট অতি দ্রুত চলে।

০৩. অব্যয়ের বিশেষণ : যে ভাব-বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষায়িত করে, তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যথা :

- ধিক্ তারে, শত ধিক্ নির্লজ্জ যে জন।

০৪. বাক্যের বিশেষণ : কখনো কখনো কোন বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করতে পারে, তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলা হয়। যথা :

- দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যা জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।
- বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

বিশেষণের অতিশায়ন

বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তুলনায় একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন :

- যমুনা একটি দীর্ঘ নদী, পদ্মা দীর্ঘতর, কিন্তু মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী।

- সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে তুলনায় সূর্য বৃহত্তম, পৃথিবী চন্দ্রের চেয়ে বৃহত্তর এবং চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

৪ বিশেষণের অতিশায়ন

- ◆ বাংলা শব্দের অতিশায়ন
- ◆ তৎসম শব্দের অতিশায়ন

০১. বাংলা শব্দের অতিশায়ন

- বাংলা শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে চাইতে, চেয়ে, হইতে, হতে, অপেক্ষা, থেকে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে তারতম্য বোঝাতে প্রথম বিশেষ্যটি প্রায়ই ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হয়ে থাকে এবং মূল বিশেষণের পর কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। যথা:

ক. গরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি।

খ. বাঘের থেকে সিংহ বলবান।

- বহুর মধ্যে অতিশায়ন : অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাতে মূল বিশেষণের কোনো পরিবর্তন হয় না। মূল বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সবচেয়ে, সব থেকে, সর্বাপেক্ষা, সর্বাধিক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার হয়। যথা :

ক. নবম শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে করিম সবচেয়ে বুদ্ধিমান।
খ. ভাইদের মধ্যে বিমলই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান।

- দুটি বস্তুর মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে হলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম, অধিকতর প্রভৃতি বিশেষণীয় বিশেষণ যোগ করতে হয়। যথা :

পদ্মফুল গোলাপের চাইতে অনেক সুন্দর। ঘি়ের চেয়ে দুধ বেশি উপকারী।

- কখনো কখনো ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তিই চেয়ে, থেকে প্রভৃতি শব্দের কার্যসাধন করে। যেমন :
এ মাটি সোনার বাড়ী।

০২. তৎসম শব্দের অতিশায়ন

- তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে ‘তর’ এবং বহুর মধ্যে ‘তম’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন : গুরু-গুরুতর-গুরুতম। দীর্ঘ-দীর্ঘতর-দীর্ঘতম।

জেনে রাখুন : ‘তর’ প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণটি শ্রুতিকটু হলে ‘তর’ প্রত্যয় যুক্ত না করে বিশেষণের পূর্বে ‘অধিকতর’ শব্দটি যোগ করতে হয়।

- বহুর মধ্যে অতিশায়নে তুলনীয় বস্তুর উল্লেখ না করেও ‘তম’ প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। যেমন :
মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী
দেশ সেবার মহত্তম ব্রতই সৈনিকের দীক্ষা
- তৎসম শব্দে অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে তুলনায় ‘ঈষ’ প্রত্যয় এবং বহুর মধ্যে তুলনায় ‘ইষ্ঠ’ প্রত্যয় যুক্ত হয়। বাংলায় সাধারণত ‘ঈষ’ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় না। যেমন :

মূল বিশেষণ	দুয়ের তুলনায়	বহুর তুলনায়
লঘু	লঘিয়ান	লঘিষ্ঠ
অল্প	কনীয়ান	কনিষ্ঠ
বৃদ্ধ	জ্যায়ান	জ্যেষ্ঠ
শ্রেয়	শ্রেয়ান	শ্রেষ্ঠ

উদাহরণ : তিন ভাইয়ের মধ্যে রহিম জ্যেষ্ঠ এবং করিম কনিষ্ঠ।
সংখ্যাগুলোর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বের কর।

- ‘ঈষ’ প্রত্যয়ান্ত কোন কোন শব্দের ত্রীলিঙ্গ রূপ বাংলায় প্রচলিত আছে। যেমন : ভূয়সী প্রশংসা।

৪ একই পদের বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে প্রয়োগ

ভালো	বিশেষণ রূপে বিশেষ্য রূপে	ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন। আপন ভালো সবাই চায়।
মন্দ	বিশেষণ রূপে বিশেষ্য রূপে	মন্দ কথা বলতে নেই। এখানে কী মন্দটা তুমি দেখলে?
সুন্দর	বিশেষণ রূপে বিশেষ্য রূপে	সকলেই সুন্দর কথা বলতে পারে না। সুন্দর মাত্রেরই একটি আকর্ষণ শক্তি আছে।
নিশীথ	বিশেষণ রূপে বিশেষ্য রূপে	নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশ। গভীর নিশীথে প্রকৃতি সুপ্ত
শীত	বিশেষণ রূপে বিশেষ্য রূপে	শীতকালে কুয়াশা পড়ে। শীতের সকালে চারদিক কুয়াশায় অন্ধকার।

সর্বনাম পদ

বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

০১. ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক : আমি, আমরা, তুমি, সে, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা ইত্যাদি।
০২. আত্মবাচক : স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।
০৩. সমীপ্যবাচক : এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি ইত্যাদি।
০৪. দূরত্ববাচক : ঐ, ঐসব।
০৫. সাকুল্যবাচক : সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ।
০৬. প্রশ্নবাচক : কে, কি, কী : কোন, কার, কিসে?
০৭. অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : কোন, কেহ, কেউ, কিছু।
০৮. ব্যতিহারিক : আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর ইত্যাদি।
০৯. সংযোগজ্ঞাপক : যে, যিনি, যাঁরা, যারা, যাহারা ইত্যাদি।
১০. অন্যাদিবাচক : অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

৪ সর্বনাম পদের পুরুষ

‘পুরুষ’ একটি পারিভাষিক শব্দ। বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ারই পুরুষ আছে। বিশেষণ ও অব্যয়ের পুরুষ নেই। ব্যাকরণে পুরুষ তিন প্রকার।

০১. উত্তম পুরুষ : স্বয়ং বক্তাই উত্তম পুরুষ। আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি সর্বনাম শব্দ উত্তম পুরুষ।
০২. মধ্যম পুরুষ : প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। তুমি, তোমরা, তোমাকে তোমাদের তোমাদিগকে, আপনি, আপনারা, আপনাদের প্রভৃতি সর্বনাম শব্দ মধ্যম পুরুষ।

০৩. নাম পুরুষ : অনুপস্থিত অথবা পরোক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীই নাম পুরুষ। সে, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাঁকে, তাঁরা, তাঁদের প্রভৃতি নাম পুরুষ। (সমস্ত বিশেষ্য পদই নাম পুরুষ)

৪ সর্বনামের বিশিষ্ট প্রয়োগ

০১. বিনয় প্রকাশে উত্তম পুরুষের একবচনে দীন, অধম, বান্দা, সেবক, দাস প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। যথা- ‘আজ্ঞা কর দাসে, শান্তি নরাধমে, দীনের আরজ।
০২. ছন্দবদ্ধ কবিতায় সাধারণত ‘আমরা’ স্থানে মম, ‘আমাদের’ স্থানে মোদের এবং ‘আমরা’ স্থানে মোরা ব্যবহৃত হয়। যেমন- ‘কে বুঝিবে ব্যথা মম’। ‘মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি! বাংলা ভাষা’। ‘ক্ষুদ্র শিশু মোরা, করি তোমারি বন্দনা’।
০৩. উপাস্যের প্রতি সাধারণত ‘আপনি’ স্থানে তুমি প্রযুক্ত হয়। যেমন- (উপাস্যের প্রতি ভক্ত) ‘প্রভু, তুমি রক্ষা কর এ দীন সেবকে।
০৪. অভিনন্দনপত্র রচনায়ও অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিকে ‘তুমি’ সম্বোধন করা হয়।
০৫. তুমি : ঘনিষ্ঠজন, আপনজন বা সমবয়স্ক সাথীদের প্রতি ব্যবহার্য।
তুই : তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়, ঘনিষ্ঠতা বোঝাতেও আমরা তুই ব্যবহার করি।

অব্যয় পদ

ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় তাই অব্যয় পদ। অব্যয় শব্দের সাথে কোনো বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না। সেগুলোর একবচন বা বহুবচন হয় না এবং সেগুলোর স্ত্রী বা পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না।

- ◆ বাংলা অব্যয় শব্দ : আর, আবার, ও, হ্যাঁ, না ইত্যাদি।
- ◆ তৎসম অব্যয় শব্দ : যদি, যথা, সদা, সহসা, অর্থাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত, ইত্যাদি। ‘এবং’ ও ‘সুতরাং’ তৎসম শব্দ হলেও বাংলায় এগুলোর অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃতে ‘এবং’ শব্দের অর্থ এমন, আর ‘সুতরাং’ অর্থ অতান্ত, অবশ্য। কিন্তু এবং = ও (বাংলা), সুতরাং = অতএব (বাংলা)।
- ◆ বিদেশি অব্যয় শব্দ : আলবত, বহুত, খুব, শাশাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।

৪ অব্যয়ের প্রকারভেদ

০১. সমুচ্চরী অব্যয়	০২. অনন্বয়ী অব্যয়
০৩. অনুসর্গ অব্যয়	০৪. অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়

০১. সমুচ্চরী অব্যয় : যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে সমুচ্চরী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে। সমুচ্চরী অব্যয় চার ধরনের। যথা-

ক. সংযোজক অব্যয়	খ. বিয়োজক অব্যয়
গ. সংকোচক অব্যয়	ঘ. অনুগামী সমুচ্চরী অব্যয়

ক. সংযোজক অব্যয় :

- উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। এখানে ‘ও’ অব্যয়টি বাক্যস্থিত দুটি পদের সংযোজন করেছে।
- তিনি সৎ, তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এখানে ‘তাই’ অব্যয়টি দুটি বাক্যের সংযোজন ঘটাবে। আর, অধিকন্তু, সুতরাং শব্দগুলো সংযোজক অব্যয়।

খ. বিয়োজক অব্যয় :

- হাসেম কিংবা কাসেম এর জন্য দায়ী। এখানে ‘কিংবা’ অব্যয়টি দুটি বাক্যাংশের বিয়োজক।
- ‘মস্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন’। এখানে ‘কিংবা’ অব্যয়টি দুটি বাক্যাংশের বিয়োজক।

আমরা চেষ্টা করেছি বটে, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারিনি। এখানে ‘কিন্তু’ অব্যয় দুটি বাক্যের বিয়োজক। বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো শব্দগুলো বিয়োজক অব্যয়।

গ. সংকোচক অব্যয় : তিনি বিদ্বান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন। এখানে ‘অথচ’ অব্যয়টি দুটি বাক্যের মধ্যে ভাবের সংকোচ সাধন করেছে। কিন্তু, বরং, শব্দগুলোও সংকোচক অব্যয়।

ঘ. অনুগামী সমুচ্চরী অব্যয় : যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনুগামী সমুচ্চরী অব্যয় বলে। যেমন-

- তিনি এত পরিশ্রম করেন যে তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা আছে।
- আজ যদি (শর্ত বাচক) পারি, একবার সেখানে যাব।
- এভাবে চেষ্টা করবে যেন কৃতকার্য হতে পারো।

০২. অনন্বয়ী অব্যয় : যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন-

- উচ্ছ্বাস প্রকাশে : মরি মরি ! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ ! এখানে ‘মরি মরি’ এর সাথে মূল বাক্যের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। এটি ছাড়াও বাক্যটি সম্পন্ন হবে।
- সম্মতি প্রকাশে : আমি আজ আলবত যাব। নিশ্চয়ই পারব।
- অনুমোদনবাচকতায় : আপনি যখন বলছেন, বেশ তো আমি যাব।
- সমর্থনসূচক জবাবে : আপনি যা জানেন তা তো ঠিকই বটে।
- যন্ত্রণা প্রকাশে : উঃ ! পায়ে বড্ড লেগেছে। নাঃ ! এ কষ্ট অসহ্য।

৪ বাক্যালংকার অব্যয় : কয়েকটি অব্যয় শব্দ নিরর্থকভাবে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের শোভাবর্ধন করে, এদের বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যেমন-

- কত না হারানো স্মৃতি জাগে আজও মনে।
- ‘হায়রে ভাগ্য’, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।’

০৩. অনুসর্গ অব্যয় : যে সকল অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে,

তাদের অনুসর্গ অব্যয় বলে। যথা- ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (দিয়ে অনুসর্গ অব্যয়)। অনুসর্গ অব্যয় ‘পদাধ্বয়ী অব্যয়’ নামেও পরিচিত।

৪ অনুসর্গ অব্যয় দুই প্রকার।

- বিভক্তিসূচক অব্যয় এবং
- বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত অনুসর্গ

০৪. অনুকার অব্যয় : যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার বা ধ্বনাত্মক অব্যয় বলে। যথা-

বজ্রের ধ্বনি- কড় কড়	মেঘের গর্জন- গুড় গুড়
বৃষ্টির তুমুল শব্দ- বাম বাম	সিংহের গর্জন- গর গর
শ্রোতের ধ্বনি- কল কল	ঘোড়ার ডাক- চিহি চিহি
বাতাসের গতি- শন শন	কাকের ডাক- কা কা
শুক্ল পাতার শব্দ- মর মর	কোকিলের রব- কুহু কুহু
নূপুরের আওয়াজ- রুম রুম	চুড়ির শব্দ- টুং টাং

মনে রাখুন : Natural উপায়ে যে সকল ধ্বনি সৃষ্টি হয় সেগুলোই অনুকার অব্যয়।

৪ আরও তিন ধরনের অব্যয় সম্পর্কে জানুন।

- ০১. অব্যয় বিশেষণ
- ০২. নিত্য সম্বন্ধীয় বিশেষণ
- ০৩. প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ

০১. অব্যয় বিশেষণ : কতগুলো অব্যয় বাক্যে ব্যবহৃত হলে নাম-বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ এবং বিশেষণীয় বিশেষণের অর্থবাচকতা প্রকাশ করে থাকে। এদের অব্যয় বিশেষণ বলা হয়। যথা :

- নাম-বিশেষণ : অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
- ভাব-বিশেষণ : আবার যেতে হবে।
- ক্রিয়া-বিশেষণ : অন্যত্র চলে যায়।

০২. নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় : কতগুলো যুগ্মশব্দ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলো নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় রূপে পরিচিত। যেমন : যথা-তথা, যত-তত, যখন-তখন, যেমন-তেমন, যেরূপ-সেরূপ ইত্যাদি। উদাহরণ- যথা ধর্ম তথা জয়। যত গর্জে তত বর্ষে না।

০৩. ত (সংস্কৃত তস্) প্রত্যয়ান্ত অব্যয় : এ রকম অব্যয় বাংলায় ব্যবহৃত হয়। যথা- ধর্মত বলছি। দুর্ভাগ্যবশত পরীক্ষায় ফেল করেছে। জ্ঞানত মিথ্যা বলিনি।

ক্রিয়া পদ

যে পদের দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। ক্রিয়াপদ বা ধাতুর সঙ্গে পুরুষ অনুযায়ী কালসূচক ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদ গঠন করতে হয়।

৪ ক্রিয়ার প্রকারভেদ

বিবিধ অর্থে ক্রিয়াপদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

০১. কর্ম থাকা না থাকার ভিত্তিতে-

- সক্রমিক ক্রিয়া
- অক্রমিক ক্রিয়া

০২. ভাব প্রকাশের দিক থেকে-

- সমাপিকা ক্রিয়া
- অসমাপিকা ক্রিয়া

০৩. কর্তার সাথে ক্রিয়ার সম্পর্ক থাকা না থাকার ভিত্তিতে-

- প্রযোজক ক্রিয়া
- অপ্রযোজক ক্রিয়া

০৪. গঠনের দিক থেকে-

- নাম ধাতুর ক্রিয়া
- যৌগিক ক্রিয়া
- মিশ্র ক্রিয়া

নিচে বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়ার সংজ্ঞা ও উদাহরণ দেয়া হলো:

০১. সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের শেষ হয় এবং বক্তার মনোভাব সম্পন্ন হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। পুরুষ ও কালভেদে সমাপিকা ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন হয়। যেমন : ছেলেরা খেলা করছে। এ বছর বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

০২. অসমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন : ক. প্রভাতে সূর্য উঠলে...খ. আমরা হাত-মুখ ধুয়ে.....।

০৩. সক্রমিক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তা-ই সক্রমিক ক্রিয়া। অর্থাৎ কর্মপদযুক্ত ক্রিয়াই সক্রমিক ক্রিয়া। যেমন :

বাবা আমাকে একটি বই দিয়েছেন। প্রশ্ন : কী দিয়েছেন? উত্তর : বই প্রশ্ন : কাকে দিয়েছেন? উত্তর : আমাকে এখানে ‘দিয়েছেন’ ক্রিয়াপদটির কর্ম পদ থাকায় এটি একটি সক্রমিক ক্রিয়া।	মনে রাখুন : ক্রিয়াপদকে কী বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা-ই ক্রিয়ার কর্মপদ
---	---

০৪. অক্রমিক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্মপদ নেই তা-ই অক্রমিক ক্রিয়া। যেমন :

মেয়েটি হাসে প্রশ্ন : কী হাসে? উত্তর : পাওয়া যায় না প্রশ্ন : কাকে হাসে? উত্তর : পাওয়া যায় না এখানে ‘হাসে’ ক্রিয়াপদটির কোন কর্ম পদ না থাকায় এটি একটি অক্রমিক ক্রিয়া	মনে রাখুন : ক্রিয়াপদকে ‘কী’ বা ‘কাকে’ দ্বারা প্রশ্ন করলে যদি উত্তর পাওয়া না যায়, সেটিই অক্রমিক ক্রিয়া।
--	---

০৫. দ্বিকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে, তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন : জাহিদ আমাকে (গৌণ কর্ম) একটি কলম (মুখ্য বা প্রধান কর্ম) গিফট করেছে।

মনে রাখুন : দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বহুব্যবচন কর্মপদটিকে মুখ্য বা প্রধান কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্মপদটিকে গৌণ কর্ম বলে।

৪ বিভিন্ন পরীক্ষায় সমধাতুজ কর্ম থেকে প্রশ্ন আসে। তাই সমধাতুজ কর্ম শিখে রাখুন :::::

বাক্যের ক্রিয়াপদ ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদটিকে সমধাতুজ কর্ম বা ধাতুর্ধক কর্মপদ বলে। নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুন :

◆ কোচিং সেন্টারগুলো বেকারদের নিয়ে আর কত খেলা খেলবে?

এখানে লক্ষ্য করুন 'খেল' ধাতু থেকে ক্রিয়াপদ 'খেলবে' এবং কর্মপদ 'খেলা' উভয়ই গঠিত হয়েছে।

◆ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য : সমধাতুজ কর্মপদ অকর্মক ক্রিয়াকে সক্রমক করতে পারে। যেমন :

- এমন সুখের মরণ কে মরতে পারে?
- বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি।

এখানে 'মরণ' এবং 'ঘুম' দুটি সমধাতুজ কর্ম। লক্ষ্য করেন, বাক্য দুটিতে 'মরতে' এবং 'ঘুমিয়েছি' শব্দ দুটি আসায় অকর্মক ক্রিয়াপদ, সক্রমক ক্রিয়াপদে রূপান্তরিত হয়েছে।

০৬. প্রযোজক (গিজন্ত) ক্রিয়া : যখন কোন বাক্যের ক্রিয়ার কর্তা চালনায় থেকে অন্যকে দিয়ে ক্রিয়া সম্পাদন করায়, তখন সেই ক্রিয়াপদকে প্রযোজক (গিজন্ত) ক্রিয়া বলে।

৪ প্রযোজক ক্রিয়া বোঝার জন্য জানুন

০১. প্রযোজক কর্তা

০২. প্রযোজ্য কর্তা

০৩. প্রযোজক ক্রিয়া

নিচের উদাহরণসমূহ খেয়াল করুন-

প্রযোজক কর্তা	প্রযোজ্য কর্তা	প্রযোজক ক্রিয়া
মা	শিশুকে	চাঁদ দেখাচ্ছেন
সাপুড়ে	সাপ	খেলায়

আসুন আমরা দেখি এখানের উদাহরণগুলো প্রযোজক ক্রিয়ার সংজ্ঞাটিকে সিদ্ধ করে কী না? প্রথম উদাহরণে, প্রযোজক ক্রিয়ার (চাঁদ দেখাচ্ছেন) প্রযোজক কর্তা (মা) চালনায় থেকে অন্যকে (শিশুকে) দিয়ে ক্রিয়া সম্পাদন করেছে। তাই বাক্যের ক্রিয়াপদটি প্রযোজক ক্রিয়া। সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রযোজক ক্রিয়াকে গিজন্ত ক্রিয়া বলা হয়।

◆ প্রযোজক কর্তা : যে চালনায় থেকে ক্রিয়া সম্পাদন করায়, তাকে প্রযোজক কর্তা বলা হয়। যেমন : উপরের উদাহরণ দুটিতে 'মা' এবং 'সাপুড়ে' প্রযোজক কর্তা।

◆ প্রযোজ্য কর্তা : যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। উপরের উদাহরণ দুটিতে 'শিশু' এবং 'সাপ' প্রযোজ্য কর্তা।

০৭. অপ্রযোজক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া কর্তা স্বয়ং সম্পন্ন করে, তাকে অপ্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন : আমি বাজার করি।

০৮. নামধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ধনাত্মক অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয়যোগে যে ধাতু গঠিত হয়, সেগুলোকে নামধাতু বলা হয়। নামধাতুর সঙ্গে পুরুষ বা কালসূচক ক্রিয়া-বিভক্তি যোগে নামধাতুর ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন-

- বাঁকা (বিশেষণ) + আ (প্রত্যয়) = বাঁকা (নামধাতু)। যথা- কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধর (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)
- ধনাত্মক অব্যয় : কন কন - দাঁতটি ব্যথায় কনকনাচ্ছে। ফোঁস-অজগরটি ফোঁসাচ্ছে।

জেনে রাখুন : পুরুষ বা কালসূচক ক্রিয়া বিভক্তি কী?

যেসব অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ ধাতুর শেষে যুক্ত হয়ে ধাতুকে ক্রিয়াপদ তৈরি করে এবং পুরুষ নির্দেশ করে। যেমন : ল, লে, লাম (করল, করলে, করলাম)। এ রকম আরো কিছু : ব, বে, বাম; ছ, ছে, ছেন; ত, তে, তাম।

০৯. যৌগিক ক্রিয়া : একটি অসমাপিকা ক্রিয়া ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলা হয়। যেমন :

- ✗ তাগিদ দেওয়া অর্থে : ঘটনাটা শুনে রাখ।
- ✗ নিরন্তরতা অর্থে : তিনি বলতে লাগলেন।
- ✗ কার্যসমাপ্তি অর্থে : ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়ল।
- ✗ আকস্মিকতা অর্থে : সাইরেন বেজে উঠল।
- ✗ অনুমোদন অর্থে : এখন যেতে পার।

১০. মিশ্র ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ, ধনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, হ, দে, পা, যা, কাট, গা, ছাড়, ধর, মার প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে।

- বিশেষ্যের পরে : আমরা তাজমহল দর্শন করলাম।
- বিশেষণের পরে : তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম।
- ধনাত্মক অব্যয়ের পরে : মাথা বিম্ব বিম্ব করছে। বিম্ব বিম্ব করে বৃষ্টি পড়ছে।

বিশেষ্য থেকে বিশেষণ

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অ	অ	অবহেলা	অবহেলিত
অগ্নি	আগ্নেয়	অভাব	অভাবী
অধীরতা	অধীর	অভিজ্ঞতা	অভিজ্ঞ
অভ্যাস	অভ্যাস	অভিমান	অভিমানী
অনিয়ম	অনিয়মিত	অর্পণ	অর্পিত
অণু	আণবিক	আ	আ
অনুগ্রহ	অনুগ্রাহী	আক্রোশ	আক্রোশণীয়
অঙ্কুর	অঙ্কুরিত	আকুল	আকুলতা
অর্থ	আর্থিক	আঘাত	আহত
অপরিচয়	অপরিচিত	আকাশ	আকাশি
অনুরাগ	অনুরক্ত	আহরণ	আহরিত
অপহরণ	অপহৃত	আগুন	আগুনে
অন্তর	আন্তরিক	আগমন	আগত
অবধান	অবহিত	আবরণ	আবৃত
অরণ্য	আরণ্যক	আকর্ষণ	আকর্ষণীয়
অনুবাদ	অনুদিত	আসন	আসীন
অনুমান	অনুমিত	আতঙ্ক	আতঙ্কিত
অন্ত	অন্তিম	আতিশয্য	অতিশয়
অধ্যয়ন	অধিত	আসমান	আসমানী
অনির্বণ	অনির্বাপিত	আদি	আদিম/আদ্য
অনুসরণ	অনুসৃত	আবাদ	আবাদি
অপমান	অপমানিত	আনন্দ	আনন্দিত
অপরাধ	অপরাধী	আবিষ্কার	আবিষ্কৃত
অংশ	আংশিক	আশ্রয়	আশ্রিত
অধুনা	আধুনিক	আমোদ	আমোদিত

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
আলাপ	আলাপী	কর্ষণ	কর্ষিত
আলোড়ন	আলোড়িত	কৃষি	কৃষিজ
আলস্য	অলস	কোণ	কৌণিক
আদেশ	আদিষ্ট	কুসুম	কুসুমিত
আদর	আদরে	কাগজ	কাগজে
আরক্ত	আরক্তিম	কুষ্ঠা	কুষ্ঠিত
আষাঢ়	আষাঢ়ী	কাঁদা	কাঁদুনে
আলোক	আলোকিত	কায়	কায়িক
আক্রমণ	আক্রান্ত	কাজ	কেজো
আরোহণ	আরুঢ়	কাল	কালীন
আলোচনা	আলোচ্য	কাবুলিওয়ালা	কাবুলি
আত্মা	আত্মিক	কাঠিন্য	কঠিন
আশ্চর্য	আশ্চর্য্যিত	কৌতুহল	কৌতুহলি
আঁশ	আঁশটে	কণ্ঠ	কণ্ঠ্য
ই, ঈ, উ, ঊ		কথা	কথ্য
ইতরামি	ইতর	কম্পন	কম্পিত
ইহলোক	ইহলৌকিক	কল্পনা	কাল্পনিক
ইতিহাস	ঐতিহাসিক	কুশতা	কুশ
ইন্দ্রজাল	ঐন্দ্রজালিক	ক্ষীণতা	ক্ষীণ
ইচ্ছা	ঐচ্ছিক/ইচ্ছুক	ক্ষুদ্রত্ব	ক্ষুদ্র
ঈশ্বর	ঐশ্বরিক	খ	
উচ্ছ্বাস	উচ্ছ্বসিত	খণ্ড	খণ্ডিত
উল্লাস	উল্লাসিত	খুন	খুনি
উদ্ধার	উদ্ধৃত	খেয়াল	খেয়ালি
উৎকর্ষ	উৎকৃষ্ট	খয়ের	খয়েরি
উদয়	উদিত	খ্যাতি	খ্যাত
উপকার	উপকৃত	গ	
উত্তাপ	উত্তপ্ত	গোপন	গোপনীয়
উৎপাদন	উৎপাদিত	গুণ	গুণী
উপন্যাস	উপন্যাসিক	গল্প	গল্পীয়
উপদ্রব	উপদ্রুত	গ্রাস	গ্রস্ত
উন্মাদ	উন্মত্ত	গাঁ	গেঁয়ো
উদ্বেগ	উদ্বিগ্ন	গাভীর্ষ	গাভীর
উদ্যম	উদ্যত	গোত্র	গোত্রীয়
উৎপীড়ন	উৎপীড়িত	গাছ	গেছো
উদ্দেশ্য	উদ্দিষ্ট	গ্রাম	গ্রাম্য
উদ্বেল	উদ্বেলিত	গ্রহণ	গ্রহীত
উন্মীলন	উন্মীলিত	গান	গীত
উচিত	উচিত্য	গোলাপ	গোলাপি
উপযোগিতা	উপযোগী	গ্রহণ	গ্রহীত
উপভোগ	উপভোগ্য	গুরু	গরিষ্ঠ
উপস্থিতি	উপস্থিত	ঘ	
উল্লেখ	উল্লেখ্য/উল্লেখিত	ঘণা	ঘণ্য
উড়া	উড়ন্ত	ঘর	ঘরোয়া
ঋ, ঌ, ঍, ও, ঔ		চ	
ঋণ	ঋণী	চিত্তা	চিত্তিত
একক/এক্য	এক	চাকুরি	চাকুরে
এচিহ্ন	উচিত	চিহ্ন	চিহ্নিত
ওজ্জ্বল্য	উজ্জ্বল	চক্ষু	চাক্ষুস
ক		চীন	চৈনিক

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
চেষ্টা	চেষ্টিত	দীনতা	দীন
চোর	চোরাই	দারিদ্র্য	দরিদ্র
চমৎকার	চমৎকৃত	দৈর্ঘ্য	দীর্ঘ
চন্দ্র	চান্দ্র	দহন	দক্ষ/দাহ্য
চরিত্র	চারিত্রিক	দোষ	দুষ্ট
চিত্র	চিত্রিত	দীপ্তি	দীপ্ত
চৈত	চৈতালি	দুধ	দুধেল/দুধাল
চাতুর্ঘ্য	চতুর	দাশব	দানবীর
চালাকি	চালাক	দরদ	দরদী
ছ, জ, ঝ		দিক	দিগম্বর
ছেদন	ছেদ	দহন	দহন্য
ছন্দ	ছন্দবদ্ধ	দস্যুতা	দস্যু
ছেলে	ছেলেমি	দুঃসহতা	দুঃসহ
জীবন	জীবনী/জীবিত	দীক্ষা	দীক্ষিত
জয়	জেয়	দেহ	দৈহিক
জাতি	জাতীয়	দাঁত	দেঁতো
জাহাজ	জাহাজি	দয়া	দয়ালু
জগন	জগত	দান	দত্ত
জাক	জাঁকালো	দৈন্য	দীন
জল	জলীয়	ধ, ন	
জম্বু	জাম্বব	ধৌতি	ধৌত
জিঞ্জীসা	জিঞ্জীস্য	ধন	ধনী
ঝগড়া	ঝগড়াটে	ধৈর্য/ধীরতা	ধীর
ঝংকার	ঝংকৃত	ধান	ধেনো
ঝড়	ঝড়ো	ন্যায়	ন্যায়্য
ট, ঠ, ড, ঢ		নির্ভরতা	নির্ভর
ডাক্তার	ডাক্তরি	নিন্দা	নিন্দিত
ঢাকা	ঢাকাই	নাস্তিকতা	নাস্তিক
ত, থ, দ		নির্বাসন	নির্বাসিত
ত্যাগ	ত্যাগী	নির্মাণ	নির্মিত
তিরোধান	তিরোহিত	নিশ্চয়/নিশ্চয়তা	নিশ্চিত
তিরঙ্কার	তিরঙ্কৃত	নীলিমা	নীল
তরঙ্গ	তরঙ্গিত	নৈপুণ্য	নিপুণ
তারল্য	তরল	নীতি	নৈতিক
তন্দ্র	তন্দ্রালু	নতুনত্ব	নতুন
তেজ	তেজী/তেজস্ক্রিয়	নেশা	নৈশ
তীর	তিরস্থ	নৈঃশব্দ	নিঃশব্দ
তন্ময়তা	তন্ময়	নিদ্রা	নিদ্রালু
তর্ক	তর্কিক	প, ফ	
তাপ	তপ্ত	প্রকাশ	প্রকাশিত
তামা	তামাটে	প্রাথমিক	প্রথম
দক্ষিণা	দক্ষিণ	প্রাচুর্য	প্রচুর
দাসত্ব	দাস	প্রার্থনা	প্রার্থিত
দেব	দৈব	পিপাসা	পিপাসিত
দেশ	দেশি/দেশিয়	প্রচলন	প্রচলিত
দোষ	দোষী/দুষণীয়	প্রকৃতি	প্রাকৃতিক
দণ্ড	দণ্ডিত	প্রতিবাদ	প্রতিবাদী
দুর্বোধ	দুর্বোধ্য	প্রণয়ন	প্রণীত
দর্শন	দর্শনীয়/দার্শনিক	প্রাবন	প্রাবিত
দৃশ্য	দর্শনীয়	প্রণাম	প্রণত

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
প্রবেশ	প্রবিষ্ট	বন	বন্য/বুনো
প্রস্থান	প্রস্থিত	বিরাগ	বিরক্ত
পৃথিবী	পার্থিব	বিলম্ব	বিলম্বিত
প্রসাদ	প্রসন্ন	বিশ্বাস	বিশ্বস্ত/বিশ্বাসী
পশু	পাশব/পাশবিক	বৎসর	বাৎসরিক
প্রাণীচী	প্রাণীচ্য	বাংলাদেশ	বাংলাদেশী
গ্রহর	গ্রহত	বিদ্যুৎ	বৈদ্যুতিক
পক্ষ	পক্ষীয়	ব্যবহার	ব্যবহারিক
পঙ্ক	পঙ্কিল	বিপ্লব	বৈপ্লবিক
পিতা	পৈতৃক	বস্তু	বাস্তব
পোশাক	পোশাকি	বিলাত	বিলাতি
পতন	পতিত	বচন	বচনীয়
পথ	পথিক	বিধান	বিধেয়
প্রেরণ	প্রেরিত/প্রণেদিত	বর্ষ	বার্ষিক
প্রবাহ	প্রবাহমান	বিষাদ	বিষম
পূর্ণতা	পূর্ণ	ভাব	ভাবুক
পর্বত	পার্বত্য	ভোগ	ভোগ্য
পরিচয়	পরিচিত	ভূমি	ভৌমিক
পিপাচ	পৈশাচিক	ভূত	ভৌতিক
পরীক্ষা	পরীক্ষিত	ভূগোল	ভৌগোলিক
প্রসঙ্গ	প্রাসঙ্গিক	ম	
পুলিশ	পুলিশি	মূল	মৌলিক
পান	পানীয়/পেয়	মাটি	মেটে
পরলোক	পারলৌকিক	মাস	মাসিক
পুলক	পুলকিত	মোহ	মুগ্ধ
প্রত্যহ	প্রাত্যহিক	মহত্ব	মহৎ
প্রমাণ	প্রামাণ্য	মধু	মধুর/মধুময়
ফল	ফলিত/ফলন্ত	মহীমা	মহান
ফুল	ফুলেল	মৃত্যু	মৃত
ফেন	ফেনিল	মদ	মত্ত
ব,ভ		মানব	মানবিক
ব্যগ্রতা	ব্যগ্র	মোগল	মোগলাই
ব্যথা	ব্যথিত	মুখ	মৌখিক
বাদল	বাদলা	মানুষ	মনুষ্য
বিষ্ময়	বিষ্মিত	মাছ	মেছো
বাহার	বাহারি	মাধুর্য	মধুর
বাহন	বাহিত	মেয়ে	মেয়েলি
বৈধ	বিধি	মুকুল	মুকুলিত
বিক্রয়	বিক্রিত	মন	মানসিক
বিজয়	বিজয়ী	মরম	মরমী
বুদ্ধিমত্তা	বুদ্ধিমান	মুখ	মৌখিক
বিদ্যা	বিদ্বান	মাংস	মাংসল
বিদারন	বিদীর্ণ	মাঠ	মেঠো
বিদেশ	বিদেশি/বিদেশিক	য,র,ল	
বল	বলবান	যন্ত্র	যান্ত্রিক
বিনয়	বিনয়ী	রাষ্ট্র	রাষ্ট্রীয়
বিপুলতা	বিপুল	রচনা	রচিত
বৈদগ্ধ	বিদগ্ধ	রেশম	রেশমি
বিবাহ	বিবাহিত	রোপণ	রোপিত
বিমান	বৈমানিক	রঙ	রঙ্গিন

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
রোগ	রুগ্ন	শাণ	শাণিত
লক্ষ্য	লক্ষিত	শত্রুতা	শত্রু
লালিমা	লাল	শরৎ	শারদীয়
লোভ	লুব্ধ	শূন্যতা	শূন্য
লাঘব	লঘু	শোক	শোকাক্ত
লোম	লোমশ	শরীর	শারীরিক
লালিত্য	লোলিত	শহর	শহুরে
লয়	লীন	শয়ন	শায়িত
লবণ	লবণাক্ত/নোনতা	শৃঙ্খল	শৃঙ্খলিত
লোক	লৌকিক	শঙ্কা	শঙ্কিত
লাজ	লাজুক	শাস্ত্র	শাস্ত্রীয়
লাভ	লভ্য/লব্ধ	স্থাপন	স্থাপিত
লজ্জা	লজ্জিত	সৌহার্দ্য	সৌহার্দিক
লবণ	লোনা	স্থিরতা	স্থির
শ, স		সভা	সভ্য
শক্তি	শাক্ত	সর্বজন	সর্বজনীন
শ্রবণ	শ্রাব্য/শ্রুত	স্বচ্ছতা	স্বচ্ছ
শান্তি	শান্ত	সংক্ষেপ	সংক্ষিপ্ত
শিক্ষা	শিক্ষিত	স্বতন্ত্র্য	স্বতন্ত্র
শিকার	শিকারি	সমুদ্র	সামুদ্রিক
শৌর্য	শূর	সময়	সাময়িক
শিশু	শৈশব	সন্ধ্যা	সান্ধ্য
শিথিলতা/শৈথিল্য	শিথিল	হলুদ	হলুদে
শৌখিনতা	শৌখিন	হরণ	হত

কারক ও বিভক্তি

০১. প্রশ্ন : দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক- বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী কোন বিভক্তি? (৪০তম বিসিএস)

ক. তৃতীয়া বিভক্তি

খ. প্রথমা বিভক্তি

গ. দ্বিতীয়া বিভক্তি

ঘ. শূন্য বিভক্তি

উত্তর—ক

ব্যাখ্যা : বাংলা বিভক্তি ৭ প্রকার।

বিভক্তির নাম	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	০, অ, এ, (য়), তে, এতে	রা, এরা, গুলি (গুলো), গণ।
দ্বিতীয়	কে, রে	দিগে, দিগকে, দিগেরে, *দের।
তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া(দিয়ে), কর্তৃক	দিগের দিয়া, দের দিয়া, দিগকে দ্বারা, দিগ কর্তৃক, গুলির দ্বারা, গুলিকে দিয়ে, *গুলো দিয়ে, গুলি কর্তৃক, দের দিয়ে।
চতুর্থী	কে, রে*	দ্বিতীয়ার মতো
পঞ্চমী	এ (য়ে, য), হইতে, থেকে, চেয়ে, হতে	দিগ হইতে, দের হইতে, দিগের চেয়ে, গুলি হইতে, গুলির চেয়ে, *দের হতে, *দের থেকে, *দের চেয়ে।
ষষ্ঠী	র, এর	*দিগের, দের, গুলির, গণের, গুলোর।
সপ্তমী	এ, য, তে	দিগে, দিগেতে, গুলিতে, গণে, গুলির মধ্যে, গুলোতে, গুলোর মধ্যে।

বিভক্তি যোগের নিয়ম :

- ক. অপ্রাণিবাচক বা ইতর প্রাণিবাচক বহুবচনে ‘রা’ যুক্ত হয় না; গুলি, গুলো যুক্ত হয়। যথা— পাথরগুলো, গরুগুলি।
- খ. অপ্রাণিবাচক শব্দের উত্তর ‘কে’ বা ‘রে’ বিভক্তি হয় না, শূন্য বিভক্তি হয়। যথা— কলম দাও।
- গ. স্বরান্ত শব্দের উত্তর ‘এ’ বিভক্তির রূপ হয়—‘য়’ বা ‘য়ে’। ‘এ’ স্থানে ‘তে’ বিভক্তিও যুক্ত হতে পারে। যেমন— মা + এ = মায়ে, ঘোড়া + এ = ঘোড়ায়, পানি + তে = পানিতে।
- ঘ. অ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তর প্রায়ই ‘রা’ স্থানে ‘এরা’ হয় এবং ষষ্ঠী বিভক্তির ‘র’ স্থলে ‘এর’ যুক্ত হয়। যেমন— লোক + রা = লোকেরা। বিদ্বান (ব্যঞ্জনান্ত) + রা = বিদ্বানেরা। মানুষ + এর = মানুষের। লোক + এর = লোকে। কিন্তু অ-কারান্ত, আ-কারান্ত এবং এ-কারান্ত খাঁটি বাংলা শব্দের ষষ্ঠীর এক বচনে সাধারণ ‘র’ যুক্ত হয়, ‘এর’ যুক্ত হয় না। যেমন— বড়র, মামার, ছেলের।

০২. বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কী বলে? (৪০তম বিসিএস)

- ক. বিভক্তি খ. কারক
গ. প্রত্যয় ঘ. অনুসর্গ
- উত্তর-খ

ব্যাখ্যা : ‘কারক’ শব্দটির অর্থ— যা ক্রিয়া সম্পাদন করে।
বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সাথে নামপদের যে সম্পর্ক, তাকে
কারক বলে। কারক ০৬ (ছয়) প্রকার। যথা—

- ক. কর্তৃকারক
খ. কর্ম কারক
গ. করণ কারক
ঘ. সম্প্রদান কারক
ঙ. অপাদান কারক
চ. অধিকরণ কারক

একটি বাক্যে ০৬ (ছয়) টি কারকের উদাহরণ— বেগম সাহেবা প্রতিদিন ভাঁড়ার থেকে নিজ হাতে গরীবদের চাল দিতেন।

- বেগম সাহেবা : ক্রিয়ার সাথে কর্তৃসম্বন্ধ
- চাল : ক্রিয়ার সাথে কর্ম সম্বন্ধ
- হাতে : ক্রিয়ার সাথে করণ সম্বন্ধ
- গরিবদের : ক্রিয়ার সাথে সম্প্রদান সম্পর্ক
- ভাঁড়ার থেকে : ক্রিয়ার সাথে অপাদান সম্পর্ক
- প্রতিদিন : ক্রিয়ার সাথে অধিকরণ সম্পর্ক

কর্তৃকারক

বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তা ক্রিয়ার কর্তা বা কর্তৃকারক।

মনে রাখুন : ক্রিয়ার সঙ্গে 'কে' বা 'কারা' যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা-ই কর্তৃকারক। যেমন—
খোকা বই পড়ে। (কে পড়ে? খোকা। এখানে 'খোকা' হলো কর্তৃকারক।) মেয়েরা ফুল তোলে। (কারা তোলে? মেয়েরা। এখানে 'মেয়েরা' কর্তৃকারক।)

কর্তৃকারকের প্রকারভেদ

ক. কর্তৃকারক বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চার প্রকারের হয়ে থাকে। যথা—

০১. মুখ্য কর্তা : যে নিজে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে সে মুখ্য কর্তা। যেমন— ছেলেরা ফুটবল খেলছে। মুম্বলধারে বৃষ্টি পড়ছে।
০২. প্রযোজক কর্তা : মূল কর্তা যখন অন্যকে কোনো কাজে নিয়োজিত করে তা সম্পন্ন করায়, তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন— শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন।
০৩. প্রযোজ্য কর্তা : মূল কর্তার করণীয় কার্য যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলা হয়। ওপরের বাক্যে 'ছাত্র' প্রযোজ্য কর্তা। তদুপ, রাখাল (প্রযোজক) গরুকে (প্রযোজ্য কর্তা) ঘাস খাওয়ায়।
০৪. ব্যতিহার কর্তা : কোনো বাক্যে যে দুটো কর্তা একত্রে একজাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাদের ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন—
বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়।
রাজায়-রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণান্ত।

খ. বাক্যের বাচ্য বা প্রকাশভঙ্গি অনুসারে কর্তা তিন রকম হতে পারে। যেমন—

০১. কর্মবাচ্যের কর্তা (কর্মপদের প্রধান্যসূচক বাক্যে):
পুলিশ দ্বারা চোর ধৃত হয়েছে।
০২. ভাববাচ্যের কর্তা (ক্রিয়ার প্রধান্যসূচক বাক্যে) :
আমার যাওয়া হবে না।
০৩. কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা (বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয়)।
বাঁশি বাজে। কলমটা লেখে ভালো।

কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

- ক. প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : হামিদ বই পড়ে ।
খ. দ্বিতীয়া বা ক্কে বিভক্তি : বশিরকে যেতে হবে ।
গ. তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি : ফেরদৌসী কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে ।
ঘ. ষষ্ঠী বা র বিভক্তি : আমার যাওয়া হয়নি ।
ঙ. সপ্তমী বা এ বিভক্তি : গায়ে মানে না, আপনি মোড়ল ।
বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে ।
পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায় ।
বাঘে-মহিষে খানা একঘাটে খাবে না ।
চ. য় বিভক্তি : ঘোড়ায় গাড়ি টানে ।

ছ. তে বিভক্তি : গরুতে দুধ দেয়।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কীসে?

কর্মকারক

যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্মকারক বলে। কর্ম দুই প্রকার : মুখ্য কর্ম, গৌণ কর্ম। যেমন—

- বাবা আমাকে (গৌণ কর্ম) একটি কলম (মুখ্য কর্ম) কিনে দিয়েছেন।

সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তুবাচক ও গৌণ কর্ম প্রাণিবাচক হয়ে থাকে। এছাড়াও সাধারণত কর্মকারকের গৌণ কর্মে বিভক্তি যুক্ত হয়, মুখ্য কর্মে হয় না।

কর্মকারকের প্রকারভেদ

- ক. সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম : নাসিমা ফুল তুলছে।
- খ. প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম : ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াও।
- গ. সমধাতুজ কর্ম : খুব এক ঘুম ঘুমিয়েছি।
- ঘ. উদ্দেশ্য ও বিধেয় : দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটি পরস্পর অপেক্ষিত কর্মপদ থাকলে প্রধান কর্মটিকে বলা উদ্দেশ্য কর্ম এবং অপেক্ষিত কর্মটিকে বলা হয় বিধেয় কর্ম। যেমন—

দুধকে (উদ্দেশ্য কর্ম) মোরা দুগ্ধ (বিধেয় কর্ম) বলি,
হলদকে (উদ্দেশ্য কর্ম) বলি হরিদ্রা (বিধেয় কর্ম)।

কর্মকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

- ক. প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : ডাক্তার ডাক।
আমাকে একখানা বই দাও। (দ্বিকর্মক ক্রিয়ার মুখ্য কর্ম)
রবীন্দ্রনাথ পড়লাম, নজরুল পড়লাম, এর সুরাহা খুঁজে পেলাম না। (গ্রন্থ অর্থে বিশিষ্ট গ্রন্থকার প্রয়োগ)
- খ. দ্বিতীয় বা কে বিভক্তি : তাকে বল।
রে বিভক্তি : 'আমারে ভূমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা'।
- গ. ষষ্ঠী বা র বিভক্তি : তোমার দেখা পেলাম না।
- ঘ. সপ্তমী এ বিভক্তি : 'জিজ্ঞাসিবে জনে জনে। (বীজ্যায়)

করণ কারক

'করণ' শব্দটির অর্থ : যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়।

ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলা হয়।

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'কীসের দ্বারা' বা 'কী উপায়ে' প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায়, তা-ই করণ কারক। যেমন—

নীরা কলম দিয়ে লেখে। (উপকরণ-কলম)
জগতে কীর্তিমান হয় সাধনায়। (উপায়-সাধনা)

করণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

- ক. প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : ছাত্ররা বল খেলে।
(অকর্মক ক্রিয়া)

ডাকাতেরা গৃহস্থমীর মাথায় লাঠি মেরেছে। (সকর্মক ক্রিয়া)

- খ. তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি : লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করা হয়।

দিয়া বিভক্তি : মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন।

- গ. সপ্তমী বিভক্তি বা এ বিভক্তি : ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে।
শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।

তে বিভক্তি : 'এত শঠতা, এত যে ব্যথা,
তবু যেন তা মধুতে মাথা।'—নজরুল।
লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব।

য় বিভক্তি : চেষ্টায় সব হয়।
এ সুতায় কাপড় হয় না।

সম্প্রদান কারক

যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয়, তাকে (সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী) সম্প্রদান কারক বলে।

বস্তু নয়— ব্যক্তিই সম্প্রদান কারক।

(অনেক বৈয়াকরণ বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক স্বীকার করেন না, কারণ, কর্মকারক দ্বারাই সম্প্রদান কারকের কাজ সম্পাদন করা যায়।)

সম্প্রদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

- ক. চতুর্থী বা কে বিভক্তি : ভিখারিকে ভিক্ষা দাও।
(স্বত্বত্যাগ করে না দিলে কর্মকারক হবে। যেমন—
ধোপাকে কাপড় দাও।) ধোপাকে কাপড় দিলে ধোপা তা পরিষ্কার করে ফেরত দেয়, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিলে তা ভিক্ষুককে ফেরত দিতে হয় না।

- খ. সপ্তমী বা এ বিভক্তি : সৎপাত্রে কন্যা দান কর।
সমিতিতে চাঁদা দাও। 'অন্ধজনে দেহ আলো'।

জ্ঞাতব্য : নিমিত্তার্থে 'কে' বিভক্তি যুক্ত হলে সেখানে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন— 'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল।'

অপাদান কারক

যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকেই অপাদান কারক বলে। যেমন—

বিচ্যুত : গাছ থেকে পাতা পড়ে
মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে।

গৃহীত : সুক্তি থেকে মুক্তো মেলে।
দুধ থেকে দই হয়।

জাত : জমি থেকে ফসল পাই।
খেজুর রসে গুড় হয়।

বিরত : পাপে বিরত হও।
দূরীভূত : দেশ থেকে পঙ্গপাল চলে গেছে।

রক্ষিত : বিপদ থেকে বাঁচাও।

আরম্ভ : সোমবার থেকে পরীক্ষার শুরু।

ভীত : বাঘকে ভয় পায় না কে?

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তি ছাড়াও হইতে, হতে, থেকে, দিয়া, দিয়ে ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

ক. প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : বোঁটা-আলগা ফল গাছে থাকে না। 'মনে পড়ে সেই জ্যৈষ্ঠ দুপুও পাঠশালা পলায়ন।'

খ. দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : বাবাকে বড্ড ভয় পাই।

গ. ষষ্ঠী বা এর বিভক্তি : যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়।

ঘ. সপ্তমী বা এ বিভক্তি : বিপদে মোরে করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা। লোকমুখে শুনেছি। তিলে তৈল হয়।

'য়' বিভক্তি : টাকায় টাকা হয়।

বিভিন্ন অর্থে অপাদানের ব্যবহার

ক. স্থানবাচক : তিনি চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন।

খ. দূরত্বজ্ঞাপক : ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম দুশো কিলোমিটারেরও বেশি।

গ. নিষ্ক্ষেপ : বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে।

অধিকরণ কারক

ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধারকে অধিকরণ কারক বলে। অধিকরণ কারকে সপ্তমী অর্থাৎ 'এ' 'য়' 'তে' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা-

✱ আধার (স্থান) : আমরা রোজ ফুলে যাই। এ বাড়িতে কেই নেই।

✱ কাল (সময়) : প্রভাতে সূর্য ওঠে।

অধিকরণ কারক তিন প্রকার। যথা—

- কালাদিকরণ
- আধারাদিকরণ
- ভাবাদিকরণ

যদি কোন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য ক্রিয়ার কোনো রূপ ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, তবে তাকে ভাবাদিকরণ বলে। ভাবাদিকরণে সর্বদাই সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয় বলে একে ভাবে সপ্তমী বলা হয়। যেমন— সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়। কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।

আধারাদিকরণ তিন ভাগে বিভক্ত :

- ০১. ঐকদেশিক
- ০২. অভিব্যাপক এবং
- ০৩. বৈষয়িক

০১. ঐকদেশিক : বিশাল স্থানের যে কোন অংশে ক্রিয়া সংঘটিত হলে তাকে ঐকদেশিক আধারাদিকরণ বলে। যেমন—

পুকুরে মাছ আছে। (পুকুরের যে কোন একস্থানে)
বনে বাঘ আছে। (বনের যে কোন এক অংশে)
আকাশে চাঁদ উঠেছে। (আকাশের যে কোন এক অংশে)

সমীপ্য অর্থেও ঐকদেশিক অধিকরণ হয়। যেমন—

ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে (ঘাটের কাছে)। দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রার্থী, ভিক্ষা দেহ তারে (দুয়ারের কাছে)। রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা।

০২. অভিব্যাপক : উদ্দিষ্ট বস্তু যদি সমগ্র আধার ব্যাপ্ত করে বিরাজ করে বিরাজমান থাকে, তবে তাকে অভিব্যাপক আধারাদিকরণ বলে। যেমন—
তিলে তৈল আছে। (তিলের সারা অংশব্যাপী)
নদীতে পানি আছে। (নদীর সমস্ত অংশ ব্যাপ্ত করে)

০৩. বৈষয়িক : বিষয় বিশেষ বা কোনো বিশেষ গুণে কারও কোনো দক্ষতা বা ক্ষমতা থাকলে সেখানে বৈষয়িক অধিকরণ হয়। যেমন— রাকিব অঙ্কে কাঁচা, কিন্তু ব্যাকরণে ভালো। আমাদের সোনার ছেলেরা সাহসে দুর্জয়, যুদ্ধে অপরাজেয়।

অধিকরণ কারকে অন্যান্য বিভক্তি

ক. প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি : আমি ঢাকা যাব। বাবা বাড়ি নেই।

খ. তৃতীয় বিভক্তি : খিলিপান (এর ভিতরে) দিয়ে গুপ্ত খাবে।

গ. পঞ্চমী বিভক্তি : বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।

ঘ. সপ্তমী বা তে বিভক্তি : এ বাড়িতে কেউ নেই।

অধিকরণে অনুসর্গের ব্যবহার

ঘরের মধ্যে কে রে? তোমার আসন পাতিব হাটের মাঝে।

বিভিন্ন কারকে শূন্য বিভক্তি

- কর্তৃকারকে : রহিম বাড়ি যায়।
- কর্মকারকে : ডাক্তার ডাক
- করণে : ঘোড়াকে চাবুক মার।
- অপাদানে : গাড়ি স্টেশন ছাড়ে।
- অধিকরণে : সারারাত বৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন কারকে সপ্তমী বা এ বিভক্তি

- কর্তৃকারকে : লোকে বলে। পাগলে কী না বলে।
- কর্মকারকে : এ অধীনে দায়িত্বভার অর্পণ করুন।
- করণে : এ কলমে ভালো লেখা হয়।
- অপাদানে : 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে?'
- অধিকরণে : এ দেহে প্রাণ নেই।

সম্বন্ধ পদ

ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ বাক্যস্থিত অন্য পদে সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। যেমন—

❖❖ **মতিনের ভাই** বাড়ি যাবে। এখানে ‘মতিনের’ সঙ্গে ‘ভাই’-এর সম্পর্ক আছে, কিন্তু ‘যাবে’ ক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধ নেই।

জ্ঞাতব্য : ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ পদের সম্বন্ধ নেই বলে সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না।

সম্বন্ধ পদের বিভক্তি

- ক. সম্বন্ধ পদে ‘র’ বা ‘এর’ বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে।
যথা: আমি + র = আমার (ভাই), খালিদ + এর = খালিদের (বই)।
- খ. সময়বাচক অর্থে সম্বন্ধ পদে কার > কের বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা— আজি + কার = আজিকার > আজকের (কাগজ)। পূর্বে + কার = পূর্বকার (ঘটনা)। কালি + কার = কালিকার > কালকার > কালকের (ছেলে)।

কিন্তু ‘কাল’ শব্দের পরে শুধু ‘এর’ বিভক্তিই যুক্ত হয়। যেমন : কাল + এর = কালের। বাক্য : সে কত কালের কথা।

সম্বন্ধ পদের প্রকারভেদ

সম্বন্ধ পদ বহু প্রকারের হতে পারে। যেমন-

- ❖❖ অধিকার সম্বন্ধ : রাজার রাজ্য, প্রজার জমি।
- ❖❖ জন্ম-জনক সম্বন্ধ : গাছের ফল, পুকুরের মাছ।
- ❖❖ কার্যকরণ সম্বন্ধ : অগ্নির উত্তাপ, রোগের কষ্ট।
- ❖❖ উপাদান সম্বন্ধ : রূপার থালা, সোনার বাটি।
- ❖❖ গুণ সম্বন্ধ : মধুর মিষ্টতা, নিমের তিক্ততা।
- ❖❖ হেতু সম্বন্ধ : ধনের অহংকার, রূপের দেমাগ।
- ❖❖ ব্যাপ্তি সম্বন্ধ : রোজার ছুটি, শরতের আকাশ।
- ❖❖ ক্রম সম্বন্ধ : পাঁচের পৃষ্ঠা, সাতের ঘর।
- ❖❖ অংশ সম্বন্ধ : হাতির দাঁত, মাথার চুল।
- ❖❖ ব্যবসায় সম্বন্ধ : পাটের গুদাম, আদার ব্যাপারি।
- ❖❖ ভগ্নাংশ স্বম্বন্ধ : একের তিন, সাতের পাঁচ।
- ❖❖ কৃতি সম্বন্ধ : নজরুলের ‘অগ্নিবীণা’ মাইকেলের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’।
- ❖❖ আধার-আধেয় : বাটির দুধ, শিশির ওষুধ।
- ❖❖ অভিদ সম্বন্ধ : জ্ঞানের আলোক, দুঃখের দহন।
- ❖❖ উপমান-উপমেয় সম্বন্ধ : সবার সেরা, সবার ছোট।
- ❖❖ কারক সম্বন্ধ : ০১. কর্তৃ সম্বন্ধ - রাজার হুকুম।
০২. কর্ম সম্বন্ধ : প্রভুর সেবা, সাধুর দর্শন।
০৩. করণ সম্বন্ধ : চোখের দেখা, হাতের লাঠি।
০৪. অপাদান সম্বন্ধ : বাঘের ভয়, বৃষ্টির পানি।
০৫. অধিকরণ সম্বন্ধ : ক্ষেতের ধান, দেশের লোক।

সম্বোধন পদ

‘সম্বোধন’ শব্দটির অর্থ আহ্বান। যাকে আহ্বান করে কিছু বলা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন- ওহে মাঝি, আমাকে পার করো। সুমন, এখানে এসো।

জ্ঞাতব্য : সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ। কিন্তু বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না বলে সম্বোধন পদ কারক নয়।

০১. অনেক সময় সম্বোধন পদের পূর্বে ওগো, ওরে, ওগো, অয়ি প্রভৃতি অব্যয়বাচক শব্দ বসে সম্বোধনের সূচনা করে। যেমন- ‘ওগো, তোরা জয়ধ্বনি কর।’ ‘ওরে, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।’ ‘অয়ি নিরমল উষা, কে তোমাকে নিরমিল?’
০২. অনেক সময় সম্বন্ধসূচক অব্যয়টি কেবল সম্বোধন পদের কাজ করে থাকে।
০৩. সম্বোধন পদের পরে অনেক বিস্ময়সূচক চিহ্ন দেওয়া হয়। এই ধরনের বিস্ময়সূচক চিহ্নকে সম্বোধন চিহ্ন বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন চিহ্ন স্থানে কমা (,) চিহ্নের প্রয়োগই বেশি হয়। যেমন- ওরে খোকা, যাবার সময়ে একটা কথা শুনে যাস।

বাক্য

বাক্য শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কথ্য বা কথিত বিষয়। যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি বক্তার কোন মনোভাবকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তাকে বাক্য বলে।

বাক্যের মৌলিক উপাদান শব্দ।

ভাষার মূল উপকরণ বাক্য।

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. ‘মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে’- বাক্যটিকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করলে হয়- [৩৬তম বিসিএস]
ক. মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ করে
খ. মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে না
গ. মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না
ঘ. মিথ্যাবাদীকে কেউ অপছন্দ করে না উত্তর : গ
০২. কোনটি বাক্যের বৈশিষ্ট্য নয়? [৩৫তম বিসিএস]
ক. যোগ্যতা
খ. আকাঙ্ক্ষা
গ. আসক্তি
ঘ. আসত্তি উত্তর : গ
০৩. ‘তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা
সখিনা বিবির কপাল ভাঙল।’- এটি কোন ধরনের বাক্য?
[৩৩তম বিসিএস]
ক. সরল বাক্য
খ. মিশ্র বা জটিল
গ. সরল বাক্য
ঘ. সংযুক্তি উত্তর : খ
০৪. ‘মা ছিল না বলে কেউ তার চুল বেঁধে দেয়নি।’ এটি একটি-
[৩২তম বিসিএস]
ক. জটিল বাক্য
খ. যৌগিক বাক্য
গ. সরল বাক্য
ঘ. মিশ্র বাক্য উত্তর : গ

০৫. বাক্যের গুণ কি কি? [২৯তম বিসিএস]

- ক. আকংখা, আসক্তি ও বিধেয়
খ. আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও যোগ্যতা
গ. যোগ্যতা, উদ্দেশ্য ও বিধেয়
ঘ. কোনটিই নয়

উত্তর : খ

০৬. 'যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।' - এটি কোন জাতীয় বাক্য? [২৬তম বিসিএস]

- ক. সরল বাক্য
খ. যৌগিক বাক্য
গ. মৌলিক বাক্য
ঘ. মিশ্র বাক্য

উত্তর : ঘ

০৭. 'যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে।' কোন ধরনের বাক্য? [২৫তম বিসিএস]

- ক. সরল
খ. জটিল
গ. যৌগিক
ঘ. অনুজ্ঞামূলক

উত্তর : খ

০৮. 'তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে?'-এই বাক্যে 'না' এর ব্যবহার কী অর্থে? [২৪তম বিসিএস]

- ক. না-বাচক
খ. হ্যাঁ-বাচক
গ. প্রশ্নবোধক
ঘ. বিশ্বাসসূচক

উত্তর : খ

০৯. 'তাঁর বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি'-এটি কোন ধরনের বাক্য? [১৮তম বিসিএস]

- ক. যৌগিক বাক্য
খ. সাধারণ বাক্য
গ. মিশ্র বাক্য
ঘ. সরল বাক্য

উত্তর : ক

১০. 'হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন একজন আদর্শ মানব।' বাক্যটি নিম্নোক্ত কোন শ্রেণির— [১৭তম বিসিএস]

- ক. মিশ্র
খ. জটিল
গ. যৌগিক
ঘ. সরল

উত্তর : ঘ

১১. যৌগিক বাক্যের অন্যতম গুণ কি? [১৪তম বিসিএস]

- ক. একটি জটিল ও একটি সরল বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন।
খ. একটি সংযুক্ত ও একটি বিযুক্ত বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন।
গ. দুটি সরল বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন।
ঘ. দুটি মিশ্র বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন

উত্তর : গ

এক বা একাধিক পদের দ্বারা যখন বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাকে বাক্য বলে। যেমন :

লেখ।

আমি খাই।

কাজী সব্যসাচী বই পড়েন।

বাক্যের পদগুলোর মধ্যে পারস্পরিক একটি সম্পর্ক বা অর্থ থাকতে হয়, যার কারণে বক্তার মনোভাব বা বক্তব্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

লক্ষ্য কর :

গিয়ে পুকুরে বড় ধরেছি একটা মাছ

খাঁ খাঁ অপু যাওয়ায় চলে করেছে বাড়িটা।

বাক্য দুটিতে বক্তার মনোভাব পরিষ্কার নয়। কেননা, পদগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অর্থ নেই। পদগুলো সুবিন্যস্ত নয়। তাই এগুলোকে বাক্য বলা যায় না। বাক্য হতে হলে পদগুলো সুবিন্যস্তভাবে সাজাতে হবে। যেমন :

পুকুরে গিয়ে বড় একটা মাছ ধরেছি

অপু চলে যাওয়ায় বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে।

ভাষার মৌলিক উপাদান : শব্দ। ভাষার মূল উপকরণ : বাক্য।

৪ ভাষার বিচারে বাক্যের তিনটা গুণ থাকা চাই।

০১. আকাঙ্ক্ষা	০২. আসক্তি	০৩. যোগ্যতা
---------------	------------	-------------

০১. আকাঙ্ক্ষা : বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা। নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুন-

যদি 'চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে' - এটুকু বলেই বাক্যটি সমাপ্ত করা হয়, সেক্ষেত্রে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে না, আরও কিছু ইচ্ছা থাকে। যদি বলা হয় : চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। এখানে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

০২. আসক্তি : মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়। বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসক্তি। নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুন -

কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত। - এখানে পদবিন্যাস সুশৃঙ্খলভাবে না হওয়ায় অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয়নি। তাই এটি একটি বাক্য হয়নি। যদি বলা হয় : 'কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে'। বাক্যটি আসক্তিসম্পন্ন হয়।

০৩. যোগ্যতা : বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মেলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। নিচের উদাহরণ দেখুন-

ক. বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়
খ. বর্ষার রৌদ্রে প্লাবনের সৃষ্টি হয়।
ক নং বাক্যটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, বৃষ্টিতে প্লাবন হয়। তবে খ নং বাক্যটি যোগ্যতাসম্পন্ন নয়। কারণ, রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করতে পারে না।

৪ শব্দের যোগ্যতার সাথে জড়িত-

০১. রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা	০২. দুর্বোধ্যতা
০৩. উপমার ভুল প্রয়োগ	০৪. বাহুল্য-দোষ
০৫. বাগধারার শব্দ পরিবর্তন	০৬. গুরুচণ্ডালী দোষ

০১. রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা : প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থে শব্দ সর্বদা ব্যবহৃত হয়। যোগ্যতার দিক থেকে রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন-

শব্দ	রীতিসিদ্ধ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রকৃতি + প্রত্যয়জাত অর্থ
বাধিত	অনুগৃহীত বা কৃতজ্ঞ	বাধ + ইত	বাধাপ্রাপ্ত
তৈল	তিল জাতীয়	তিল + ষ	তিলজাত স্নেহ পদার্থ, বিশেষ কোন শস্যের রস

০২. দুর্বোধ্যতা : অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়। যেমন : তুমি আমার সাথে প্রপঞ্চ করেছেো। (চাডুরী বা মায়া অর্থে, কিন্তু বাংলা 'প্রপঞ্চ' শব্দটি অপ্রচলিত)।

০৩. উপমার ভুল প্রয়োগ : ঠিকভাবে উপমা অলংকার ব্যবহার না করলে যোগ্যতার হানি ঘটে। যেমন : আমার হৃদয় -মন্দিরে

আশার বীজ উগ্ধ হলো। বীজ ক্ষেতে বপন করা হয়, মন্দিরে নয়। কাজেই বাক্যটি হওয়া উচিত : আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে আশার বীজ উগ্ধ হলো।

০৪. **বাহুল্য-দোষ** : প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতাগুণ হারিয়ে থাকে। যেমন : দেশের সব আলেমগণই এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করেন। ‘আলেমগণ’ বহু বচনবাচক শব্দ। এর সঙ্গে ‘সব’ শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার বাহুল্য দোষ সৃষ্টি করেছে।

০৫. **বাগধারার শব্দ পরিবর্তন** : বাগধারা ভাষাবিশেষের ঐতিহ্য। এর যথেষ্ট পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন: ‘অরণ্যে রোদন’ (অর্থ : নিষ্ফল আবেদন) এর পরিবর্তে যদি বলা হয় ‘বনে ক্রন্দন’, তবে বাগধারাটি তার যোগ্যতা হারাবে।

০৬. **গুরুচণ্ডালী দোষ** : তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো কখনো গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুই শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। নিচের উদাহরণসমূহ লক্ষ্য করুন :

গরুর গাড়ি শব্দদাহ	প্রভৃতি স্থলে যদি বসানো হয় →	গরুর শকট শব্দপোড়া	প্রভৃতির ব্যবহার গুরুচণ্ডালী দোষ
মড়াপোড়া		মড়াদাহ	

৪ বাক্যের প্রকারভেদ : ৩ প্রকার।

০১. সরল বাক্য	০২. জটিল বা মিশ্র বাক্য	০৩. যৌগিক বাক্য
---------------	-------------------------	-----------------

০১. **সরল বাক্য** : যে বাক্যে একটিমাত্র ক্রিয়া (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যথা : পুকুরে পদ্মফুল জন্মে। এখানে ‘পদ্মফুল’ উদ্দেশ্য এবং ‘জন্মে’ বিধেয়। এ রকম কিছু উদাহরণ :

- বৃষ্টি হচ্ছে
- তোমরা বাড়ি যাও
- স্নেহময়ী জননী (উদ্দেশ্য) স্বীয় সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন।

◆ **সরল বাক্য চেনার উপায়** :

○ একটি সরল বাক্যে একটি বা একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে, তবে সমাপিকা ক্রিয়া একটিই থাকবে। যেমন:

- ক. কেহ কহিয়া না দিলেও (অসমাপিকা ক্রিয়া) তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে (সমাপিকা ক্রিয়া)।
- খ. তিনি উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন শেষে (অসমাপিকা ক্রিয়া) চাকরি পেলে (অসমাপিকা ক্রিয়া) দেশে ফিরে আসবেন (সমাপিকা ক্রিয়া)।
- গ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত।

○ সরল বাক্যের ভেতরে কোন খণ্ডবাক্য বা একাধিক পূর্ণবাক্য থাকে না। যেমন :

- ক. চেহারা নিম্প্রভ হলেও তার মুখাবয়বে একটা পরিতৃপ্তির আভা ছিল। (সরল)

খ. যদিও চেহারা নিম্প্রভ তবু তার মুখাবয়বে একটা পরিতৃপ্তির আভা ছিল। (জটিল)

গ. চেহারা নিম্প্রভ, কিন্তু তার মুখাবয়বে একটা পরিতৃপ্তির আভা ছিল। (যৌগিক)

০২. জটিল বা মিশ্র বাক্য (Complex Sentence)

যে বাক্যে একটি স্বাধীন বাক্য (প্রধান খণ্ডবাক্যের) এবং এক বা একাধিক আশ্রিত খণ্ডবাক্য বাক্য পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যথা :

আশ্রিত খণ্ডবাক্য প্রধান খণ্ডবাক্য বা স্বাধীন বাক্য

- ১. যে পরিশ্রম করে, সে-ই সুখ লাভ করে
- ২. সে যে অপরাধ করেছে, তা মুখ দেখেই বুঝেছি
- ৩. যিনি পরের উপকার করেন, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে।

◆ **জটিল বা মিশ্র বাক্য চেনার উপায়** :

○ জটিল বা মিশ্র বাক্যে একাধিক খণ্ডবাক্য থাকে। এদের মধ্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য থাকে এবং অন্যগুলো সেই বাক্যের উপর নির্ভর করে। যেমন :

- ক. যেমন কর্ম করবে, তেমন ফল পাবে।
- খ. যদি টাকা দাও, তাহলে তুমি মুক্তি পাবে।
- গ. যেহেতু সে নামজাদা শিশুর শিষ্য, সুতরাং মন্ত লোক।
- ঘ. যত পড়বে, তত শিখবে, তত ভুলবে।

○ অধিকাংশ জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি খণ্ডবাক্যের পর কমা (,) থাকে।

- ক. যাদের জীবনে আগে দুঃখ আসে, তাদের পরে সুখ আসে।
- খ. যিনি পরের উপকার করেন, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে।

○ বাক্যের শুরুতে দৃশ্যমান ও উহ্য বাংলা বর্ণ ‘য’ এর উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া যায়।

- ক. যদিও সে পণ্ডিত, তথাপি সে বিনয়ী নয়।
- খ. আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে।
- গ. তুমি যা বললে, তা অসত্য।

৪ **আশ্রিত খণ্ডবাক্য**

বিশেষ্য স্থানীয়	বিশেষণ স্থানীয়	ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয়
------------------	-----------------	-------------------------

◆ **বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Noun Clause)**

যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Subordinate clause) প্রধান খণ্ডবাক্যের যে কোনো পদের আশ্রিত থেকে বিশেষ্যের কাজ করে, তাকে বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যথা :

- আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। (ক্রিয়ার কর্মরূপে বিশেষ্য স্থানীয় খণ্ডবাক্য)
- ব্যাপারটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে ফল ভালো হবে না।

◆ **বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Adjective Clause)**

যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Subordinate clause) প্রধান খণ্ডবাক্যের অন্তর্গত কোন বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ, গুণ এবং অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যথা :

- খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি, আমার দেশের মাটি।
- ‘ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা’।

- 'যে এ সভায় অনুপস্থিত, সে বড় দুর্ভাগ্য'।

- ❖ ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Adverbial Clause) : যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Subordinate clause) ক্রিয়াপদের স্থান, কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাকে ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যথা :
- 'যতই করিবে দান, ততই যাবে বেড়'।
 - 'তুমি আসবে বলে, আমি অপেক্ষা করছি'।
 - 'যেখানে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে, সেখানেই দিনচক্রবাল'।

০৩. যৌগিক বাক্য (Compound Sentence)

পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন: নেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু, কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।

- লোকটি ধনী কিন্তু কৃপণ
- তাঁর টাকা আছে কিন্তু তিনি দান করেন না।
- বিপদ এবং দুঃখ একই সাথে আসে।
- এতক্ষণ অপেক্ষা করলাম কিন্তু গাড়ি পেলাম না।

৪ যৌগিক বাক্য চেনার উপায় :

- যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো এবং, ও, কিন্তু, তাই, তাহলে, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি, প্রভৃতি অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত বা সমন্বিত থাকে। যেমন:

- ক. বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ।
খ. উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হবো না।

বাগধারা

০১. শরতের শিশির—বাগধারাটির অর্থ কী? (৪০তম বিসিএস)

- ক. সুসময়ের বন্ধু খ. সুসময়ের সঞ্চয়
গ. শরতের শোভা ঘ. শরতের শিউলি ফুল **উ—ক**

ব্যাখ্যা : শরতের শিশির— সুসময়ের বন্ধু। এছাড়াও দুধের মাছি বাগধারার অর্থ সুসময়ের বন্ধু।

০২. শিব রাত্রির সলতে— বাগধারাটির অর্থ কী? (৪০তম বিসিএস)

- ক. শিবরাত্রির আলো খ. একমাত্র সঞ্চয়
গ. একমাত্র সন্তান ঘ. শিবরাত্রির গুরুত্ব **উ—গ**

ব্যাখ্যা : শিব রাত্রির সলতে— বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান বা জীবিত বংশধর।

আ

অকাল কুম্বাণ্ড	অপদার্থ, অকেজো
অকালে বাদলা	অপ্রত্যাশিত বাধা

অক্লা পাওয়া	মারা যাওয়া
আক্কেল সেলামি	বোকামির, নির্বুদ্ধির দণ্ড/শাস্তি
অগন্ত যাত্রা	চিরদিনের জন্য প্রস্থান
অগাধ জলের মাছ	সুচতুর ব্যক্তি
অর্ধচন্দ্র	গলা ধাক্কা
অধিক সন্ধ্যাসীতে গাঁজন নষ্ট	অনাবশ্যকভাবে অতিরিক্ত লোকের দ্বারা কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে না হয়ে তা বরবাদ হয়ে যায়।
অন্ধের যষ্টি, অন্ধের নড়ি	একমাত্র অবলম্বন
অন্ধের হাতি দেখা	অংশবিশেষ পর্যালোচনা করে সম্পূর্ণ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা
অগ্নিশর্মা	নিরতিশয় ঐক্য
আগডুম-বাগডুম	অনাবশ্যক বকবক করা/ অর্থহীন কথা
অগ্নিপরীক্ষা	কঠিন পরীক্ষা
অথৈ জলে পড়া	দিশেহারা হয়ে পড়া
অন্ধকারে ঢিল মারা	আন্দাজে কাজ করা
অন্ধকার দেখা	দিশেহারা হওয়া, হতবুদ্ধি হওয়া
অকুল পাথার	ভীষণ বিপদ
অজগর বৃষ্টি	আলসেমি
অজার যুদ্ধে আঁটুনি সার	লঘু ফলাফলযুক্ত আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন
অনুরোধে টেকি গেলা	অনুরোধে দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে সম্মতি জ্ঞাপন
অদৃষ্টের পরিহাস	ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা
অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী	সামান্য বিদ্যার অহংকার
অনধিকার চর্চা	সীমার বাইরে পদক্ষেপ
অরণ্যে রোদন	নিষ্ফল আবেদন
অহিনকুল সম্বন্ধ	ভীষণ শত্রুতা
অন্ধকার দেখা	দিশেহারা হয়ে পড়া
অমাবস্যার চাঁদ	দুর্লভ বস্তু
অস্তর টিপুনি	মর্মপীড়াদায়ক/গোপন ব্যাথা
অলক্ষীর দশা	দারিদ্র্য, শ্রীহীনতা
অতি দর্পে হত লক্ষা	সৎকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি অন্যের কৌশলে ভোগান্তির শিকার হয়
অতি মন্থনে বিষ ওঠে	একটি বিষয় নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত আলোড়ন ক্ষতিকারক হয়
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট	মাত্রাতিরিক্ত লোভে ক্ষতির সম্ভবনা বেড়ে যায়
অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী	যে বিদ্যার প্রয়োগ সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে

আ

আহলাদে আটখানা	অতি খুশি হওয়া
আড়িপাতা	লুকিয়ে লুকিয়ে কারো কথা শোনা
অক্ষরে অক্ষরে	পরিপূর্ণভাবে/সম্পূর্ণভাবে
আকাশ কুসুম	অবাস্তব কল্পনা
আকাশ-পাতাল	প্রচুর ব্যবধান
আকাশ ভেঙ্গে পড়া	ভীষণ বিপদে পড়া
আক্কেল সেলামি	নির্বুদ্ধিতার দণ্ড

আক্কেল দাঁত উঠা	বুদ্ধির পরিপক্বতা আসা
আঙুল ফুলে কলাগাছ	হঠাৎ বড়লোক
আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া	দুর্লভ বস্তু প্রাপ্তি
আঙুনে ঘি ঢালা	রাগ বাড়ানো
আঁতে ঘা লাগা	মনে কষ্ট পাওয়া
আদায় কাঁচকলায়	শত্রুতা
আদার ব্যাপারী	সামান্য বিষয়ে ব্যাপৃত ব্যক্তি
আদা জল খেয়ে লাগা	প্রাণপণ চেষ্টা করা
আদিখ্যেতা	ন্যাকামি
আক্কেল গুড়ম	হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত
আপন পায়ে কুড়াল মারা	নিজেই নিজের সর্বনাশ করা
আমড়া গাছের টেঁকি	অপদার্থ
আমতা আমতা করা	ইতস্তত করা, দ্বিধা করা
আটকপালে	হতভাগ্য
আঠার মাসে বছর	দীর্ঘসূত্রিতা
আলালের ঘরের দুলাল	অতি আদরে বড় লোকের নষ্ট পুত্র
আকাশে তোলা	অতিরিক্ত প্রশংসা করা
আষাঢ়ে গল্প	আজগুবি কেচ্ছা

ই

ইঁদুর কপালে	নিতান্ত মন্দ ভাগ্য
ইঁচড়ে পাকা	অকালপক্ব
ইতর বিশেষ	নিচু মনের ব্যক্তি, বদমেজাজী
ঈদের চাঁদ	অতি প্রত্যাশিত জিনিস
ইলশে গুড়ি	গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হওয়া

ঈ

উত্তম মধ্যম	প্রহার, পিটুনি
উড়নচণ্ডী	অমিতব্যয়ী
উভয় সংকট	শাখের করাত
উলুবনে মুক্ত ছড়ানো	অস্থানে মূল্যবান দ্রব্য প্রদান
উড়োচিঠি	বেনামি পত্র
উড়ে এসে জুড়ে বসা	অনধিকারীর অধিকার
উনপাজরে	হতভাগ্য
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে	নিজের দোষ অন্যের উপর চাপানো
উজানের কৈ	সহজলভ্য, সুবিধাভোগী ব্যক্তি
উঠে পড়ে লাগা	বিশেষভাবে কাজের চেষ্টা করা
উনিশ-বিশ	সামান্য পার্থক্য

উ

উনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামি
উনকোটি চৌষটি	প্রায় অসম্পূর্ণ

এ

একক্ষুরে মাথা মুড়ানো	একই স্বভাবের
একচোখা	পক্ষপাতিত্ব, পক্ষপাতদুষ্ট
এক মাঘে শীত যায় না	বিপদ একবারই আসে না

এলোপাতাড়ি	বিশৃঙ্খলা
এসপার ওসপার	মীমাংসা
একাদশে বৃহস্পতি	সৌভাগ্যের বিষয়
এলাহি কাণ্ড	বিরটি আয়োজন
এক কথার মানুষ	নিজের অবস্থানে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তি

ও-ও

ওঁৎ পেতে থাকা	সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকা
ওষুধ পড়া	প্রভাব পড়া/কাজে লাগা
ওষুধে ধরা	সক্রিয় হওয়া
ওবার ব্যাটা বনগরু	পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র

ক

ক-অক্ষর গোমাংস	অশিক্ষিত ব্যক্তি
কথা চালা	ঘটনা বলে বেড়ানো, রটনা করা
কথা দেয়া	প্রতিশ্রুতি দেয়া
কান পাতলা	যে সব কথায় বিশ্বাস করে
কপালে হাত দেয়া	ভাগ্যের দোহাই দেয়া
কলির সন্ধা	দুঃখের সূচনা/শুরু
কলুর বলদ	একটানা খাটুনি
কলির সন্ধ্যা	দুর্দিনের, দুঃখের শুরু হওয়া
কপাল ফেরা	সৌভাগ্য লাভ
কেতাদুরস্ত	পরিপাটি
কত ধানে কত চাল	হিসাব করে চলা
কড়ায় গণ্ডায়	সম্পূর্ণ, পুরোপুরি
কংস মামা	নির্মম/নির্দয় আত্মীয়
কাক ভূষণ্ডির	সম্পূর্ণ ভেজা
কাকনিদ্রা	অগভীর সতক নিদ্রা
কান খাড়া করা	মনোযোগী হওয়া
কানে ভুলো দেয়া	গুরুত্ব না দেয়া
কান কাটা	নির্লজ্জ/বেহায়া
কান ভারী করা	কুপরামর্শ দেয়া
কানে তোলা	কোন কিছু উপস্থাপন করা
কাঁচা পয়সা	নগদ উপার্জন
কচুবনের কালাচাঁদ	অপদার্থ
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা	শত্রুকে দিয়ে শত্রু ঘায়েল করা
কাঁঠালের আমসত্ত্ব	অসম্ভব বস্তু
কুপমণ্ডুক	ঘরকুনো, সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন
কেতাদুরস্ত	পরিপাটি
কাঠের পুতুল	নিজীব, অসার
কথায় চিড়ে ভেজা	ফাঁকা বুলিতে কার্যসাধন
কাছা ঢিলা	অসাবধান
কোলে পিঠে মানুষ করা	লালন পালন করা
কিল খেয়ে কিল চুরি	অপমান সহ্য করে নীরব থাকা
কাকতালীয় ব্যাপার	পরস্পর সম্পর্কহীন অথচ হঠাৎ একসঙ্গে ঘটা
কালনেমির লঙ্কাভাগ	মাত্রাতিরিক্ত আশা করে নিরাশ হওয়া

কুলকাঠের আগুন	তীব্র জ্বালা
কুরুক্ষেত্রের কাণ্ড	ভীষণ বাগড়াঝাটি, তুমুল কাণ্ড বা যুদ্ধ
কেঁচো খুঁড়তে সাপ	সামান্য থেকে অসামান্য পরিস্থিতি
কেউকাটা	সামান্য
কেঁচো গুপ্তস	পুনরায় আরম্ভ
কৈ মাছের প্রাণ	যা সহজে মরে না
কুলে কালি দেয়া	বংশে কলঙ্ক লাগানো
কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো	অসম্ভবকে সম্ভব করা
কাঠের পুতুল	অসার/নির্জীব
কুম্ভকর্ণের ঘুম	সাংঘাতিক ঘুম কাতুরে

৫২

খয়ের খাঁ	চাটুকার, স্তবক, মোসাহেব
খণ্ড প্রলয়	তুমুল কাণ্ড, ভীষণ ব্যাপার
খোদার খাসি	ভাবনা চিন্তাহীন
খাবি খাওয়া	বিপদে ছটফট, হা-হুতাশ করা
খর দজ্জাল	প্রচণ্ড অত্যাচারী এবং অনিষ্টকারী দুষ্ট মানুষ
খাঞ্জা খাঁ	নবাবী চালচলন ও চালবাজ মানুষ

৫৩

গজ কচ্ছপের লড়াই	প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা
গজকপিখবৎ	অন্তঃসারশূন্য
গড্ডলিকা প্রবাহ	অন্ধ অনুকরণ
গদাই লক্ষ্মির চাল	অতি ধীর গতি, আলসেমি
গণেশ উল্টানো	উঠে যাওয়া, ফেল মারা
গলগ্রহ	পরের বোঝাধরূপ থাকা
গায়ে মাথা	গুরুত্ব দেয়া
গোঁয়ার গোবিন্দ	নির্বোধ অথচ হঠকারী, কাণ্ডকারখান
গায়ে জ্বর আসা	গুরুত্ব দেয়া
গায়ে হাত তোলা	গ্রহণ করা, গায়ে আঘাত করা
গুড়িবালি	আশায় নৈরাশ্য
গোল্লায় যাওয়া	নষ্ট হওয়া, অধঃপাতে যাওয়া
গলাগলি করা	ঘনিষ্ঠভাবে
গোঁয়ো যোগী ভিখ পায় না	নিজ দেশে গুণীর কদর নাই
গোবর গণেশ	মূর্খ
গোকুলের ষাঁড়	দেয়াজাতীয় ব্যক্তি, বৈদ্যনাথের ঐর্ড়ে
গাছ-পাখার	হিসাব-নিকাশ
গভীর জলের মাছ	সূচতুর ব্যক্তি, যার অনেক বুদ্ধি
গাছে তুলে মই কাড়া	আশা নিয়ে আশ্বাস ভঙ্গ করা
গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো	কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করা
গোঁফ খেজুরে	নিতান্ত অলস
গোড়ায় গলদ	গুরুত্ব ভুল
গুড়ে বালি	আশায় নৈরাশ্য
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল	পাওয়ার আগেই ভোগের হিসাব
গোবরে পদ্মফুল	নিচু বংশের মহৎ ব্যক্তি
গা ঢাকা দেয়া	লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ানো
গরু মেরে জুতা দান	বড় ধরণের ক্ষতি করে সামান্য পূরণ
গন্ধমাদন বয়ে আনা	মোটা বুদ্ধির ব্যক্তি

গৌরচন্দ্রিকা	ভূমিক, মূল গীতের পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা
--------------	--

৫৪

ঘর ভাঙানো	সংসার বিনষ্ট করা
ঘটিরাম	অযোগ্য, অপদার্থ, অকর্মণ্য
ঘরের শত্রু বিভীষণ	যে গৃহ বিবাদ করে
ঘাটের মড়া	অতি বৃদ্ধ
ঘোড়ারোগ	সাধারণ অতিরিক্ত সাধ
ঘরভেদী বিভীষণ, ঘরসন্ধানী বিভীষণ	ঘরের খবর পরকে জানিয়ে সংসারে অমঙ্গল টানা ব্যক্তি
ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে	স্বশ্রেণির দুঃখ দেখে আনন্দ পাওয়া
ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া	মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা
ঘোড়ার ডিম	অলীক বস্তু, অপদার্থ
ঘুঘু চড়ানো	সর্বনাশ করা
ঘোড়ার ঘাস কাটা	অকাজ করা

৫৫

চাঁদের হাট	আনন্দের প্রাচুর্য
চিনির বলদ	ভারবাহী তবে ফল লাভের অংশীদার নয়
চিনির পুতুল	পরিশ্রম কাতর, অলস
চক্ষুদান করা	চুরি করা
চিত্রগুপ্তের খাতা	নির্ভুল হিসেবের খাতা
চোখের বালি	চক্ষুশূল, অপ্রিয় ব্যক্তি
চোখের পর্দা	লজ্জা
চাচা আপন প্রাণ বাঁচা	আত্মসচেতন, স্বার্থপর
চেনা বামনের পৈতা লাগে না	আসল জ্ঞানীর বাহ্য পরিচয়ের প্রয়োজন পড়ে না।
চোখে অন্ধকার দেখা	দিশেহারা হওয়া, নিরাশ হওয়া
চোখে সরষে ফুল দেখা	হতবুদ্ধি হওয়া, দিশেহারা হওয়া
চুনকালি দেয়া	কলঙ্ক লেপন করা
চোখ পাকানো	রাগ হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া
চোখ কপালে তুলা	আশ্চর্যান্বিত হওয়া, বিস্মিত হওয়া
চোখের নেশা	কোন কিছুই মোহ লোভ
চোখের মাথা খাওয়া	অন্ধ, কানা
চোরে চোরে মাসতুতো ভাই	অন্যায়কারীর পক্ষ অবলম্বন করে অন্যায় কাজের সহযোগী

৫৬

ছকড়া নকড়া	সস্তা দর, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা
ছা-পোষা	অত্যন্ত গরীব, পোষ্যভারাক্রান্ত
ছাইচাপা আগুন	বদ মেজাজ
ছাই ফেলতে ভাস্কর কুলো	গুরুত্বহীন ব্যক্তিই শেষ ভরসা
ছিনিমিনি খেলা	নষ্ট করা
ছেলের হাতের মোয়া	সহজলভ্য বস্তু
ছুঁছো মেরে হাত গন্ধ	দুর্বল কে মেরে ক্ষমতা দেখানো
ছারখার হওয়া	বিনাশ, ধ্বংস হওয়া
ছেঁড়া চুলে খোপা বাঁধা	বৃথা চেষ্টা করা

জগাখিচুড়ি পাকানো	গোলমাল বাধানো
জিলাপির প্যাঁচ	কুটিলতা
জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ	উভয় সংকট
জাহান্নামে যাওয়া	নষ্ট হওয়া, গোল্লায় যাওয়া
জগদল পাথর	গুরু দায়িত্ব, ভার
জলাঞ্জলি দেয়া	বিসর্জন দেয়া
জড়ভরত	নিষ্ক্রিয়, নিরুদ্যম ও অত্যন্ত বোকার মত চলাফেরা করা ব্যক্তি

ঝাঁকের কৈ	একেই দলভুক্ত/দলের লোক
ঝোপ বুঝে কোপ মারা	সুযোগ মতো কাজ করা
ঝোপ বুঝে কোপ মারা	অবস্থা বুঝে সুযোগ নেয়া
ঝিকে মেরে বৌ কে শেখানো	ঈশারায় শিক্ষা দেয়া

টনক নড়া	চৈতন্যদায় হওয়া, বুঝে ওঠা
টাকাভ্রাশ্য	দীর্ঘ আলোচনা করা
টাকার ক্রমির	সম্পদশালী, বিত্তবান
টম্মে শ্রেষ্ঠান্য	ধীরগতি, মৃদুগতি
টাকার গরম	অর্থের অহংকার
টঙ্কর দেয়া	পাল্লা দেয়া/প্রতিযোগিতা করা

ঠাট বজায় রাখায় রাখা	অভাব চাপা রাখা
ঠোটকাটা	বেহায়া
ঠুটো জগল্লাথ	শক্তিমান বলে বিবেচিত হলেও উদ্যোগহীন অক্ষম ব্যক্তি
ঠেলার নাম বাবাজি	চাপে পড়ে কার হওয়া, নতি স্বীকার করা
ঠগ বাজতে গা উজাড়	ভালো মানুষের অভাব

ঢাক ঢাক গুড় গুড়	গোপন রাখার চেষ্টা
ঢাকের কাঠি	মোসাহেব
ঢাকের বায়া	যার কোন মূল্য নাই
ঢাক পেটানো	সর্বপ্রকার প্রচার করা
ঢেকির কচকচি	শোরগোল/কলহ
ডুমুরের ফুল	অমাবস্যার চাঁদ

ডুবে ডুবে পানি খাওয়া	আড়ালে কুকাজ করা
ডুমুরের ফুল	বিরল বস্তু
ডান হাতের ব্যাপার	ভোজন করা, আহার করা
ডামাডোল পাকানো	গোলযোগ
ঢাল নাই তলোয়ার নাই	নিজের অযোগ্যতাকে কৌশলে
নিধিরাম সর্দার	কথার মারপ্যাঁচে ঢাকা

তার ঠোকা	সর্ব উক্তি
তালকানা	বেতাল হওয়া
তাসের ঘর	ক্ষণস্থায়ী বস্তু
তামার বিষ	অর্থের কু প্রভাব
তুলসী বনের বাঘ	ভণ্ড
তেলেও কম ভাজাও মুচমুচে	অল্প উপকরণে ভাল ব্যবস্থা
তোলা হাড়ি	গম্ভীর
তিল কে তাল করা	ছোট কে বড় বানানো
তীরের কাক	সুযোগের প্রতিক্ষায় থাকা
তুর্কি নাচন	নাজেহাল অবস্থা, পরিস্থিতি
ত্রিশঙ্কু অবস্থা	উভয় সঙ্কটে পড়ে অনিশ্চিত অবস্থায় থাকা

থ বনে যাওয়া	স্বস্তিত হওয়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া
থোর বড়ি খাঁড়া	একঘেয়ে ব্যাপার
খাঁড়া বড়ি থোর	
থানাপুলিশ করা	নালিশ করা, অভিযোগ করা

দা-কুমড়া	অহিনকুল, শত্রুতা
দহরম-মহরম	ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক
দুমুখো সাপ	দুজনকে দূরকম কথা বলে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিকারী
দুধের মাছি	সুসময়ের বন্ধু
দোহাই মানা	নজির দেখানো
দুধে ভাতে থাকা	ঐশ্বর্যে থাকা/প্রাচুর্যে থাকা
দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা	যত্ন করে শত্রু লালনপালন করা
দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার	প্রলয় কাণ্ড, চরম হট্টগোল
দশচক্রে ভগবান ভূত	নানাজনের চক্রান্তে অসম্ভবও সম্ভব হয়
দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ	গোবরে পদ্মফুল
দেবতার বেলা	ক্ষমতাস্বত্ব কিংবা অভিজাত শ্রেণির মানুষ
নীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা	গর্হিত কাজ করলেও অর্থবিত্ত, ক্ষমতার দাপট ও অন্যান্য প্রভাবে তাতে সহজে কেউ কিছু মনে করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ একই রকম কাজ করলে তার বেলায় নেমে আসে শাস্তির ফতোয়া।

ধরাকে সরা জ্ঞান করা	সকলকে তুচ্ছ ভাবা
ধরি মাছ না হুঁই পানি	কৌশলে কার্যোদ্ধার
ধর্মের ষাঁড়	স্বৈচ্ছাচারী ব্যক্তি
ধর্মের কল	সততা
ধর্মের ঢাক আপনি বাজে	পাপ গোপন না থাকা
ধনুর্ভঙ্গ পণ	অতি কঠোর ও সাংঘাতিক পণ
ধনুস্তরি	দেব চিকিৎসক বা অতি সু-চিকিৎসক
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির	অত্যন্ত অধার্মিক ব্যক্তিকে ব্যঙ্গাত্মক ভাবে উপস্থাপন

ধর্মের ষাঁড়	ধর্মের নামে উৎসর্গ করা ষাঁড়
ধান ভানতে শিবের গীত	অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা
ধুমুয়ার কাণ্ড	তুমুল কাণ্ড, প্রচণ্ড কোলাহল

ন

নবীর পুতুল	শ্রমবিমুখ
নদের চাঁদ	অহমিকাপূর্ণ নির্গুণ ব্যক্তি
নয়ছয়	অপচয়
নাটের গুরু	মূল নায়ক
নেই আঁকড়া	একঙয়ে
নিরানব্বইয়ের ধাক্কা	সঞ্চয়ের, জমানোর প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা
নাক সিটকানো	অবজ্ঞা করা
নয় ছয়	অপব্যয়, অপচয় করা
নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল	কিছু না থাকার চেয়ে কিছু থাকা ভাল
নয়ণের মণি	পরম আদরের পাত্র
নিমরাজি	প্রায় রাজি (অর্ধেক)
নরাণাং মাতুলক্রমঃ	যেমন মামা তেমন ভাগ্নে

প

পায়াভারী	অহংকার
পুঁটি মাছের প্রাণ	ক্ষীণ প্রাণ
পোয়াবারো	সৌভাগ্য/সুসময়
পান্তা ভাতে ঘি	অপব্যবহার করা
পগার পার হওয়া	লাফ দেয়া/পলায়ন করা
পাথরে পাঁচ কিল	উন্নত অবস্থা
পেটে খেলে পিঠে সয়	লাভের জন্য কষ্ট সহ্য করা
পুকুর চুরি	বড় ধরনের চুরি
পরশুরামের কুঠার	সর্বসংহারক অস্ত্র
পরের ধনে পোন্দারি	পরের ধনে ধনী কেউ যদি সমাজে উঁচু চাল দেখানো
পাততাড়ি গুটানো	পালিয়ে যাওয়া, চম্পট দেয়া
পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট	অজায়গায় মূল্যবান কিছু রাখলে তা বিনষ্ট হয়
পিপুফিশু	গোঁফ খেজুরে, নিতান্তই অলস
পোয়া বারো	অতিরিক্ত সৌভাগ্য

ফ

ফপার দালালি	অতিরিক্ত চালবাজি
ফোড়ন দেয়া	টিপ্পনী দেয়া
ফোড়ন দেয়া	উকানী দেয়া, কাউকে উত্তেজিত করা
ফাঁদে পা দেয়া	ষড়যন্ত্রে পড়া
ফাঁটা কপাল	মন্দভাগ্য
ফতো নবাব	নবাবী চাল-চলনের সম্বলহীন ব্যক্তি
ফপার দালালি	অযাচিতভাবে গায়ে পড়ে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো
ফেউ লাগা	বাঘের পেছনে লাগা, কারো পেছনে লেগে থেকে তাকে বিরক্ত করা

ব

বক ধার্মিক/বিড়াল তপস্বী	ভণ্ড সাধু
--------------------------	-----------

বাঘের দুধ	দুস্ত্যাপ্য বস্তু
বিড়ালের আড়াই পা	ক্ষণস্থায়ী রগ/বেহায়াপনা
বিনা মেঘে বজ্রপাত	হঠাৎ বিপদ
বানরের গলায় মুক্তার মালা	অপাত্রে মূল্যবান জিনিস প্রদান
বুকের পাটা	সাহস, স্পর্ধা
বইয়ের পোকা	পড়ুয়া
বাজখাঁই আওয়াজ	অত্যন্ত কর্কশ গলার আওয়াজ
বিদুরের খুদ	ভক্তি সহকারে সামান্য বস্তু প্রদত্ত
বিন্দেদুতী, বৃন্দাদুতী	পরস্পরের মধ্যে কথা চালাচালি করা ব্যক্তি

ড

ভরাডুবি	সর্বনাশ
ভূতের বেগার	অযথা শ্রম
ভিজে বেড়াল	কপটচারী
ভূশঙ্কর কাক	দীর্ঘজীবী, বিচক্ষণ
ভানুমতির খেল	ভেলকিবাজি
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ	অপব্যয়, অপচয়
ভুইফোড়	হঠাৎ আগমন, উপস্থিত হওয়া
ভবতি বিজ্ঞতমঃ	গাইতে গাইতে গায়ন, বাজাতে বাজাতে
ক্রমশো জনঃ	বায়ন
ভয়ে ঘি ঢালা	কাজ না করে কাজকে নষ্ট করা
ভাগের মা	ইংরেজিতে বলা হয়- Everybody's business is no business. ভাগাভাগির কাজ প্রায়ই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।
গঙ্গা পায় না	
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা	অবিচল বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা
ভেড়ার পাল	মূর্খের মতো পরের বুদ্ধিতে পরিচালিত ব্যক্তি
ভেড়াকান্ত	ব্যক্তিত্বহীন, স্ত্রীর অনুগত পুরুষ মানুষ

ম

মগের মুলুক	অরাজক দেশ
মগজ দৌড়ানো	বুদ্ধি শোনানো
মণিকাক্ষন যোগ	উপযুক্ত মিলন
মন না মতি	অস্থির মানব মন
মাছের মায়ের পুত্রশোক	কপট বেদনাবোধ
মাছের মা	নির্মম
মিছরির ছুরি	মুখে মধু অন্তরে বিষ
মাছরাঙার কলঙ্ক	অনেক অপরাধীর মধ্যে একজন কে দোষী সাব্যস্ত করা
মশা মারতে কামান দাগা	নিরর্থক ব্যয়, অপব্যয়
মাকাল ফল	অন্তরসারশূন্য
মাটির মানুষ	নিরীহ ব্যক্তি
মাথার দিবি	শপথ করা
মরার উপর খাড়ার ঘা	দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার
মামার বাড়ির আবদার	অন্যায় আবদার, যে আবদার রক্ষা করা কঠিন
মরার সময় মকরধ্বজ	কোনভাবেই যখন কোন ধ্বংসকে ঠেকানো যাচ্ছে না তখন অব্যর্থ হিসেবে আপাত-বিবেচিত কাজ করা

মাছি মারা কেরানি	ভুল-ত্রুটির দিকে খেয়াল না করে হবছ কোন কাজ করা ব্যক্তি
মাৎস্যন্যায় অবস্থা	দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার
মাস্কাতার আমল	অতি প্রাচীন যুগ, সেকলে

য

যজ্ঞের ধন, কুবেরের ধন	কৃপণের কড়ি
যত গর্জে তত বর্ষে না	যা বলে তার চেয়ে কাজ কম/ আষাঢ়ে তর্জন গর্জন সার / যা হওয়ার কথা বাস্তবে তা হয় না
যত দোষ নন্দ ঘোষ	অপরাধী না হওয়া সত্ত্বেও অপরাধের বোঝা বহন করা

র

রাঘব বোয়াল	সর্বগ্রাসী ক্ষমতাসীন ব্যক্তি
রামগরুড়ের ছানা	গোমড়ামুখো লোক
রাবণের চিতা	চির অশান্তি
রাশভারি	গম্ভীর প্রকৃতির
রাজা উজির মারা	লম্বা চওড়া কথা বলা
রাজঘোটক	চমৎকার মিল
রুই-কাতলা	পদস্থ বা নেতৃত্বান্বিত ব্যক্তি
রক্তের টান	স্বজনপ্রীতি
রথ দেখা কলাও বেচা	এক সাথে দুই কাজ সম্পন্ন করা
রুই-কাতলা	নেতৃত্বান্বিত ব্যক্তি
রাহুর দশা, শনির দশা	দুঃসময়

ল

লেফাফা দুরন্ত	বাইরে ঠাট বজায় রেখে চলেন যিনি
লক্কা পায়রা	ফুলবার
লেজে পা পড়া	স্বার্থে আঘাত লাগা
লালবাতি জ্বলা	ধ্বংস হওয়া
লঙ্কাকাণ্ড	ভয়ানক বা তুমুল গোলযোগ
লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন	কোন ধনী ব্যক্তির উপর নির্ভর করে দু'হাতে টাকা ওড়ানো ব্যক্তি

শ

শাঁখের করাত	উভয় সংকট
শাপে বর	অনিষ্টে ইষ্ট লাভ
শরতের শিশির	সুসময়ের বন্ধু-(৪০তম বসিএস)
শিবরাত্রির সলতে	একমাত্র সন্তান/বংশধর-(৪০তম)
শিরে সংক্রান্তি	আসন্ন বিপদ-(৩৭তম বসিএস)
শকুনি মামা	কুচক্রী লোক
শ্রীঘর	জেলখানা
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা	কোন কিছু গোপন করার বৃথা চেষ্টা
শ্যাম রাখি না কুল রাখি	উভয় সংকট
শত্রুর মুখে ছাই	লোকের কুদৃষ্টি এড়ানো
শনির দশা	অতি দুঃসময় বা চরম দুর্দশা
শিখণ্ডী খাড়া করা	ঢালস্বরূপ কাউকে ব্যবহার করে কার্য হাসিল করা

ষ

ষোলআনা	সম্পূর্ণ
ষোলকলা	পরিপূর্ণ
ষণ্ডমার্কী	গোঁয়ার অথচ মূর্খ ব্যক্তি
ষাঁড়ের গোবর	অকেজো বা অকর্মণ্য ব্যক্তি

ষ

সাপে-নেউলে	শত্রুতা
সোনায় সোহাগা	মণি কাঙ্ক্ষন যোগ
সুখের পায়রা	সুসময়ের বন্ধু
সাক্ষী গোপাল	নিষ্ক্রিয় দর্শক
স-সে-মি-রা	বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য
সাত পাঁচ ভাবা	নানান চিন্তা করা
সাতেও না পাঁচেও না	নির্লিপ্ত
সাত খুন মাফ	অত্যধিক প্রশ্রয় দেয়া
সোনার পাথর বাটি	অলীক বস্তু
সরফরাজি চাল	অলস ও অকর্মণ্য অথচ ক্ষমতার দাপট প্রদর্শন
সস্তার তিন অবস্থা	ত্রুটিযুক্ত, ক্ষণস্থায়ী ও অকার্যকর
সাত নকলে আসল খন্ডা	মূল বিষয় অনেকের দ্বারা অনুকরণের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে যাওয়া
সাত সতেরো	অপ্রয়োজনীয় কথা
সপ্তমে চড়া	প্রচণ্ড উত্তেজনা

হ

হাটে হাড়ি ভাঙা	গোপন কথা প্রকাশ করা
হাতটান	চুরির অভ্যাস
হাতে-খড়ি	বিদ্যারম্ভ
হাত-ভারি	কৃপন ব্যক্তি, ব্যয়কুষ্ঠ
হাত ধুয়ে বসা	আশা ত্যাগ করা, দায়িত্ব এড়িয়ে চলা, নিশ্চিতবোধ করা
হাতের পাঁচ	শেষ সম্বল
হাড় হাভাতে	হতভাগা
হালে পানি পাওয়া	সুবিধা করা
হাল বায়না তেড়ে গুতায়	কুকায়ে পটু
হাতটান	চুরির অভ্যাস
হাতের পাঁচ পা দেখা	অহংকারবোধ করা
হাড় জুড়ানো	স্বস্তি, শান্তি লাভ করা
হাত জোড়া থাকা	কর্মব্যস্ত থাকা
হ-য-ব-র-ল	এলোমেলো, বিশৃঙ্খলা
হাটে হাড়ি ভাঙা	গোপন কথা ফাঁস করা
হাড়ে হাড়ে চেনা	মর্মাস্তিক, দুঃখজনকভাবে পরিচয় জানা
হাতের খোরাক	অধিক পরিমাণে আহারী
হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা	সুযোগ হেলায় হারানো
হবু রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী	নির্বোধের পরামর্শে চলা নির্বোধ ব্যক্তি
হরিঘোশের গোয়াল	বহু অপদার্থ ব্যক্তির সমাবেশ
হরিহর আত্মা	অন্তরঙ্গ বা অভিন্ন হৃদয়

বাক্য সংকোচন

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. প্রোথিতভর্তৃকা— শব্দটির অর্থ কী? (৪০তম বিসিএস)

ক. ভর্ত্সনাভর্তৃকা

খ. যে নারীর স্বামী বিদেশে অবস্থান করে

গ. ভূমিতে প্রোথিত তরুমূল

ঘ. যে বিবাহিতা নারী পিত্রালয়ে অবস্থান করে **উত্তর— খ**

ব্যাখ্যা : যে নারীর স্বামী বিদেশে অবস্থান করে— প্রোথিতভর্তৃকা। যে নারী (বিবাহিত বা অবিবাহিত) চিরকাল পিতৃগৃহবাসিনী- চিরন্ট। যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে— প্রোথিতপত্নীক বা প্রোথিতভার্য। ভর্ত্সনাপ্রাপ্ত যে নারী- ভর্ত্সিতা।

০২. অন্যের রচনা থেকে চুরি করাকে বলা হয়— (৪০তম বিসিএস)

ক. বেতসবৃত্তি

খ. পতঙ্গবৃত্তি

গ. জলৌকাবৃত্তি

ঘ. কুণ্ডিলকবৃত্তি **উত্তর— ঘ**

ব্যাখ্যা : সাহিত্য বা সঙ্গীতে অন্যের রচনাকে নিজের বলে চালানোকেই কুণ্ডিলত্ব বা কুণ্ডিলকবৃত্তি বলা হয়।

বিভিন্ন পরীক্ষায় আত্ম বাক্য সংকোচন

মূল বাক্য	প্রদত্ত শব্দ
বৈঁচে থাকার ইচ্ছা	জিজীবিষা (৪০তম)
যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে	প্রোথিতভর্তৃকা-৪০তম
যে অন্যের লেখা নিজের নামে চালায়	কুণ্ডিলক (৪০তম)
যে স্বামীর স্ত্রী বিদেশে থাকে	প্রোথিতপত্নীক
নষ্ট হওয়া যার স্বভাব/ যা চিরস্থায়ী নয়	নশ্বর
অক্ষির সমীপে	সমক্ষ
অক্ষির সম্মুখে/সামনে	প্রত্যক্ষ
অক্ষির আগোচরে/পিছনে	পরোক্ষ
কর্মে যাহার ক্লাস্তি নাই	অক্লান্তকর্মী
যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না	উষর
যা পূর্বে/আগে ছিল এখন/বর্তমানে নাই	ভূতপূর্ব
যা পূর্বে কখনো হয়নি	অভূতপূর্ব
যা বলা হয়নি	অনুজ্ঞ
ক্ষমার যোগ্য	ক্ষমার্হ
যা কখনো নষ্ট/ধ্বংস হয় না/যা স্থায়ী হয়	অবিনশ্বর
বাহুতে ভর করে চলে যে	ভুজঙ্গ
যা লাফিয়ে চলে	প্লবগ- ব্যাঙ
যে প্রবীন/বয়স্ক নয়	নবীন
জয়ের জন্য যে উৎসব	জয়ন্তী
পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব কে বলে	রজত জয়ন্তী (পর)
পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব কে বলে	সুবর্ণ জয়ন্তী (সুপ)
ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব কে বলে	হীরক জয়ন্তী

সত্তর বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব কে বলে	প্লাটিনাম জয়ন্তী
একশত বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব কে বলে	জন্মশতবার্ষিকী
১৫০ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব কে বলে	সার্থশতবার্ষিকী
অনেকের মধ্যে একজন	অন্যতম
যা প্রমাণ করা যায় না	অপ্রমেয়
জানিবার ইচ্ছা	জিজ্ঞাসা
ময়ূরের ডাক	কেকা
যা চুষে খেতে/খাবার হয়/যোগ্য	চোষ্য
যা চেটে খেতে হয়	লেহ্য
যা অধ্যয়ন করা হয়েছে	অধীত
একই গুরুর শীর্ষ	সতীর্থ
সাপের খোলস	নিমেক
সকলের জন্য হিতকর/প্রয়োজ্য	সর্বজনীন
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ	শ্বাপদসংকুল
যে মেয়ের বিয়ে হয়নি	অনুঢ়া
নৃপুরের ধ্বনি	নিরঞ্জন
যা কথায় প্রকাশ/বর্ণনা করা যায় না	অনির্বচনীয়
যে ব্যক্তি পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে	জাতিস্মর
দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ	গোধূলি
মৃতের মত অবস্থা যার	মুমূর্ষু
যার কোন উপায় নাই	নিরুপায়
যার অন্য কোন উপায় নাই	অনন্যোপায়
যা কষ্টে অর্জন করা যায়	কষ্টার্জিত
যা কষ্টে জয় করা যায়	দুর্জয়
যা কষ্টে লাভ করা যায়	দুর্লভ
যা দমন করা যায় না	অদম্য
যা দীপ্তি পাচ্ছে	দেদীপ্যমান
যে বস্ত্রী হতে উৎখাত হয়েছে	উদ্ধাস্ত
ঋষির ন্যায়	ঋষিতুল্য/ঋষিকল্প
যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না/ আপনার রং লুকায় যে	বর্ণচোরা
কোন ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না	অনিবার্য
গভীর ধ্বনি	মন্দ্র
শোনা যায় যা	শ্রুতিগাহ্য
১বার শোনামাত্রই মনে রাখতে পারে যে	শ্রুতিধর
শত্রুকে দমন করে যে	অরিদম
যার আকার কুৎসিত	কদাকার
হাতির ডাক	বৃংহিত
যা অবশ্যই ঘটবে	অবশ্যম্ভাবী
আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে	পণ্ডিতমন্য
লাভ করার ইচ্ছা	লিপ্সা
মৃত্যুকা দিয়ে তৈরি	মৃণ্ময়
কর দান করে যে	করদ (উপপদ)
অকালে যাকে জাগরণ করা হয়	অকালবোধন
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি	ইতিহাসবেত্তা
যে বহু বিষয় জানে/দেখেছে	বহুদর্শী
যিনি অনেক দেখেছেন	ভূয়োদর্শী

যার দুইহাত সমানভাবে চলে	সব্যসাচী
পক্ষে জন্মে যা	পক্ষজ (উপপদ)
যে একঘর হতে অন্য ঘরে ভিক্ষা করে	মাধুকরী
দ্বারে থাকে যে	দৌবারিক
যিনি অধিক কথা বলেন না	মিতভাষী
যিনি অল্পকথা বলেন	অল্পভাষী
যে বেশি কথা বলে	বাচাল
যে রোগ নির্ণয়ে হাতড়িয়ে মরে	হাতুড়ে
হনন (হত্যা) করার ইচ্ছা	জিঘাংসা
যার আগমনে কোন তিথি নাই	অতিথি
বিশ্বজনের হিতকর	বিশ্বজনীন
ভোজন করার ইচ্ছা	বুভুক্ষা
এক বিষয়ে যার চিত্ত নিবিষ্ট	একাক্ষাচিত্ত
যে গোছে ফল ধরে কিন্তু ফুল ধরে না	বনস্পতি (নিপাতনে)
যিনি বক্তৃতা দানে পটু	বাগ্মী
আবক্ষ জলে নেমে স্নান	অবগাহন
যার অনেক বুদ্ধি আছে	গভীর জলের মাছ
প্রিয় বাক্য বলে যে নারী	প্রিয়বদা
কর্ম সম্পাদনে অতিশয় দক্ষ যিনি	কর্মঠ
যে অনবরত কাঁদছে	রোরুদ্যমান
যে নারীর স্বামী ও পুত্র নাই	অবীরা
যা ভবিষ্যতে ঘটবে	ভবিতব্য
যে বিষয়ে কোন বিতর্ক/বিরোধ নেই	অবিসংবাদী
যা নিন্দারযোগ্য নয়	অনিন্দ্য
সামনে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা	প্রত্যুদগমন
যার বাসস্থান নেই	অনিকেত/অনিকেতন
অশ্বের ডাক	হেঁষা
যে সকল অত্যাচারেই সয়ে যায়	সর্বংসহা
একবার ফল দিয়ে যে গাছ মরে যায়	ওষধি
শত্রুকে পীড়া দেয় যে	পরন্তপ
যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না	অসাধারণ
যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে	কৃতজ্ঞ
যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না	অকৃতজ্ঞ
যে উপকারীর অপকার করে	কৃতঘ্ন
যে ভবিষ্যৎ/সামনে ও পিছন না ভেবে কাজ করে	অবিম্যকারী
যা সবসময় পরার উপযোগী	আটপৌরে-মন্দভাগ্য
যা বপন করা হয়েছে	উপ্ত
তিন মোহনার মিলন যেখানে	তেমোহনা
যা সহজে অতিক্রম করা যায় না	দুরাতিক্রম্য
বাঘের চামড়া	অজিন
দশজনের চক্রান্তে ন্যায় কে অন্যায় করা	দশচক্রে ভগবান ভূত
বৃষ্টির জল	শীকর
ইহরোকে সামান্য নয় যা	অলোকসামান্য
একেই সময়ে বর্তমান	সমসাময়িক
পরকে প্রতিপালন করে যে	পরভূত (কাক)
গোপন করার ইচ্ছা	জুগুপ্সা

যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে	প্রত্যুৎপন্নমতি
সমুদ্র হতে হিমাচল পর্যন্ত	আসমুদ্রহিমাচল
কর্ম অবতার	অলস
যা বালকের মাঝে সুলোভ	বাল্যসুলোভ
কুরুর বংশজাত	কৌরব
কুয়ার ব্যাঙ/বাইরের জগত সম্পর্কে জ্ঞান/ধারণা নাই যার	কূপমণ্ডুক
গাছের পাতায় তৈরি পট কে বলে	পত্রপট
অন্য ভাষায় রূপান্তরিত	অনূদিত
পথ চলার খরচ	পাথেয়
হাতির বাসস্থান	গজগৃহ
বেলাকে অতিক্রান্ত	উদ্বেল (২য় তৎ)
যে পুরুষের এ যাবত দাড়ি-গোফ গজায়নি	অজাতশত্রু
খেয়া পার করে যে	পাটনি
রাত্রির শেষভাগ	পররাত্র
যা আঘাত পায় নি	অনাহত
পা ধুইবার জল	পাদ্য
যার কিছু নাই	হতসর্বস্ব
যে নারী কোনদিন সূর্যের মুখ দেখে নি	অসূর্যম্পশ্যা
পিতার মৃত্যুর পর জন্ম হয়েছে যে সন্তানের	মরণোত্তরজাতক
সজ্ঞানে অন্যায় করে যে	জ্ঞানপাপী
কী করতে হবে ভেবে পায় না যে	কিংকর্তব্যবিমূঢ়
আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরালোকে	ক্রন্দসী
যে ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে	কুপণ
মুক্তি পেতে ইচ্ছুক	মুমুক্শু
যিনি ভাল ব্যাকরণ জানেন	বৈয়াকরন
দেখবার ইচ্ছা	দিদৃক্ষা
যার চক্ষুলজ্জা নাই	নির্লজ্জ/চশমখোর
যা বলা হবে	বক্তব্য
যা বলা উচিত নয়	অকথ্য

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাক্য সংকোচন

অ	
অতি কষ্টে যা নিবারণ করা যায়	দুর্নিবার
যে নারীর বিয়ে হয় নি	অনুঢ়া
অরিকে/শত্রুকে দমন করে যে	অরিন্দম
অন্য উপায় নেই যার	অনন্যোপায়
অসূয়া/হিংসা নেই যে নারীর	অনসূয়া
অপকার করার ইচ্ছা	অপচিকীর্ষা
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা	অনুসন্ধিৎসা
অতি গুণবান পুত্রের জননী	রত্নগর্ভা
অগভীর সতর্ক নিন্দা	কাকনিন্দা
অন্য ভাষায় রূপান্তর	অনুবাদ
অন্য দিকে মন নেই যার	অনন্যমনা
অনুকরণ করার ইচ্ছা	অনুচিকীর্ষা
অঘটন কাণ্ড ঘটাইতে পারদর্শী যে নারী	অঘটনঘটনপটীয়সী

অগ্রে জন্মেছে যে	অগ্রজ
অনুতে (পশ্চাতে) জন্মেছে যে	অনুজ
অনেকের মধ্যে প্রধান	শ্রেষ্ঠ
আ	
আগে যা চিন্তা করা হয়নি	অচিন্তিতপূর্ব
আয়নায় প্রতিফলিত রূপ	প্রতিবিম্ব
আমৃত্যু যুদ্ধ করে যে	সংশপ্তক
আরাধনার যোগ্য যিনি	আরাধ্য
আটমাসে জন্ম যার	আটশে
আয় বুঝে ব্যয় করে যে	মিতব্যয়ী
আয় বুঝে ব্যয় করে না যে	অমিতব্যয়ী
আকাশে (খ) চরে যে	খেচর
আকাশে গমন করে যে	বিহগ/বিহঙ্গ
আসমানের মত রং যার	আসমানী/নীল
আদি হতে অন্ত পর্যন্ত	আদ্যন্ত/আদ্যোপান্ত
আড়ম্বরে সঙ্গে বর্তমান	সাড়ম্বর
আহবান করা হয়েছে যাকে	আহূত
ই,ঈ	
ঈশ্বরে যার বিশ্বাস নাই	নাস্তিক
ঈশ্বরে যার বিশ্বাস আছে	আস্তিক
ইষ্ট কে অতিক্রম না করে	যথেষ্ট
ঈষৎ রুগ্ন	রোগাটে
ইন্দ্র কে জয় করে যে	ইন্দ্রজিত
ইন্দ্রিয়কে জয় করে যে	জিতেন্দ্রিয়
ইতিহাস রচনা করেন যিনি	ঐতিহাসিক
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি	ইতিহাসবেত্তা
উ,ঊ	
উর্গা নাভিতে যার (মাকড়সা-৪০তম)	উর্গানাভ
উদিত হচ্ছে যা/এমন	উদীয়মান
উর্ধ্ব দিকে বিচরণ করে যে	উর্ধ্বগতি
উড়ন্ত পাখির ঝাঁক	বলাকা
উপকার করার ইচ্ছা	উপচিকীর্ষা
উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার	প্রত্যুৎপন্নমতি
এ, ঐ, ও, ঔ	
এইমাত্র জন্ম যার	সদ্যোজাত (বানান)
একেই মায়ের পুত্র	সহোদর/সদর
এখনো যার শত্রু জন্মায় নি	অজাতশত্রু
এলো কেশ যে নারীর	এলোকেশ
একবার সন্তান প্রসব করে যে নারী	কাকবক্ষ্যা
ঐক্যের অভাব	অনৈক্য
একটুতেই ক্রন্দন হয় যে	বদরাগী/রগচটা
ক	
ক্ষমা করার ইচ্ছা	তিতিক্ষা
ক্ষমার অযোগ্য	ক্ষমার্য
কোথাও উচু কোথাও নিচু	বন্ধুর
ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য	ক্ষমার্হ

ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে যা	ক্ষীয়মান
কোকিলের ডাক	কুহু
কাচের তৈরি ঘর	শিশমহল
কোন বিষয়ে নতুন পথ/রাস্তা নির্দেশ করে যে	পথিকৃৎ
ক্রমাগত দুলছে এমন	দোদুল্যমান
কষ্ট সহ্য করতে পারে যে	কষ্টসহিষ্ণু
কিছু নেই যার	নিঃস্ব
ক্রমশই বর্ধিত হচ্ছে যা	ক্রমবর্ধমান
ক্ষণস্থায়ী প্রভা যার	ক্ষণপ্রভা
কর দিতে হয় না যে জমির	নিষ্কর
কোন কিছুতেই ভীত নয় যে	অকুতোভয়
কষ্ট পর্যন্ত	আকষ্ট - অব্যয়ীভাব
কেউ জানতে পারে না এমন	অজ্ঞাতসারে
খ	
খাওয়ার ইচ্ছা	ক্ষুধা
খাওয়ার যোগ্য/উপযুক্ত	খাদ্য
খোশ মেজাজ যার	খোশমেজাজী
গ	
গভীর রাত্রি	নিশীথ
গোপন করতে ইচ্ছুক	জুগুন্সু
গোলাপের মত রং যার	গোলাপী
গবাদি পশুর পাল	বাথান - সিরাজগঞ্জ
গুরু পত্নী	গুর্বা
গরুর ডাক	রম্ভা
গতিশীল এমন	জঙ্গম
গুরুর ভাব	গরিমা
গমন করার ইচ্ছা	জিগমিষা
ঘ	
ঘর নেই যার	হা-ঘর
ঘোড়া রাখার জায়গা	আস্তাবল
ঘাম বরছে এমন	গলদঘাম
ঘরে পালিত যে জামাই	ঘরজামাই
ঘরের দিকে মুখ যার	ঘরমুখো
ঘৃণার যোগ্য	ঘৃণার্হ/ঘৃণ্য
চ	
চোখে দেখা যায় যা	দৃষ্টিগোচর/চক্ষুগোচর
চিবিয়ে খেতে হয় যা	চর্ব্য
চিরকাল ব্যাপী স্থায়ী	চিরস্থায়ী
চার রাস্তার মিলনের স্থান	চৌরাস্তা
চিরকাল মনে রাখার যোগ্য	চিরস্মরণীয়
চক্ষুর আড়ালে	পরোক্ষ
ছ	
ছায়া প্রধান তরু	ছায়াতরু
ছয় মাস অন্তর/পরপর	ষাণ্মাসিক
ছেলে ধরে যে	ছেলেধরা - উপপদ

জ	
জয় করার ইচ্ছা	জিগীষা
জায়া ও পতি	দম্পতি
জানতে ইচ্ছুক	জিজ্ঞাসু
জানা উচিত	জ্ঞাতব্য
জয়লাভ করার ইচ্ছা	জিগীষা
জীবিত থেকেও মৃত	জীবন্মৃত
জলে চরে যে	জলচর
জীবন ধারণের উপায়	জীবিকা
জয়ের জন্য যে উৎসব	জয়ন্তী/জয়োৎসব
জলে জন্মে যা	জলজ
জমির উর্বরতা শক্তি নাই এমন	অনুর্বর
ট,ঠ,ড,ঢ	
ডাক বহন করে যে	ডাকহরকরা
টাকা তৈরির স্থান	টাকশাল
টাকায় প্রস্তুত	টাকাই-উৎপন্নজাত
ঠান্ডাও নয় গরমও নয়	নাতিশীতষ্ণ
ডুব দিয়ে আনে যে	ডুবুরী
টাকা ধার দেয় যে	মহাজন
ত	
তিন ফলের সমাহার	ত্রিফলা
তপস্যার নিমিত্ত/জন্যে বন	তপোবন
তিন নয়ন যার	ত্রিনয়না
তুলা দ্বারা তৈরি জিনিস	তুলোট
দ	
দান করার যোগ্য	দেয়
দুই দিকে অপ (পানি) যার	দ্বীপ
দার পরিগ্রহ করে নি যে	অকৃতদার
দশ আনন/মুখ যার	দশানন
দ্বীপের সদৃশ	উপদ্বীপ
দর্শন করতে ইচ্ছুক	দিদৃক্ষু
দৈনন্দিন জীবনে লিপ্ত বিবরণ	রোজনামচা
দূর ভবিষ্যৎ ভেবে দেখেনা যিনি	অদূরদর্শী
দেখার যোগ্য	দ্রষ্টব্য
দিবসের প্রথম ভাগ	পূর্বাহ্ন
দিবসের মধ্যভাগ	মধ্যাহ্ন
দিবসের শেষভাগ	অপরাহ্ন
ধ	
ধনুকের শব্দ	টঙ্কার
ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট	ধোঁয়াটে
যী শক্তির অধিকারী	যীমান
ধূলার মত রং যার	পাংশুল
ন	
নতুন অল্পের উৎসব	নবান্ন
নাটকের পাত্র-পাত্রী	কুশীলব
নতুন বিবাহিত স্ত্রী	নবোঢ়া

নিজেই পতি/স্বামী পছন্দ করে যে নারী	স্বয়ংবরা
নাই শোক যার	অশোক
নৌকা চলাচলের যোগ্য	নাব্য
নদীর বালুকাময় তট	সৈকত
নিমন্ত্রণ না করা সত্ত্বেও উপস্থিত যিনি	অনাহূত
প	
পান করার ইচ্ছা	পিপাসা
পট আঁকতে দক্ষ/পটু যিনি	পটুয়া
পান করার যোগ্য	পেয়
প্রথম পথ দেখান যিনি	পথিকৃৎ
পাঁজরের হাড় কম যার	উনপাঁজরে-হতভাগ্য
পরিমাণ মত খায় যে	মিতাহারী
পরকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে যে	পরজীবী
পূর্বে দেখা যায় নি যা	অদৃষ্টপূর্ব
পূর্বে শোনা যায় নি যা	অশ্রুতপূর্ব
প্রবেশ করার ইচ্ছা	বিবক্ষা
পাখির ডাক	কাকলি
পঞ্চ আনন যার	পঞ্চগনন
পাখির গান	কুজন
প্রতিকার করার ইচ্ছা	প্রতিচিকীর্ষা
পশ্চাতে গমন করে যে	অনুগামী
পদ্মের মত সুন্দর চোখ যার	কমলাক্ষ
পূজার উপকরণ	অর্ঘ্য
যা পূর্বে ঘটেনি	অভূতপূর্ব
পাওয়ার ইচ্ছা	ঈশ্বা
প্রতিরোধ করা যায় না যা	অপ্রতিরোধ্য
ফ	
ফিটফাট গোছের তরুণ যুবক	ফটিকচাঁদ
ফেলে দেয়ার যোগ্য	ফেলনা
ফুলের গন্ধে সুবাসিত	ফুলেল
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়	ওষধি
ফুলের মধু	মকরন্দ
ব	
যা বলা হবে	বক্তব্য
বিজয় লাভের ইচ্ছা	বিজিগীষা
বমন করার ইচ্ছা	বিবমিষা
ব্যাঙের ডাক	মকমকি
বাতাসে চরে যে	কপোত- কবুতর
বাঘের ডাক	হুংকার
বার মাসের কাহিনী	বারমাস্য
বস্ত্র বা পত্রের শব্দ	মর্মর
বনের অগ্নি	দাবানল
বীর সন্তান প্রসব করেছে যে নারী	বীরপ্রসূ
বীণা পাণিতে যার	বীণাপাণি-বানান
বিড়ালের ডাক	ম্যাঙ/জিবন
বৃক্ষাদির নতুন বা কচি শাখা/পাতা	কিশলয়

ভ	
ভবিষ্যৎ এ যা ঘটবে	ভবিতব্য
ভোগ যন্ত্রণা হতে মুক্তি লাভ	নির্বাণ
ভক্ষণের ইচ্ছুক	বুভুক্ষু
ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করে যে	দূরদর্শী
ভয় পাওয়া যায় যা থেকে	ভীম
ভেতরে প্রবেশ	সন্নিবেশ
ম	
মধু পান করে যে	মধুপ

মল্লো মল্লো যে যুদ্ধ	কুস্তি/মল্লযুদ্ধ
মন হরণ করে যে	মনোহর
মরার মত	মৃতবৎ
মুক্তি পেতে ইচ্ছুক	মুমুক্ষু
মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন	উপাবৃত্ত

য	
যা অতিক্রম করা যায় না	অনতিক্রম্য
যার কাজ গাধার মত	হাঁদা
যা বিলুপ্ত হচ্ছে	বিলীয়মান
যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে	বর্ধিষ্ণু
যে কটু কথা বলে	দুর্বাক
যে নারীর সন্তান হয় না	বন্ধ্যা
যে নারীর সন্তান বাঁচে না	মৃতবৎসা
যে নারীর হাসি সুন্দর/শুচি	শুচিম্বিতা
যে সকল বস্তু ভক্ষণ করে	সর্বভুক- আশুন
যে কোন বিষয়ে স্পৃহা হারিয়েছে	বীথস্পৃহ
যেখানে মৃত জীবজন্তু ফেলা হয়	ভাগাড়
যে বিষয় ভীতি উৎপাদন করে	বিভীষিকা-বানান
যে নারী অন্যপুরুষের প্রতি আসক্ত হয় না	অনন্যা
যে মেয়ের বিয়ে হয় নি	অনুঢ়া
যে পাখি বৃষ্টির পানি ছাড়া অন্য পানি পান করে না	চাতক
যা সহজে মরে না	দুর্মর
যে প্রাণী বুকে ভর দিয়ে চলে	সরীসৃপ
যে নারী পূর্বে অন্যের স্ত্রী/বাগদত্তা ছিল	অন্যপূর্বা
যে নারী সাগরে বিচরণ করে	সাগরিকা
যার স্ত্রী মারা গিয়েছে	বিপত্নীক
যা সহজে পাওয়া যায় না	দুস্থাপ্য

র	
রাত্রির তিনভাগ একত্রে বলে	ত্রিযামা
রাত্রির শেষভাগ	কালনিশা/পররাত্র
রব শুনে এসেছে যে	রবাহূত
রাতের শিশির	শবনম
রীতি অতিক্রম না করে	যথারীতি
রোগ ভীতি কে জয় করে যা	ভেজষ
রস আছে যাতে	রসাল- আল প্রত্যয়
লাভ করার ইচ্ছা	লিপ্সা

রাত্রির মধ্যভাগ	
শ	
শরৎকাল সম্পর্কিত	শারদ
শত অপ্দের সমাহার	শতাব্দী
শত্রুকে হনন করে যে	শত্রুঘ্ন
শক্তিকে অতিক্রম না করে	যথাশক্তি
শোনা যায় এমন	শ্রুতিগ্রাহ্য

স	
সহজেই ভেঙ্গে যায় যা	ভঙ্গুর/ঠুনকো
সর্বজনের কল্যাণে	সর্বজনীন
স্বর্ণকারের মজুরি	বানি
সোমের পুত্র	সৌম্য-শান্ত
সাধ্য কে না ছাড়িয়ে	যথাসাধ্য
স্ত্রী সাথে বর্তমান	সঙ্গীক
সরোবরে জন্মায় যা	সরোজ
সকলের জন্য অনুষ্ঠিত	সার্বজনীন
স্থান হতে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায় যে	যাযবর
সৎকুলে জাত	কুলীন
সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে যে নারীর	নবোঢ়া

হ	
হিত সাধন করার ইচ্ছা	হিতৈষিতা
হাতির শাবক	করভ
হাতির বাসস্থান	গজগৃহ/পিলখানা
হত্যা করার ইচ্ছা	জিঘাংসা
হরণ করার ইচ্ছা	জিহীর্ষা

প্রত্যয়

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. ‘সর্বাঙ্গীণ’ শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়— (৪০তম বিসিএস)

- ক. সর্বঙ্গ + ঙ্গন খ. সর্ব + অঙ্গীন
গ. সর্ব + ঙ্গীন ঘ. সর্বাঙ্গ + ঙ্গন উত্তর— ঘ

ব্যাখ্যা : তৎসম্পর্কিত বিশেষণ গঠনে ‘ঙ্গন’ প্রত্যয় যুক্ত হয়।
ঙ্গন প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ : সর্বাঙ্গ + ঙ্গন = সর্বাঙ্গীণ।

০২. বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি? (৪০তম বিসিএস)

- ক. কারক খ. লিখিত
গ. বেদনা ঘ. খেলনা উত্তর— ঘ

ব্যাখ্যা : ধাতুর সাথে প্রত্যয় যুক্ত হলে তাকে বলা হয় কৃৎ প্রত্যয়। বাংলা ধাতুর সাথে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বাংলা কৃৎ প্রত্যয় গঠিত হয়। অপশনের প্রদত্ত শব্দগুলোর মধ্যে √খেল্ + অনা = খেলনা হলো বাংলা কৃৎ প্রত্যয়। কারক, লিখিত, বেদনা সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ। বাংলা ধাতু সমূহ চেনার উপায় হল- ‘তুই’ দিয়ে প্রশ্ন করা। যেমন- তুই যা, তুই খা, তুই বস, তুই চল, তুই উঠ।

০৩. বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে বলে- [১১তম বিসিএস]

ক. শব্দ খ. কারক
গ. পদ ঘ. ক্রিয়াপদ উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে বলে পদ। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলে প্রাতিপদিক। ধাতু বা শব্দের পরে যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সেগুলোই প্রত্যয়।

০৪. 'দোলনা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [১৮তম বিসিএস]

ক. দুল্ + না খ. দোল্ + না
গ. দোল্ + অন ঘ. দুল্ + অনা উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : 'গুণ'-এর নিয়মানুসারে আদি স্বরের পরিবর্তন ('উ'-এর স্থলে 'ও' হয়েছে) হয়। এখানে $\sqrt{\text{দুল্}}$ একটি ধাতু বা ক্রিয়ামূল। আর ধাতুর সাথে প্রত্যয় যুক্ত হয় কৃৎ প্রত্যয়ে। সুতরাং এটি কৃৎ প্রত্যয়ের একটি উদাহরণ।

০৫. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কি বলে?

ক. নামপদ খ. উপপদ
গ. প্রাতিপদিক ঘ. উপমতি উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : নাম পদের মূলকে বলা হয় 'নাম প্রকৃতি' বা প্রাতিপদিক। অন্যভাবে বলা যায়, বিভক্তিহীন নামপদকে বলা হয় প্রাতিপদিক। যেমন- বাহাদুর + ই = বাহাদুরি। এখানে বাহাদুর = প্রাতিপদিক বা নাম প্রকৃতি। প্রাতিপদিক বা নাম প্রকৃতির সাথে যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হয় সেটিই 'তদ্ধিত প্রত্যয়'।

০৬. ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয়-

ক. বিভক্তি খ. ধাতু
গ. প্রত্যয় ঘ. কৃৎ উত্তর : খ

ব্যাখ্যা : ক্রিয়া পদের মূলকে বলা হয় 'ক্রিয়া প্রকৃতি' বা 'ধাতু'। ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হয় তাকে বলে 'কৃৎ প্রত্যয়'। যেমন- $\sqrt{\text{কাঁদ}}$ + অন = কাঁদন। এখানে $\sqrt{\text{কাঁদ}}$ = ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু।
উদাহরণস্বরূপ বাংলা ধাতুর তালিকা নিচে দেওয়া হল-

বাংলা ধাতু	তুই- দিয়ে বাক্য গঠন করতে চাওয়া হলে ও যে ধাতুগুলো পাওয়া যায় তাকে বাংলা ধাতু বলে। যেমন- তুই যা, তুই খা, তুই বস, তুই চল, তুই উঠ। লক্ষ্য করেন, তুই বসেন/চলেন/উঠেন হয় না। অর্থাৎ বাংলা ধাতুসমূহ- যা, খা, বস, চল, উঠ, ধর, মার, হার, জিত, কাঁদ, দে, দুল, খেল, বাদ, ডুব, পড়, রাধ, চড়।
---------------	---

০৭. উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য- [১৭তম ও ২৪তম বিসিএস]

ক. অব্যয় ও শব্দাংশ
খ. নতুন শব্দ গঠনে
গ. উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে
ঘ. ভিন্ন অর্থ প্রকাশ উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : যেসব অব্যয়সূচক শব্দ বা শব্দাংশ কৃদন্ত বা নাম শব্দের পূর্বে বসে অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন ও পরিবর্তন ঘটায় তাদেরকে উপসর্গ বলে। যেমন- 'অনা' উপসর্গটি 'বৃষ্টি' শব্দের পূর্বে বসে 'অভাব' অর্থ প্রকাশ করেছে। যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি ধাতু বা নামশব্দের পরে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে প্রত্যয় বলে।

০৮. বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]

ক. চামার খ. ধারালো
গ. মোড়ক ঘ. পোস্টাই উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : এটি বাংলা কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ। শব্দটি 'অক' প্রত্যয় যোগে গঠিত। যেমন- $\sqrt{\text{মুড়}}$ + অক = মোড়ক।

০৯. 'শ্রদ্ধা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]

ক. শ্রৎ + $\sqrt{\text{ধা}}$ + অ + আ
খ. শ্রৎ + $\sqrt{\text{ধা}}$ + আ
গ. শ্র + $\sqrt{\text{ধা}}$ + আ
ঘ. শ্র + $\sqrt{\text{ধা}}$ + আ উত্তর : ক

ব্যাখ্যা : যে সকল শব্দ প্রত্যয়যোগে তৈরি হয় না এবং দীর্ঘ স্বরধ্বনি যুক্ত নয়, সেগুলোর জ্বলিঙ্গবাচক শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে প্রথমে অ (অঙ) প্রত্যয় যুক্ত করা হয়, পরে এর সাথে আ (আপ্) প্রত্যয় যুক্ত করে জ্বলিঙ্গবাচক শব্দ সৃষ্টি করা হয়। যেমন- $\sqrt{\text{কথ}}$ (বলা) + অ (অঙ) + আ (আপ্) = কথা, $\sqrt{\text{শ্রৎ}}$ + $\sqrt{\text{ধা}}$ + অ (অঙ) + আ (আপ্) = শ্রদ্ধা।

১০. নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয় সাধিত? [৩৫তম বিসিএস]

ক. প্রলয় খ. খণ্ডিত
গ. নিঃশ্বাস ঘ. অনুপম উত্তর : খ

ব্যাখ্যা : খণ্ডিত শব্দটি সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ। সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় 'জ' যুক্ত হলে কিছু কিছু ধাতুর শেষে 'ই-কার' যোগ হয়। যেমন- $\sqrt{\text{পঠ}}$ + জ = পঠিত, $\sqrt{\text{খন্ড}}$ + ইত = খণ্ডিত। নিঃশ্বাস বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ এবং প্রলয়, অনুপম উপসর্গজাত শব্দ।

১১. 'মেছো' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কী? [২৭তম বিসিএস]

ক. মাছ + ও খ. মাছি + উয়া > ও
গ. মেছ + ও ঘ. মাছ + উয়া > ও উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : 'মেছো' শব্দটি বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ। শব্দটিতে উপজীবিকা অর্থে 'উয়া > ও' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। শব্দটির প্রকৃতি প্রত্যয়- মাছ + উয়া > ও = মাছুয়া > মেছো।

১২. 'সাহচর্য' শব্দের শুদ্ধ শব্দ গঠন কোনটি? [৩০তম বিসিএস]

ক. সহ + চর + র্য খ. সহচর + য
গ. সহচর + য ফলা ঘ. কোনটিই নয় উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : এই প্রত্যয়টি ঋয় প্রত্যয় বা য প্রত্যয়ের একটি উদাহরণ। এই প্রত্যয়ের 'ষ' ও 'ণ' ইৎ হয়ে যায়। 'য' যোগ হয়। এই প্রত্যয় হলে প্রকৃতির আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়।

যেমন- সহচর + য = সাহচর্য, সুন্দর + য = সৌন্দর্য। এ রকম উদাহরণ- চাতুর্য, ঔদার্য, কৌমার্য, শৌর্য ইত্যাদি।

প্রত্যয়

→ বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে বলে পদ। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলে প্রাতিপদিক। ধাতু বা শব্দের পরে যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সেগুলোই প্রত্যয়। যেমন-

√নাচ + অন = নাচন	বড় + আই = বড়াই
------------------	------------------

অর্থাৎ মূল শব্দের সাথে অতিরিক্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিই হল 'প্রত্যয়'। এখানে জেনে রাখা জরুরী, শব্দের শেষে বিভক্তিও যুক্ত হয়। তাহলে প্রত্যয় ও বিভক্তির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আসুন প্রত্যয় ও বিভক্তির পার্থক্য জেনে নিই-

	প্রত্যয়	বিভক্তি
বোঝার জন্য	আলাদা আলাদা শব্দের সাথে যুক্ত থাকে প্রত্যয়।	বাক্যের অন্তর্গত পদের সাথে যুক্ত থাকে বিভক্তি।
পুস্তকের ভাষায়	যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি কোন শব্দ বা ধাতুর পরে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে প্রত্যয় বলে।	বাক্যের বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে অর্থ সাধনের জন্য নামপদ বা ক্রিয়াপদের সাথে যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে তাকে বিভক্তি বলে।
উদাহরণ	√কৃ + তব্য = কর্তব্য	আমি স্কুলে যাই।

এখানে '√কৃ' ধাতুর সাথে 'তব্য' প্রত্যয় যোগে 'কর্তব্য' শব্দটি গঠিত হয়েছে। সুতরাং ধাতু বা প্রাতিপদিকের সাথে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়, তাই প্রত্যয়।

এখানে 'স্কুল' শব্দটির সাথে 'এ-বিভক্তি' যুক্ত হয়ে স্কুলে পরিণত হয়েছে। বাক্যের অন্তর্গত পদের সাথে অতিরিক্ত যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত থাকে, সেগুলোই বিভক্তি।

→ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের পার্থক্য

একটা উদাহরণ লক্ষ্য করুন, √পড় + উয়া = পড়ুয়া। উপরের উদাহরণটিতে প্লাস (+) চিহ্নের বাম (√পড়) পার্শ্বের অংশকে বলা হয় 'প্রকৃতি' এবং ডান (উয়া) পার্শ্বের অংশকে বলা হয় 'প্রত্যয়'। অর্থাৎ যার সাথে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় 'প্রকৃতি'।

- ◆ ক্রিয়া পদের মূলকে বলা হয় 'ক্রিয়া প্রকৃতি'।
- ◆ নাম পদের মূলকে বলা হয় 'নাম প্রকৃতি'।
- ◆ ক্রিয়া প্রকৃতিকে বলা হয় 'ধাতু'।
- ◆ নাম প্রকৃতিকে বলা হয় 'প্রাতিপদিক'।
- ◆ ধাতু চিহ্নিত করা জন্য একটি আলাদা ব্যাকরণিক চিহ্ন (√) ব্যবহার করা হয়।

→ কৃৎ প্রত্যয় ও কৃদন্ত : ক্রিয়া পদের মূলকে বলা হয় 'ক্রিয়া প্রকৃতি' বা 'ধাতু'। ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হয় তাকে বলে 'কৃৎ প্রত্যয়'। ধাতুর সাথে কৃৎ

প্রত্যয় যোগে যে শব্দ গঠিত হয়, তাকে কৃদন্ত শব্দ বা কৃদন্ত পদ বলে।

→ তদ্ধিত প্রত্যয় : নাম পদের মূলকে বলা হয় 'নাম প্রকৃতি' বা প্রাতিপদিক। প্রাতিপদিক বা নাম প্রকৃতির সাথে যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হয় সেটিই 'তদ্ধিত প্রত্যয়'। প্রাতিপদিকের সাথে তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে যে শব্দ গঠিত হয়, তাকে তদ্ধিতান্ত শব্দ বলে। নিচের উদাহরণ লক্ষ্য করুন।

বাহাদুর + ই = বাহাদুরি	√কৃ + তব্য = কর্তব্য
√কৃ = ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু।	
বাহাদুর = নাম প্রকৃতি/প্রাতিপদিক।	

প্রত্যয় বুঝতে আরও জানতে হবে-----

ইৎ	সংস্কৃত প্রত্যয়ের অংশ বিশেষের বাদ যাওয়ায় বলা হয় 'ইৎ'। যেমন- সাহচর্য + ষ্য (ষ+ণ+য) = সাহচর্য। এখানে 'ষ্য' প্রত্যয়ের 'ষ' ও 'ণ' লোপ পেয়ে শুধু 'য' যুক্ত হয়েছে। এই লোপ পাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া অংশটিকে বলা হয় 'ইৎ' হয়ে যাওয়া।
পরিবর্তন	কিছু প্রকৃতি আছে যাদের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হলে তাদের শেষ বর্ণের স্থানে অন্য বর্ণের আগমন ঘটে থাকে, এটিকে পরিবর্তন বলে।
গুণ ও বৃদ্ধি	প্রকৃতির শেষে প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রকৃতির আদিবর্ণের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে গুণ ও বৃদ্ধি বলে।
গুণ	তিনটি ক্ষেত্রে গুণ হয়- ↔ ই, ঈ-এর স্থলে 'এ' হয়। যেমন- √চিন + আ = চেনা (ই-এর স্থলে এ হলো) √নী + আ = নেওয়া (ঈ-এর স্থলে এ হলো) ↔ উ, ঊ-এর স্থলে 'ও' হয়। যেমন- √ধু + আ = ধোয়া (ঊ-এর স্থলে ও হলো) ↔ ঋ-এর স্থলে 'অর' হয়। যেমন- √কৃ + তব্য = কর্তব্য (ঋ-এর স্থলে অর হলো)
বৃদ্ধি	চারটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হয়- ↔ 'অ' এর স্থলে 'আ'। যেমন- পাচ + অ (ণক) = পাচক (অ এর স্থলে আ) ↔ 'ই' ও 'ঈ' এর স্থলে 'ঐ'। যেমন- শিশু + অ (ষঃ) = শৈশব (ই এর স্থলে ঐ) ↔ 'উ' ও 'ঊ' এর স্থলে 'ঔ'। যেমন- যুব + অন = যুব + অন = যৌবন (এখানে উ এর স্থলে 'ঔ' হলো) ↔ 'ঋ' এর স্থলে 'আর'। যেমন- কৃ + ঋ (ঘ্যাণ) = কার্য (ঋ এর স্থলে 'আর')
সম্প্রসারণ	আদিবর্ণের নতুন শব্দে উদাহরণ ব উ বচ + ত = উক্ত র ঋ সুন্দর + ষ্য = সৌন্দর্য
	আদিবর্ণের 'উ-কার' বৃদ্ধির নিয়মে নতুন শব্দে 'ঔ-কার' এবং 'র' সম্প্রসারণের নিয়মে ঋ/রেফ হয়েছে।

- ধাতু চিহ্নিত করার জন্য একটি আলাদা ব্যাকরণিক চিহ্ন (√) ব্যবহৃত হয়। একে বলা হয় ধাতু চিহ্ন। অর্থাৎ √চল মানে 'চল' ধাতু নির্দেশ করে।
- উপসর্গের সাথে প্রত্যয়ের পার্থক্য হলো : উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে।

কৃৎ প্রত্যয়

- বাংলা ভাষায় কৃৎ প্রত্যয় ২ প্রকার। যথা :

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
--------------------	----------------------

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

- (০) শূন্য-প্রত্যয় : প্রত্যয় চিহ্ন ছাড়া কোন ক্রিয়া প্রকৃতি বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হলে সেখানে শূন্য প্রত্যয় ধরা হয়। যেমন- এ মোকদ্দমায় তোমার জিত হবে না, হার-ই হবে। গ্রামে খুব ধন পাকড় চলছে। এখানে জিত, হার এবং ধন প্রভৃতি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে প্রত্যয় যুক্ত হবার কথা, কিন্তু হয়নি। তাই এখানে শূন্য প্রত্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
- অ-প্রত্যয় : কেবল ভাববাচ্যে অ-প্রত্যয় যুক্ত হয়
যেমন- √ধর + অ = ধর, √মার + অ = মার।
আধুনিক বাংলায় অ-প্রত্যয়ের সর্বত্র উচ্চারিত হয় না।
যেমন- √হার + অ = হার, √জিত + অ = জিত।
কোন কোন সময় কৃদন্ত শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগ হয় (আসন্ন সম্ভাব্যতা অর্থে)
যেমন- √কাঁদ + অ = কাঁদকাঁদ, পড়পড়, মরমর
কখনো কখনো দ্বিত্বপ্রাপ্ত কৃদন্ত পদে 'উ' প্রত্যয় হয়।
√ডুব + উ = ডুবডুব, √উড় + উ = উড়উড়
- অন-প্রত্যয় : ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে 'অন' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন-
√কাঁদ + অন = কাঁদন (কান্নার ভাব)। এরূপ- নাচন, বাঁধন, বুলন, দোলন, কাঁপন, খুঁজন, বাঁধন।
ধাতুর শেষে 'আ-কার' থাকলে 'অন' এর পরিবর্তে 'ওন' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন- √খা + অন = খাওন, √দে + অন = দেওন।
- অনা-প্রত্যয় : যেমন-
√দুল + অনা = দুলনা > দোলনা। √খেলে + অনা = খেলনা (৪০তম বিসিএস)।
- অনি, (বিকল্পে) উনি-প্রত্যয় :
√চির + অনি = চিরনি > চিরুনি। √বাঁধ + অনি = বাঁধনি > বাঁধনি। √আঁট + অনি = আঁটনি > আঁটনি।
- অন্ত-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে 'অন্ত' প্রত্যয় হয়। যেমন-
√উড় + অন্ত = উড়ন্ত, √ডুব + অন্ত = ডুবন্ত।
- অক-প্রত্যয় :
√মুড় + অক = মোড়ক [৩৮তম বিসিএস], √বল + অক = বলক।
- আ-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে 'আ' প্রত্যয় হয়।

যেমন- √পড়া + আ = পড়া (পড়া বই)। এরূপ- রাঁধ (বিশেষ্য), রাঁধা (বিশেষণ), √কিন্ + আ = কিনা > কেনা, √বেচ + আ = বেচা, ফোটা ইত্যাদি।

- আই/আও-প্রত্যয় : ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে 'আও' প্রত্যয় যুক্ত হয়।
√চড়া + আই = চড়াই, √সিল্ + আই = সিলাই > সেলাই, √পাকড় + আও = পাকড়াও, √চড়া + আও = চড়াও।
- আরি বা আরী বিকল্পে রি/উরি প্রত্যয় : যেমন-
√ডুব+আরি / উরি = ডুবুরী। এরূপ- ধুনারী, পূজারী ইত্যাদি।
- আল-প্রত্যয় :
√মাত্ + আল = মাতাল, √মিশ্ + আল = মিশাল ইত্যাদি।
- ই-প্রত্যয় :
√ভাজ্ + ই = ভাজি, √বেড়্ + ই = বেড়ি।
- ইয়া > ইয়ে-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে ইয়া > ইয়ে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।
√মর্ + ইয়া = মরিয়া (মরতে প্রস্তুত), √বল্ + ইয়ে = বলিয়ে (বাকপটু); এরূপ- নাচিয়ে, গাইয়ে, বাজিয়ে, লিখিয়ে, কইয়ে।
- উ-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে উ-প্রত্যয় প্রয়োগ হয়। যেমন-
√ডাক্ + উ = ডাকু, √ঝাড়্ + উ = ঝাড়ু, উড়ু।
দ্বিত্ব প্রয়োগে-
√উড়্ + উ = উড়ুউড়ু।
- উয়া' বিকল্পে 'ও' প্রত্যয় : বিশেষ্য বিশেষণ গঠনে 'উয়া' এবং 'ও' প্রত্যয় হয়। যথা-
√পড়া + উয়া = পড়ুয়া > পড়ো, √উড়্ + উয়া = উড়ুয়া > উড়ো, √উড়ে + ও = উড়ো (চিঠি)
- তা-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে 'তা'-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।
যেমন-
√ফির্ + তা = ফিরতা > ফেরতা (গুণসূত্রে)। তদ্রূপ, পড়তা, বহতা ইত্যাদি।
- তি-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে তি-প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা-
√বাড়্ + তি = বাড়তি, √ঘাট্ + তি = ঘাটতি, √কাট্ + তি = কাটতি, √উঠ্ + তি = উঠতি।
- না-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে 'না' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন-
√কাঁদ + না = কাঁদনা > কান্না, √রাঁধ + না = রাঁধনা > রান্না। এরূপ- বারনা ইত্যাদি।

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

- অনট্-প্রত্যয় : ('ট' ইৎ (বিলুপ্ত) হয়, 'অন' থাকে) :

যেমন- $\sqrt{\text{নী}} + \text{অনট} = \sqrt{\text{নী}} + \text{অন} > \text{নে} + \text{অন} =$
 নয়ন (গুণসূত্রে), $\sqrt{\text{শ্র}} + \text{অনট} = \sqrt{\text{শ্র}} + \text{অন} =$
 শ্রবণ (গুণ ও সন্ধির ফলে)। এরূপ- স্থান, ভোজন,
 নর্তন (গুণসূত্রে), দর্শন (গুণসূত্রে) ইত্যাদি।

- জ-প্রত্যয় : ('ক' ইৎ (বিলুপ্ত) হয়, 'ত' থাকে)

$\sqrt{\text{জ্ঞা}} + \text{জ} (\text{জ্ঞা} + \text{ত}) = \text{জ্ঞাত}$, $\sqrt{\text{খ্যা}} + \text{জ} =$
 খ্যাত।

ক) 'জ' প্রত্যয় যুক্ত হলে কিছু কিছু ধাতুর শেষে 'ই-
 কার' যুক্ত হয়। যেমন- $\sqrt{\text{পঠ}} + \text{জ} = \text{পঠিত}$, $\sqrt{\text{পত}} +$
 $\text{জ} = \text{পতিত}$; এরূপ- লিখিত, বিদিত, বেষ্টিত, চলিত,
 পতিত, লুপ্তিত, ক্ষুধিত, শিক্ষিত, খণ্ডিত।

খ) 'জ' প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুর শেষে 'চ/জ' এর স্থলে
 'ক' হয়। যেমন- $\sqrt{\text{মুচ}} + \text{জ} = \text{মুক্ত}$, $\sqrt{\text{সিচ}} + \text{জ} =$
 সিক্ত, $\sqrt{\text{ভুজ}} + \text{জ} = \text{ভুক্ত}$, $\sqrt{\text{বচ}} + \text{জ} = \text{উক্তি}$ ।

গ) নিপাতনে সিদ্ধ

$\sqrt{\text{গম}} + \text{জ} = \text{গত}$	$\sqrt{\text{মুহ}} + \text{জ} = \text{মুহু}$
$\sqrt{\text{গ্রহ}} + \text{জ} = \text{গ্রহিত}$	$\sqrt{\text{যুধ}} + \text{জ} = \text{যুদ্ধ}$
$\sqrt{\text{চূর্ণ}} + \text{জ} = \text{চূর্ণ}$	$\sqrt{\text{লভ}} + \text{জ} = \text{লব্ধ}$
$\sqrt{\text{ছিদ}} + \text{জ} = \text{ছিদ্র}$	$\sqrt{\text{বচ}} + \text{জ} = \text{উক্ত}$
$\sqrt{\text{জন্}} + \text{জ} = \text{জাত}$	$\sqrt{\text{বপ}} + \text{জ} = \text{উপ্ত}$
$\sqrt{\text{হন}} + \text{জ} = \text{হত}$	$\sqrt{\text{স্বপ}} + \text{জ} = \text{সুপ্ত}$
$\sqrt{\text{দা}} + \text{জ} = \text{দত্ত}$	$\sqrt{\text{সৃজ}} + \text{জ} = \text{সৃষ্ট}$
$\sqrt{\text{দহ}} + \text{জ} = \text{দহ্ত}$	

- অঙ-প্রত্যয় : ('ঙ' ইৎ হয় এবং 'অ' থাকে)

যে সকল শব্দ প্রত্যয়যোগে তৈরি হয় না এবং দীর্ঘ
 স্বরধ্বনি যুক্ত নয়, সেগুলোর ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ গঠনের
 ক্ষেত্রে প্রথমে অ (অঙ) প্রত্যয় যুক্ত করা হয়, পরে এর
 সাথে আ (আপ্) প্রত্যয় যুক্ত করে ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ সৃষ্টি
 করা হয়।

$\sqrt{\text{কথ}} (\text{বলা}) + \text{অ} (\text{অঙ}) + \text{আ} (\text{আপ্}) = \text{কথা}$, $\text{শ্র} +$
 $\sqrt{\text{ধা}} + \text{অ} (\text{অঙ}) + \text{আ} = \text{শ্রদ্ধা}$, $\text{আ} + \sqrt{\text{ভা}}$
 $(\text{দীপ্তি}) + \text{অ} (\text{অঙ}) + \text{আ} (\text{আপ্}) = \text{আভা}$, $\sqrt{\text{ক্রীড়}}$
 $+ \text{অ} (\text{অঙ}) + \text{আ} = \text{ক্রীড়া}$, $\text{প্র} + \sqrt{\text{জ্ঞা}} + \text{অ} (\text{অঙ})$
 $+ \text{আ} = \text{প্রজ্ঞা}$, $\sqrt{\text{কপ}} + \text{অ} (\text{অঙ}) + \text{আ} = \text{ব্যথা}$ ।

- জি-প্রত্যয় : ('ক' ইৎ বা লুপ্ত হয় এবং 'তি' থাকে)

$\sqrt{\text{গম}} + \text{জি} = \text{গম} + \text{তি} = \text{গতি}$

ক) 'জি'-প্রত্যয় যোগ করলে কোন কোন ধাতুর শেষে
 ব্যঞ্জন লোপ পায়। যেমন- $\sqrt{\text{মন্}} + \text{জি} = \text{মতি}$,
 $\sqrt{\text{রম}} + \text{জি} = \text{রতি}$ ।

খ) 'জি'-প্রত্যয় যুক্ত হলে কিছু ধাতুর প্রথম ব্যঞ্জনে
 'আ-কার' যুক্ত হয়। যেমন-
 $\sqrt{\text{শ্রম}} + \text{জি} = \text{শ্রান্তি}$, $\sqrt{\text{শম}} + \text{জি} = \text{শান্তি}$
 উভয় উদাহরণে 'ম' এর স্থলে 'ন' হয়েছে।

গ) 'জি' প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুর শেষে 'চ/জ' থাকলে
 তা 'ক' হয়। যেমন- $\sqrt{\text{বচ}} + \text{জি} = \text{উক্তি}$, $\sqrt{\text{মুচ}} + \text{জি}$
 $= \text{মুক্তি}$, $\sqrt{\text{ভজ}} + \text{জি} = \text{ভক্তি}$ ।

ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ

$\sqrt{\text{গৈ}} + \text{জি} = \text{গীতি}$	$\sqrt{\text{সিধ}} + \text{জি} = \text{সিদ্ধি}$
$\sqrt{\text{বুধ}} + \text{জি} = \text{বুদ্ধি}$	$\sqrt{\text{শক}} + \text{জি} = \text{শক্তি}$

- তব্য ও অনীয় প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যের ধাতুর পরে
 (ক) তব্য ও (খ) অনীয় প্রত্যয় হয়।

(ক) তব্য : $\sqrt{\text{কৃ}} + \text{তব্য} = \text{কর্তব্য}$ (গুণ হয়েছে),
 $\sqrt{\text{দা}} + \text{তব্য} = \text{দাতব্য}$, $\sqrt{\text{পঠ}} + \text{তব্য} = \text{পঠিতব্য}$ ।

খ. অনীয় : $\sqrt{\text{কৃ}} + \text{অনীয়} = \text{করণীয়}$ (গুণ হয়েছে),
 $\sqrt{\text{রক্ষ}} + \text{অনীয়} = \text{রক্ষণীয়}$ । এরূপ- দর্শনীয় (গুণ
 হয়েছে), পানীয়, শ্রবণীয়, পালনীয় ইত্যাদি।

- তূচ-প্রত্যয় : 'চ' লোপ পায়, তূ থাকে। প্রথমা একবচনে
 'তূ' স্থলে 'তা' হয়। যেমন-

$\sqrt{\text{দা}} + \text{তূচ} = \sqrt{\text{দা}} + \text{তূ} = \sqrt{\text{দা}} + \text{তা} = \text{দাতা}$, $\sqrt{\text{মা}}$
 $+ \text{তূচ} = \text{মাতা}$, $\sqrt{\text{ক্রেট}} + \text{তূচ} = \text{ক্রেতা}$ ।

$\sqrt{\text{যুধ}} + \text{তূচ} = \sqrt{\text{যুধ}} + \text{তা} = \text{যোদ্ধা}$ [বিশেষ নিয়ম]

- গক-প্রত্যয় : 'গ' ইৎ হয় বা লোপ পায় এবং 'অক' থাকে।

যেমন-

$\sqrt{\text{পচ}} + \text{গক} = \sqrt{\text{পচ}} + \text{অক} = \text{পাচক}$ (মূল স্বরের
 বৃদ্ধি হয়ে 'অ' এর স্থলে 'আ' হয়েছে।)

$\sqrt{\text{পঠ}} + \text{গক} = \sqrt{\text{পঠ}} + \text{অক} = \text{পাঠক}$, $\sqrt{\text{নী}} + \text{গক} =$
 $\text{নৈ} + \text{অক} = \text{নায়ক}$ (প্রথম স্বরের বৃদ্ধি হয়ে 'ঈ' এর
 স্থানে 'এ' হয়েছে), $\text{গৈ} + \text{গক} = \text{গায়ক}$, $\sqrt{\text{লিখ}} + \text{গক}$
 $= \text{লেখক}$ (মূল স্বরের গুণ হয়ে 'ই' এর স্থানে 'এ'
 হয়েছে)।

ক) প্রয়োজক ধাতুর শেষে 'ই-কার' (f) লোপ পায়-
 $\sqrt{\text{পূজি}} + \text{গক} = \text{পূজক}$, $\sqrt{\text{জনি}} + \text{গক} = \text{জনক}$,
 $\sqrt{\text{চালি}} + \text{গক} = \text{চালক}$, $\sqrt{\text{স্তাবি}} + \text{গক} = \text{স্তাবক}$ ।

খ) ধাতুর শেষে 'আ-কার' (i) থাকলে অতিরিক্ত 'য়'
 যুক্ত হয়। যেমন- $\sqrt{\text{দা}} + \text{গক} = \text{দায়ক}$, $\text{বি} + \sqrt{\text{ধা}} +$
 $\text{গক} = \text{বিধায়ক}$ ।

- ঘ্যাণ-প্রত্যয় : ('ঘ' ও 'ণ' ইৎ হয় বা লোপ পায় এবং 'য-
 ফলা' (y) থাকে। কর্ম ও ভাববাচ্যে ঘ্যাণ প্রত্যয় হয়।
 যেমন-

$\sqrt{\text{কৃ}} + \text{ঘ্যাণ} = \text{কার্য} > \text{কার্য}$, $\text{পরি} + \sqrt{\text{হার}} + \text{ঘ্যাণ} =$
 পরিহার্য ; এরূপ- ধার্য, যোগ্য, বাচ্য, ভোজ্য, হাস্য
 ইত্যাদি।

বি.দ্র. আধুনিক বাংলা বানানে রেফ (r) + য + য =
 র্য হয় না 'র্য' হয়। বৃদ্ধির নিয়মে 'ঋ' থাকলে 'আর'
 হয়।

- য-প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যে যোগ্যতা/উচ্চিঅ অর্থে ব্যবহৃত
 হয়।

ক) 'য' যুক্ত হলে ধাতুর শেষে 'আ-কার' (i) এর স্থলে
 'এ-কার' হয় এবং 'য' এর স্থলে 'য়' হয়। যেমন- $\sqrt{\text{দা}}$
 $+ \text{য} = \text{দা} > \text{দে} + \text{য} = \text{দেয়}$, $\sqrt{\text{হা}} + \text{য} = \text{হেয়}$ ।
 এরূপ- বিধেয়, অজেয়, পরিমেয়, অনুমেয়,

খ) শেষে ব্যঞ্জন থাকলে য-ফলা (y) হয়। যেমন-

$\sqrt{\text{গম}} + \text{য} = \text{গম্য}$	$\sqrt{\text{লভ}} + \text{য} = \text{লভ্য}$
---	---

- গিন-প্রত্যয় : 'গ' ইং হয়ে যায় এবং 'ইন' থাকে। 'ইন' আবার দীর্ঘ-ঈ হয়।

√গ্রহ + গিন = √গ্রহ + ঈ = গ্রাহী, সত্য + √বাদ + গিন = সত্যবাদী, √পা + গিন = √পা + ঈ = পায়ী, √কৃ + গিন = √কৃ + ঈ = √কৃ > কার + ঈ = কারী
এরূপে- ভাবী, স্থায়ী, গামী, দ্রোহী ইত্যাদি।

কিন্তু 'হন' ধাতুর সাথে 'গিন' যুক্ত হলে 'হন'-এর স্থলে 'ঘাত' বসে। যেমন- √হন + গিন = √ঘাত + ঈ = ঘাতী, আত্ম + √হন + গিন = আত্ম + √ঘাত + ঈ = আত্মঘাতী।

- ইন্-প্রত্যয় :

√শ্রম + ইন্ = শ্রমী, √পা + ইন্ = পায়ী

- অল-প্রত্যয় : 'ল' ইং হয়ে যায় এবং 'অ' থাকে।

√জি + অল্ = জয়, √ক্ষি + অল্ = ক্ষয়। এরূপ- ভয়, নিচয়, বিনয়, ভেদ, বিলয়। ব্যতিক্রম : √হণ্ + অল্ = বধ।

- ইষ্ণু-প্রত্যয়

√চল + ইষ্ণু = চলিষ্ণু, √ক্ষয় + ইষ্ণু = ক্ষয়িষ্ণু, √বর্ধ + ইষ্ণু = বর্ধিষ্ণু, √সহ + ইষ্ণু = সহিষ্ণু।

- বর-প্রত্যয়

√দ্রিশ্ + বর = দ্রিশ্বর, √নশ্ + বর = নশ্বর, √ভাস্ + বর = ভাস্বর, √স্থ + বর = স্থাবর

- র-প্রত্যয়

√হিন + স্ + র = হিংস্র, √নম্ + র = নম্র

- উক/উক-প্রত্যয়

√ভূ + উক = ভৌ + উক = ভাবুক
√জাগ্ + উক = √জাগর + উক = জাগরূপ

- শানচ-প্রত্যয় : 'শ' ও 'চ' ইং হয়ে যায় 'আন' বা 'মান' থাকে। যেমন-

√দীপ্ + শানচ = দীপ্যমান, √বৃধ্ + শানচ = বর্ধমান (গুণ হয়েছে), √চল + শানচ = চলমান, √বৃৎ + শানচ = বর্তমান।

- ঘঞ-প্রত্যয় : কৃদন্ত বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়। ['ঘ' ও 'ঞ' ইং হয়ে যায় এবং 'অ' থাকে।]

√বস্ + ঘঞ = বাস (বৃদ্ধির-এর নিয়ম), √খদ্ + ঘঞ = খেদ, √ভিদ্ + ঘঞ = ভেদ, √যুজ্ + ঘঞ = যোগ (গুণ-এর নিয়মে), √ক্রুধ্ + ঘঞ = ক্রোধ।

বিশেষ নিয়ম :

√ত্যাগ্ + ঘঞ = ত্যাগ	√পচ্ + ঘঞ = পাক
√শুচ + ঘঞ = শোক	√নন্দি + অন = নন্দন

- ৪ তদ্ধিত প্রত্যয় : নাম প্রকৃতির সাথে যে অতিরিক্ত বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাদেরকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। তদ্ধিত প্রত্যয়গুলো বাক্যে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় তদ্ধিত প্রত্যয় তিন প্রকার।

০১. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

০২. বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

০৩. তৎসম বা সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

০১. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

- আ-প্রত্যয়

অবজ্ঞার্থে :

চোর + আ = চোরা, কেষ্ট + আ = কেষ্টা

বৃহদার্থে :

ডিঙি + আ = ডিঙা (সপ্তডিঙা মধুকর)

সদৃশ অর্থে :

বাঘ + আ = বাঘা, হাত + আ = হাতা, কাল + আ = কালা (চিকন কালা), কান + আ = কানা।

'তাতে আছে' বা 'তার আছে' অর্থে :

জল + আ = জলা, গোদ + আ = গোদা। এরূপ : রোগ-রোগা, চাল-চালা, লুন-লুনা > লোনা।

সমষ্টি অর্থে :

বিশ-বিশা, বাইশ-বাইশা (মাসের বাইশ > বাইশে।

স্বার্থে :

জট + আ = জটী, চোখ + আ = চোখা, চাক-চাকা।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে :

হাজির + আ = হাজিরা, চাষ + আ = চাষা।

জাত ও আগত অর্থে :

মহিষ > ভইস + আ- ভয়সা (ঘি), দখিন + আ-দখিনা > দখনে (হাওয়া)।

- আই-প্রত্যয়

ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে :

বড় + আই = বড়াই, চড়া + আই = চড়াই।

আদরার্থে :

কানু + আই = কানাই, নিম + আই = নিমাই।

স্ত্রী/পুরুষবাচক শব্দের বিপরীত :

বোন + আই = বোনাই, ননদ + আই = নন্দাই, জেঠা + আই = জেঠাই (মা)

সমগুণ বিশেষ্য :

মিঠা + আই = মিঠাই

জাত অর্থে :

ঢাকা + আই = ঢাকাই (জামদানি), পাবনা + আই = পাবনাই (শাড়ি)

বিশেষণ গঠনে :

চোরা-চোরাই (মাল), মোগল-মোগলাই (পরোটা)।

- আমি/আম/আমো/মি প্রত্যয়

ভাব অর্থে :

ইতর + আমি = ইতরামি, পাগল + আমি = পাগলামি, চোর + আমি = চোরামি, বাঁদর + আমি = বাঁদরামি, ফাজিল + আমো = ফাজলামো।

বৃত্তি বা জীবিকা অর্থে :

ঠক + আমো = ঠকামো (ঠকের বৃত্তি), ঘর + আমি = ঘরামি।

নিন্দা জ্ঞাপন :

জেঠা + মি = জেঠামি, ছেলে + মি = ছেলেমি।

○ ই/ঈ-প্রত্যয়

ভাব অর্থে :

বাহাদুর + ই = বাহাদুরি, উমেদার-উমেদারি।

বৃত্তি বা ব্যবসায় অর্থে :

ডাক্তার + ঈ = ডাক্তারি, মোক্তার + ঈ = মোক্তারি,
এরূপ- পোদ্দার-পোদ্দারি, ব্যাপার-ব্যাপারি, চাষ-চাষি।

মালিক অর্থে :

জমিদার + ঈ = জমিদারী, দোকান + ঈ = দোকানী।

জাত, আগত বুঝাতে

ভাগলপুর + ঈ = ভাগলপুরী, মাদ্রাজ + ঈ = মাদ্রাজী,
রেশম + ঈ = রেশমী, সরকার + ঈ = সরকারী।

○ ইয়া > এ-প্রত্যয়

তৎকালীনতা বোঝাতে :

সেকাল + এ = সেকালে, একাল + এ = একেলে,
ভাদর + ইয়া = ভাদরিয়া > ভাদুরে (কইমাছ)।

উপকরণ বোঝাতে :

পাথর + ইয়া = পাথুরিয়া > পাথুরে, মাটি + ইয়া >
মেটে, বালি- বেলে।

উপজীবিকা অর্থে :

জাল + ইয়া = জালিয়া > জেলে, মোট-মুটে

নৈপুণ্য বোঝাতে

খুন + ইয়া = খুনিয়া > খুনে, না (নৌকা) + ইয়া =
নাইয়া > নেয়ে, দেমাক + এ = দেমাকে।

অব্যয়জাত বিশেষণ গঠনে

টনটন + এ = টনটনে (ভ্রান), কনকন + এ =
কনকনে (শীত), গনগন + এ = গনগনে (আপ্তন),
চকচক + এ = চকচকে (জুতা)।

○ উয়া > ও-প্রত্যয়

রোগগ্রস্ত অর্থে

জ্বর + উয় = জ্বরুয়া > জ্বরো। বাত + উয়া > বেতো
(যোড়া)।

যুক্ত অর্থে

টাক + উয়া = টাকুয়া > টেকো।

উপকরণে নিমিত্ত অর্থে :

খড় + ও = খড়ো (খড় দিয়ে নির্মিত ঘর)

জাত অর্থে

ধান + উয়া = ধেনো।

সংশ্লিষ্ট অর্থে

মাঠ + উয়া = মেঠো, গাঁ + উয়া = গাঁইয়া > গৈঁয়ো

উপজীবিকা অর্থে

মাছ + উয়া > ও = মাছুয়া > মেছো।

বিশেষণ গঠনে

দাঁত + উয়া = দৈঁতো, ছাঁদ + উয়া = ছেঁদো, তেল
+ উয়া = তেলো > তেলা, কুঁজ + উয়া = কুঁজো।

○ 'উ' প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে

ঢাক + উ = ঢালু, কল + উ = কলু

○ 'উক' প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে

লাজ + উক = লাজুক, মিশ + উক = মিশুক, মিথ্যা
+ উক = মিথুক।

○ আরি/আরী/আরু প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে

ভিখ + আরী = ভিখারী, কাট্ + আরি = কাটারি,
সাঁত + আরু = সাঁতারু, শাঁখ + আরী = শাঁখারী,
বোমা + আরু = বোমারু।

○ আলি/আলো/আল > এল প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ

দাঁত + আল > দাঁতাল, লাঠি + আল = লাঠিয়াল >
লেঠেল, তেজ + আল = তেজাল, ধার + আল =
ধারাল, শাঁস + আল = শাঁসাল, জমক + আলো =
জমকালো, দুধ + আল = দুধাল > দুধেল, হিম +
আল = হিমাল > হিমেল, চতুর + আলি = চতুরালি,
ঘটক + আলি = ঘটকালি, সিঁদ + আল > এল =
সিঁদেল, সাপ + উড়িয়া = সাপুড়িয়া > সাপুড়ে।

○ উড়িয়া > উড়িয়া /উড়ে/ রে-প্রত্যয়

হাট + উড়িয় = হাটুরিয়া > হাটুরে, সাপ + উড়িয়া =
সাপুড়িয়া > সাপুড়ে, কাঠ + উড়িয় = কাঠুরিয়া >
কাঠুরে।

○ উড়-প্রত্যয় : অর্থহীন ভাবে

লেজ + উড় = লেজুড়

○ আটিয়া/টে-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে

তামা + আটিয়া = তামাটিয়া > তামাটে, ভাড়া +
আটিয়া = ভাড়াটিয়া > ভাড়াটে; এরূপ- ঝগড়া-
ঝগড়াটে, ভাড়া-ভাড়াটে, রোগা-রোগাটে।

○ অট > ট- প্রত্যয় : স্বার্থে

ভরা + ট = ভরাট, জমা + ট = জমাট।

○ লা-প্রত্যয়

বিশেষণ গঠনে

মেঘ + লা = মেঘলা।

স্বার্থে

এক + লা = একলা।

০২. বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

○ ওয়ালা > আলা (হিন্দি)

বাড়ি-বাড়িওয়ালা (মালিক অর্থে), দিল্লি-দিল্লিওয়ালা
(অধিবাসী অর্থে), মাছ-মাছওয়ালা (বৃত্তি অর্থে), দুধ-
দুধওয়ালা (বৃত্তি অর্থে)।

○ ওয়ান > আন (হিন্দি)

গাড়ি + ওয়ান = গাড়োয়ান, দার + ওয়ান =
দারোয়ান।

○ আনা > আনি (হিন্দি)

মুনশি-মুনশিয়ানা, বিবি-বিবিআনা, হিন্দু-হিন্দুয়ানি।

○ সা > সে (হিন্দি)

পানি + সা = পানসা > পানসে, এক + সা = একসা,
কাল (কাল) + সা = কালসা > কালসে।

○ গর > কর (ফারসি)

কারি + গর = কারিগর, বাজি + কর = বাজিকর,
সওদা + গর = সওদাকর।

○ গিরি (বৃত্তি অর্থে) (ফারসি)

কেরানি + গিরি = কেরানিগিরি, বাবু + গিরি =
বাবুগিরি, হিরো + গিরি = হিরোগিরি, দাদা + গিরি =
দাদাগিরি।

○ দার (ফারসি)

তাবে + দার = তাবদার, খবর + দার = খবরদার;
এরূপ- বুড়িদার, দেনাদার, চৌকিদার, পাহারদার।

○ বাজ (দক্ষ অর্থে-ফারসি)

কলম + বাজ = কলমবাজ, ধড়ি + বাজ = ধড়িবাজ,
ধোঁকা + বাজ = ধোঁকাবাজ, গলা + বাজ = গলাবাজ
+ ই = গলাবাজি (বিশেষ্য)।

○ মন্দ (ফারসি)

আক্কেল + মন্দ = আক্কেলমন্দ, গাল + মন্দ = গালমন্দ

○ বন্দী (বন্দ- ফারসি)

জবান + বন্দী = জবানবন্দী, সারি + বন্দী =
সারিবন্দী, নজর + বন্দী = নজরবন্দী, কোমর + বন্দ
= কোমরবন্দ।

○ বাজ (দক্ষ অর্থে- ফারসি)

কলম + বাজ = কলমবাজ, ধড়ি + বাজ = ধড়িবাজ,
ধোঁকা + বাজ = ধোঁকাবাজ, গলা + বাজ = গলাবাজ
+ ই = গলাবাজি।

○ খোর (অভ্যন্ত)

সুদ + খোর = সুদখোর, হারাম + খোর =
হারামখোর; এরূপ- আফিমখোর, ঘুষখোর।

○ সই-প্রত্যয় : মতো অর্থে

জুত + সই = জুতসই, মানানসই, চলনসই, টেকসই।

○ পনা-প্রত্যয় : মতো অর্থে

গিল্লী + পনা = গিল্লীপনা, বেহায়া + পনা = বেহায়াপনা।

○ ৩. সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

○ ইত-প্রত্যয় : উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে

কুসুম + ইত = কুসুমিত, তরঙ্গ + ইত = তরঙ্গিত,
কণ্টক + ইত = কণ্টকিত।

○ ইম্ন-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

মূল প্রত্যয়- ইমন এবং যুক্ত হয়- ইমা

নীল + ইমন = নীল + ইমা > নীলিমা, মহৎ + ইমন
= মহৎ + ইমা > মহিমা।

○ ইল্-প্রত্যয় : উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে

পঙ্ক + ইল্ = পঙ্কিল, উর্মি + ইল্ = উর্মিল, ফেল +
ইল = ফেলিল।

○ ইষ্ঠ-প্রত্যয় : অতিশায়নে

গুরু + ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ, লঘু + ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ।

○ ই (ঈ)- প্রত্যয় : সাধারণ বিশেষণ গঠনে

জ্ঞান + ইন = জ্ঞানিন্, সুখ + ইন্ = সুখিন্, গুণ +
ইন = গুণিন্, মান + ইন = মানিন্।

কর্তৃকারকের এক বচনে 'ইন'-এর স্থলে 'ঈ-কার' হয়-
জ্ঞান + ইন্ (ঈ) = জ্ঞানী, গুণ + ইন্ (ঈ) = গুণী,

সমাসে 'ইন' প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে তৎসম শব্দ থাকলে
'ইন'-এর 'ন' লোপ পায়।

জ্ঞান + ইন্ = জ্ঞানিন্ + গণ = জ্ঞানীগণ,

মান + ইন্ = মানিগণ = মানিগণ,

স্ত্রী লিঙ্গে 'ইন'-এর স্থলে 'ইনী' হয়।

জ্ঞান + ইনী = জ্ঞানিনী, গুণ + ইনী = গুণিনী।

○ তা ও ত্ব প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে।

বন্ধু + তা = বন্ধুতা, শত্রু + তা = শত্রুতা, বন্ধু + তা
= বন্ধুত্ব, গুরু + ত্ব = গুরুত্ব, ঘন + ত্ব = ঘনত্ব,
মহৎ + ত্ব = মহত্ব।

○ তর ও তম প্রত্যয় : অতিশায়নে।

মধুর + তর = মধুরতম, প্রিয় + তর = প্রিয়তর, প্রিয়
+ তম = প্রিয়তম।

○ নীন (ঈন্)-প্রত্যয় : তৎসম্পর্কিত অর্থে বিশেষণ গঠনে

সর্বজন + নীন (ঈন্) = সর্বজনীন, কুল + নীন (ঈন্)
= কুলীন, নব + নীন (ঈন্) = কুলীন, নব + নীন
(ঈন্) = নবীন, সর্বাঙ্গ + ঈন্ (৪০তম বিসিএস)।

○ নীয় (ঈয়) প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে

জল + নীয় (ঈয়) = জলীয়, বায়ু + নীয় (ঈয়) =
বায়বীয়, বর্ষ + নীয় (ঈয়) = বর্ষীয়।

○ র-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

মধু + র = মধুর, মুখ + র = মুখর।

○ বতুপ্ (বৎ) এবং মতুপ্ (মৎ)-প্রত্যয় [প্রথমার এক বচনে
যথাক্রমে 'বান্' ও 'মান্' হয়] : বিশেষণ গঠনে।

গুণ + বতুপ্ (বান) = গুণবান, দয়া + বতুপ্ (বান)
= দয়াবান, শ্রী + মতুপ্ (মান) = শ্রীমান, বী + মতুপ্
(মান) = বুদ্ধিমান।

○ বিন (বী) প্রত্যয় : আছে অর্থে বিশেষণ গঠনে।

মেধা + বিন্ (বী) = মেধাবী, মায়া + বিন্ (বী) =
মায়বী, তেজঃ + বিন্ (বী) = তেজস্বী, যশঃ + বিন্
(বী) = যশস্বী।

○ ষঃ (অ) প্রত্যয় [বৃদ্ধির নিয়মে পরিবর্তন]

অপত্য অর্থে :

মনু + ষঃ = মানব, যদু + ষঃ = যাদব

উপাসক অর্থে :

শিব + ষঃ = শৈব, জিন + ষঃ = জৈন। এরূপ :
শক্তি-শাক্ত, বুদ্ধ-বৌদ্ধ, বিষঃ-বৈষ্ণব।

ভাব অর্থে :

শিশ + ষঃ = শৈশব, গুরু + ষঃ = গৌরব, কিশোর +
ষঃ = কৈশোর।

সম্পর্ক বোঝাতে :

পৃথিবী + ষ = পার্থিব, দেব + ষ = দৈব, চিত্র
(একটি নক্ষত্রের নাম) + ষ = চৈত্র।

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি :

সূর্য + ষ = সৌর [সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সুর + ষ
(অ) = সৌর]

ল-প্রত্যয় :

শীত + ল = শীতল, বৎস + ল = বৎসল

ষ (য)-প্রত্যয় :

অপত্যার্থে

মনুঃ + ষ্য = মনুষ্য, জমদগ্নি + ষ্য = জামদগ্ন্য

ভাবার্থে

এই প্রত্যয়ের 'ষ' ও 'ণ' ইৎ হয়ে যায়। এই প্রত্যয় যোগ
হলে প্রকৃতির আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়। শেষে 'র' থাকলে
রেফ হয় এবং আদি বর্ণ (প্রত্যয়ের) বসে।

সুন্দর + ষ্য = সৌন্দর্য, শূর + ষ্য = শৌর্য, ধীর +
ষ্য = ধৈর্য, কুমার + ষ্য = কৌমার্য, বিশিষ্ট + ষ্য =
বৈশিষ্ট্য। এরূপ- চাতুর্য, মাধুর্য, সাহচর্য (৩০তম
বিসিএস), আহর্য, সৌন্দর্য, ব্যবহার্য, ঔদার্য, আচার্য,
শৌর্য।

○ ষিঃ (ই)- প্রত্যয় : অপত্য অর্থে

রাবণ + ষিঃ = রাবণি (রাবণের পুত্র), দশরথ + ষিঃ
= দশরথি।

○ ষিঃক (ইক)-প্রত্যয়

সাহিত্য + ষিঃক = সাহিত্যিক, বেদ + ষিঃক =
বেদিক, বিজ্ঞান + ষিঃক = বৈজ্ঞানিক।

বিষয়ক অর্থে

সমুদ্র + ষিঃক = সামুদ্রিক, নগর-নাগরিক, মাস-
মাসিক, ধর্ম-ধার্মিক, সমর-সামরিক, সমাজ-
সামাজিক।

○ বিশেষণ গঠনে :

হেমন্ত + ষিঃক = হৈমন্তিক, আকস্মাৎ + ষিঃক =
আকস্মিক।

○ ষেঃয় (এয়)-প্রত্যয় :

ভগিনী + ষেঃয় = ভাগিনেয়, অগ্নি + ষেঃয় =
আগ্নেয়, বিমাতৃ (বিমাতা) + ষেঃয় = বৈমাগ্নেয়।

সন্ধি

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. 'সদ্যোজাত' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]

ক. সৎ + জাত খ. সদ্যো + জাত
গ. সদ্যঃ + জাত ঘ. সদ্য + জাত উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : এটি 'স-জাত' বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ। 'অ-কার' +
বিসর্গ (ঃ) এর পর পরপদে অ/আ, বর্ণের ৩য়, ৪র্থ এবং
৫ম অথবা য, ও, ল, ব, হ একপে থাকলে পূর্বপদের বিসর্গ

(ঃ) হয়ে যায় 'ও-কার'। যেমন- ততঃ + অধিক =
ততোধিক, মনঃ + গড়া = মনোগড়া, সদ্যঃ + জাত =
সদ্যোজাত।

০২. 'রবীন্দ্র' এর সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]

ক. রবী + ইন্দ্র খ. রবী + ঈন্দ্র
গ. রবি + ইন্দ্র ঘ. রবি + ঈন্দ্র উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : এটি একটি স্বরসন্ধির উদাহরণ। প্রথম পদের 'হ্রস্ব-
ই' বা 'দীর্ঘ-ঈ' ধ্বনির সঙ্গে দ্বিতীয় পদের প্রথমে 'হ্রস্ব- ই' বা
'দীর্ঘ-ঈ' ধ্বনির মিলনে 'দীর্ঘ-ঈ' হয়ে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জননের
সাথে যুক্ত হয়। যেমন- অতি + ইত = অতীত, প্রতি +
ইতি = প্রতীতি, রবি + ইন্দ্র, পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা
ইত্যাদি। [শর্টকাট : ই/ঈ + ই/ঈ = ঈ]

০৩. 'দ্বৈপায়ন' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [৩৫তম
বিসিএস]

ক. দ্বীপ + আয়ন খ. দ্বীপ + অয়ন
গ. দ্বিপ + অনট ঘ. দ্বীপ + অনট উত্তর : খ

ব্যাখ্যা : এটি একটি স্বরসন্ধির উদাহরণ। 'অ-কার' কিংবা
'আ-কার' এর পর 'অ-কার' কিংবা 'আ-কার' থাকলে উভয়ে
মিলে 'আ-কার' হয় এবং 'আ-কার' পূর্ববর্তী ব্যঞ্জননের সাথে
যুক্ত হয়। যেমন : নব + অন্ন = নবান্ন, স্ব + অধীন =
স্বাধীন, হিম + অচল = হিমাচল, দ্বীপ + অয়ন =
দ্বৈপায়ন। [শর্টকাট : অ/আ + অ/আ = আ]

০৪. সন্ধিসাধিত 'পরস্পর' কোন ধরনের সন্ধির দৃষ্টান্ত? [৩২তম
বিসিএস]

ক. ব্যঞ্জনধ্বনি খ. স্বরধ্বনি
গ. নিপাতনে সিদ্ধ ঘ. বিসর্গ সন্ধি উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : পরস্পর হল নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি এর উদাহরণ।
সন্ধির প্রচলিত নিয়ম না মেনে যে সন্ধি হয়, তাকে নিপাতনে
সিদ্ধ সন্ধি বলে। নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধিসমূহ মনে রাখুন
সহজে : 'আশ্চর্য' বিষয় একাদশ বৃহস্পতি বারে বনস্পতি ও
তক্ষর পরস্পর গবাক্ষ চুরি করে আসছিল। তখন নায়িকা
ষোড়শী ও মনীষার অন্যান্য বান্ধবীদের সাথে দেখা করল
এবং পতঞ্জলিকে ডেকে বলল, এই কুলটা নারী প্রায়শ্চিত্ত
করলে দ্যুলোকে যাবে। সন্ধিবিচ্ছেদ : আ + চর্য = আশ্চর্য,
এক + দশ = একাদশ, বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি, বন +
পতি = বনস্পতি, তৎ + কর = তক্ষর, পর + পর =
পরস্পর, গো + অক্ষ = গবাক্ষ, ষট্ + দশ = ষোড়শ,
মনস্ + ঈষা = মনীষা, পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি, কুল +
অটা = কুলটা, প্রায় + চিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত, দিব্ + লোক =
দ্যুলোক।

০৫. 'বাগাড়ম্বর' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- [৩০তম বিসিএস]

ক. বাগ + অম্বর খ. বাগ + আড়ম্বর
গ. বাক + অম্বর ঘ. বাক + আড়ম্বর উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : এটি একটি ব্যঞ্জন-স্বরে সন্ধির (ব্যঞ্জন সন্ধি)
উদাহরণ। যদি কোন সন্ধির পূর্বপদে শেষে বর্ণের প্রথম
ব্যঞ্জনধ্বনি (ক/চ/ট/ত/প) থাকে এবং পরপদের প্রথমে

স্বরধ্বনি হয় তাহলে ব্যঞ্জনধ্বনিটি ঐ বর্ণের তৃতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন- বাক্ (শেষ বর্ণ বর্ণের প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনি) + আড়ম্বর (পরপদের শুরু 'আ' একটি ব্যঞ্জনধ্বনি) = বাগাড়ম্বর। এরূপ- দিক্ + অন্ত = দিগন্ত, সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত, গিচ্ + অন্ত = গিজন্ত। [শর্টকাট : ক/চ/ট/ত/প + স্বরধ্বনি = গ/জ/ড/দ/ব]

০৬. 'জৈনক' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ- [২৯তম বিসিএস]

ক. জন + এক খ. জন + এক
গ. জৈন + এক ঘ. জন + ঙ্ক উত্তর : খ

ব্যাখ্যা : এটি একটি স্বরসন্ধির উদাহরণ। সন্ধির নিয়মানুসারে, প্রথম পদের শেষে 'অ-ধ্বনি' বা 'আ-ধ্বনি' এর পর পরপদে 'এ-কার' থাকলে উভয়ে মিলে 'ঐ-কার' হয় এবং তা পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন- হিত + এষী = হিতৈষী, জন + এক = জৈনক। [শর্টকাট : অ/আ + এ/ঐ = ঐ]

০৭. কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির উদাহরণ? [২৭তম বিসিএস]

ক. বাক + দান = বাগদান
খ. উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ
গ. পর + পর = পরস্পর
ঘ. সম + সার = সংসার উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : ০৪ নং প্রশ্নের সমাধানে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির উদাহরণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

০৮. 'প্রাতরাশ' এর সন্ধি- [২৩তম বিসিএস]

ক. প্রাত + রাশ খ. প্রাতঃ + রাশ
গ. প্রাতঃ + আশ ঘ. প্রাত + আশ উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : এটি একটি সংস্কৃত বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ। বিসর্গ সন্ধির নিয়মানুসারে, পূর্বপদের শেষে বিসর্গ থাকলে এবং পরপদে স্বরধ্বনি, বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ কিংবা য, র, ল, ব, হ থাকলে 'অ-কারের' পরস্থিত 'র-জাত' বিসর্গের স্থানে 'র্' হয় এবং তা পরপদের আদ্যবর্ণের সাথে যুক্ত হয়। যেমন- নিঃ + অবধি = নিরবধি, নিঃ + আকার = নিরাকার, প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ। [শর্টকাট : পূর্বপদের শেষে বিসর্গ (ঃ) + স্বরধ্বনি = র্ + স্বরধ্বনি]

০৯. 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? [১৮তম বিসিএস]

ক. রূপতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব
গ. পদক্রম ঘ. বাক্য প্রকরণ উত্তর : খ

১০. সন্ধির প্রধান সুবিধা কী? [১৮তম বিসিএস]

ক. পড়ার সুবিধা খ. লেখার সুবিধা
গ. উচ্চারণের সুবিধা ঘ. শোনার সুবিধা উত্তর : গ

১১. 'ষড়ঋতু' শব্দের যথার্থ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [১৫তম বিসিএস]

ক. ষড় + ঋতু খ. ষড়ু + ঋতু
গ. ষট + ঋতু ঘ. ষট্ + ঋতু উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : এটি একটি ব্যঞ্জন-স্বরে (ব্যঞ্জন সন্ধি) সন্ধির উদাহরণ। যদি পূর্বপদের শেষে প্রথম ব্যঞ্জন (ক, চ, ট, ত, প) থাকে, পরপদের প্রথমটি স্বরধ্বনি হয় তাহলে ক এর স্থানে গ অথবা চ এর স্থানে জ অথবা ট এর স্থানে ড (ড়) অথবা ত এর স্থানে দ এবং প এর স্থানে ব হয় এবং পরপদের স্বরধ্বনি গ/জ/ড/ড়/দ/প এর সাথে যুক্ত হয়। যেমন- ষট্ + আনন = ষড়ানন, ষট্ + ঋতু = ষড়ঋতু। [শর্টকাট : ক/চ/ট/ত/প + স্বরধ্বনি = গ/জ/ড (ড়)/দ/ব + স্বরধ্বনি]

১২. 'দ্যুলোক' শব্দের যথার্থ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [১৫তম বিসিএস]

ক. দুঃ + লোক খ. দিব + লোক
গ. দ্বি + লোক ঘ. দ্বিঃ + লোক উত্তর : খ

ব্যাখ্যা : এটি একটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির উদাহরণ। ০৪ নং প্রশ্নের সমাধানে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির আরও উদাহরণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

১৩. 'রত্নাকর' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [১০ম বিসিএস]

ক. রত্না + কর খ. রত্ন + কর
গ. রত্না + আকার ঘ. রত্ন + আকার উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : এটি একটি স্বরসন্ধির উদাহরণ। 'অ-কার' কিংবা 'আ-কার' এর পর 'অ-কার' কিংবা 'আ-কার' থাকলে উভয়ে মিলে 'আ-কার' হয় এবং 'আ-কার' পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন : নব + অন্ন = নবান্ন, স্ব + অধীন = স্বাধীন, হিম + অচল = হিমাচল, রত্ন + আকার = রত্নায়ন। [শর্টকাট : অ/আ + অ/আ = আ]

সন্ধির প্রাসঙ্গিক নিয়মসূত্রের বর্ণনা

সন্ধি কী ও কেন? : সন্ধিহিত দুটি ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। দ্রুত উচ্চারণের ফলে পরস্পর সন্ধিহিত দুটো ধ্বনির মিলনে যে ধ্বনিগত পরিবর্তন হয় তাকেই সন্ধি বলা হয়। যেমন- আশা + অতীত = আশাতীত। হিম + আলয় = হিমালয়।

○ সন্ধির উদ্দেশ্য স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা এবং ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন। সন্ধির মিলন কয়েক রকম হতে পারে-

- ধ্বনির মিলন বা রূপান্তর
- ধ্বনি-লোপ
- ধ্বনি বিকৃতি বা বদল বা পরিবর্তন

সন্ধি কেন প্রয়োজন? :

- ধ্বনি-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সন্ধি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
- নতুন শব্দ গঠনের জন্য সন্ধির প্রয়োজন রয়েছে।
- শব্দের আকার ছোট করতেও সন্ধির প্রয়োজন রয়েছে।
- সন্ধির ফলে ভাষা সাবলীল ও শ্রুতিমধুর হয়।
- সর্বোপরি ভাষার উচ্চারণের সৌন্দর্য ও শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি, ভাষাকে প্রাজ্ঞল ও সংক্ষিপ্ত করতে সন্ধির প্রয়োজন অপরিসীম।

সন্ধির প্রকারভেদ

সন্ধি মূলত সংস্কৃতাগত; অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার সন্ধি বা তৎসম সন্ধি। বাংলা ভাষার নিজস্ব উচ্চারণ আলাদা বলে বাংলা ভাষার সন্ধির নিয়মও আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাংলা মৌখিক ভাষার সন্ধি বা ধ্বনি পরিবর্তনের যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা ‘খাঁটি বাংলা সন্ধি’ নামে পরিচিত।

বাংলা সন্ধি দুই রকমের। যথা-

ক. স্বরসন্ধি এবং খ. ব্যঞ্জনসন্ধি

ক. স্বরসন্ধি	খ. ব্যঞ্জনসন্ধি
--------------	-----------------

তৎসম সন্ধি তিন প্রকার। যথা-

ক. স্বরসন্ধি	খ. ব্যঞ্জনসন্ধি	গ. বিসর্গ সন্ধি
--------------	-----------------	-----------------

স্বরসন্ধি :

স্বরধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে।

০১. সন্ধিতে দুটি সন্নিহিত স্বরের একটি লোপ পায়। যেমন-

অ + এ = এ (‘অ’ লোপ)

শত + এক = শতেক, কত + এক = কতেক।

আ + আ = আ (একটি ‘আ’ লোপ)

শাঁখা + আরি = শাঁখারি, রূপা + আলি = রূপালি

আ + উ = উ (‘আ’ লোপ)

মিথ্যা + উক = মিথ্যুক, হিংসা + উক = হিংসুক, নিন্দুক

ই + এ = ই (‘এ’ লোপ)

কুড়ি + এক = কুড়িক, ধনিক, গুটিক

০২. কোন কোন স্থলে পাশাপাশি দুটি স্বরের শেষেরটি লোপ পায়। যেমন- যা + ইচ্ছা + তাই = যাচ্ছেতাই। এখানে (আ + ই) এর মধ্যে ই লোপ পেয়েছে।

ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বরে আর ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরে মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।

০১. প্রথম ধ্বনি অঘোষ এবং পরবর্তী ধ্বনি ঘোষ হলে, দুটি মিলে ঘোষ ধ্বনি দ্বিত্ব হয়। যেমন- ছোট + দা = ছোড়দা।

০২. আর + না = আনা, চার + টি = চাট্টি, ধর্ + না = ধনা, দুর্ + ছাই = দুচ্ছাই।

০৩. নাত + জামাই = নাজ্জামাই (ত্ + জ্ = জ্জ), বদ্ + জাত = বজ্জাত, হাত + ছানি = হাচ্ছানি।

০৪. পাঁচ + শ = পাঁশশ। সাত + শ = সাশ্শ, পাঁচ + সিকা = পাঁশসিকা।

০৫. বোন + আই = বোনাই, চুন + আরি = চুনারি, তিল + এক = তিলেক, বার + এক = বারেক, তিন + এক = তিনেক।

০৬. কাঁচা + কলা = কাঁচকলা, নাতি + বৌ = নাতবৌ, ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়দৌড়, ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়াগাড়ি ইত্যাদি।

৪ তৎসম শব্দের সন্ধি

০১. স্বরসন্ধি, ০২. ব্যঞ্জনসন্ধি এবং ০৩. বিসর্গ সন্ধি

০১. স্বরসন্ধি : স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বরসন্ধি।

→ ‘অ-কার’ কিংবা ‘আ-কার’ এর পর ‘অ-কার’ কিংবা ‘আ-কার’ থাকলে উভয়ে মিলে ‘আ-কার’ হয় এবং ‘আ-কার’ পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + অ = আ

নর + অধম = নরাধম, নব + অন্ন = নবান্ন, স্ব + অধীন = স্বাধীন, সূর্য + অন্ত = সূর্যন্ত, হিমাচল, প্রাণাধিক, হস্তান্তর, হিতাহিত ইত্যাদি।

অ + আ = আ

হিম + আলয় = হিমালয়, দণ্ড + আদেশ = দণ্ডদেশ, হত + আশা = হতাশা, দেবালয়, রত্নাকর [১০ম বিসিএস], সিংহাসন ইত্যাদি।

আ + অ = আ

যথা + অর্থ = যথার্থ, আশা + অতীত = আশাতীত, তুরা + অধিত = তুরাধিত, কথা + অমৃত = কথামৃত, মহা + অর্থ = মহার্থ ইত্যাদি।

আ + আ = আ

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়, মহা + আশয় = মহাশয়, কারা + আগার = কারাগার, সদা + আনন্দ = সদানন্দ।

→ প্রথম পদের শেষে ‘হ্রস্ব-ই’ বা ‘দীর্ঘ-ঈ’ ধ্বনির সঙ্গে দ্বিতীয় পদের প্রথমে ‘হ্রস্ব-ই’ বা ‘দীর্ঘ-ঈ’ ধ্বনির যোগে দীর্ঘ ‘ঈ-কার’ হয়ে আগের বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

ই + ই = ঈ

অতি + ইত = অতীত, প্রতি + ইতি = প্রতীতি, অতি + ইন্দ্র = অতীন্দ্র, রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র [৩৬তম বিসিএস] ইত্যাদি।

ই + ঈ = ঐ

পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা, প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা, অধি + ঈশ্বর = অধীশ্বর ইত্যাদি।

ঈ + ই = ঐ

শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র, সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র, সুধী + ইন্দ্র = সুধীন্দ্র ইত্যাদি।

ঈ + ঈ = ঐ

সতী + ঈশ = সতীশ, মহী + ঈশ্বর = মহীশ্বর, শ্রী + ঈশ = শ্রীশ।

→ প্রথম পদের শেষে ‘হ্রস্ব-উ’ বা ‘দীর্ঘ-ঊ’ ধ্বনির সঙ্গে দ্বিতীয় পদের প্রথমে ‘হ্রস্ব-উ’ বা ‘দীর্ঘ-ঊ’ ধ্বনির মিলনে ‘দীর্ঘ-ঊ’ কার হয়ে আগের বর্ণে যুক্ত হয়।

উ + উ = উ

কটু + উক্তি = কটুক্তি, সু + উক্তি = সূক্তি, মরু + উদ্যান = মরুদ্যান ইত্যাদি।

উ + উ = উ

লঘু + উর্মি = লঘূর্মি, তনু + উর্ধ্ব = তনুর্ধ্ব, বহু + উর্ধ্ব = বহুর্ধ্ব ইত্যাদি।

উ + উ = উ

বধূ + উক্তি = বধূক্তি, বধূ + উৎসব = বধূৎসব, বধূ + উচিৎ = বধূচিত ইত্যাদি।

উ + উ = উ। ভূ + উর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।

→ প্রথম পদের শেষে 'অ-ধ্বনি' বা 'আ-ধ্বনি' এর পর দ্বিতীয় পদের প্রথমে 'হ্রস্ব-ই' বা 'দীর্ঘ-ঈ' ধ্বনির মিলনে 'এ-কার' হয়ে পূর্বের বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + ই = এ

সত্য + ইন্দ্র = সত্যেন্দ্র, স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা, শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা ইত্যাদি।

আ + ই = এ

মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র, যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট, যথা + ইচ্ছা = যথেষ্ট ইত্যাদি।

অ + ঈ = এ

অপ + ঈক্ষা = অপেক্ষা, গণ + ঈশ = গণেশ, পরশ + ঈশ = পরমেশ ইত্যাদি।

আ + ঈ = এ

মহা + ঈশ, মহা + ঈশ্বর = মহেশ্বর ইত্যাদি।

→ প্রথম পদের শেষে 'অ-ধ্বনি' বা 'আ-ধ্বনি' এর পর দ্বিতীয় পদের প্রথমে 'হ্রস্ব-উ' বা 'দীর্ঘ-ঊ' ধ্বনির মিলনে 'ও-কার' হয়ে আগের বর্ণে যুক্ত হয়। [শর্টকাট : অ/আ + উ/ঊ = ও] যেমন-

অ + উ = ও

সর্ব + উচ্চ = সর্বোচ্চ, সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়, প্রশ্ন + উত্তর = প্রশ্নোত্তর।

অ + ঊ = ও

নব + উট = নবোটা, গৃহ + উর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব, সর্ব + উর্ধ্ব = সর্বোর্ধ্ব ইত্যাদি।

আ + উ = ও

যথা + উচিত = যথোচিত, কথা + উপকথন = কথোপকথন, যথা + উপযুক্ত = যথোপযুক্ত ইত্যাদি।

অ + ঊ = ও

গঙ্গা + উর্মি = গঙোর্মি, মহা + উর্মি = মহোর্মি ইত্যাদি।

→ প্রথম পদের শেষে 'অ-ধ্বনি' বা 'আ-ধ্বনি' এর পর দ্বিতীয় পদের প্রথমে 'এ-ধ্বনি' বা 'ঐ-ধ্বনি' এর মিলনে 'ঐ-কার' হয় এবং তা আগের বর্ণে যুক্ত হবে। [শর্টকাট : অ/আ + ঐ/ঐ = ঐ]। যেমন-

অ + ঐ = ঐ

জন + এক = জনৈক, হিত + ঐষী = হিতৈষী।

অ + ঐ = ঐ

মত + ঐক্য = মতৈক্য, রাজ + ঐশ্বর্য = রাজৈশ্বর্য।

আ + ঐ = ঐ

তথা + এবচ = তথৈবচ, তথা + এব = তথৈব, সদা + এব = সদৈব ইত্যাদি।

আ + ঐ = ঐ

মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য, মহা + ঐক্য = মহৈক্য।

→ প্রথম পদের শেষে 'অ-ধ্বনি' বা 'আ-ধ্বনি' এর পর দ্বিতীয় পদের প্রথমে 'ও-ধ্বনি' বা 'ঔ-ধ্বনি' এর মিলনে 'ঔ-কার' হয়ে আগের বর্ণে যুক্ত হয়। [শর্টকাট : অ/আ + ও/ঔ = ঔ]। যেমন-

অ + ও = ঔ

বন + ওষধি = বনৌষধি।

আ + ও = ঔ

এহা + ওষধি = মহৌষধি।

অ + ঔ = ঔ

পরম + ঔষধ = পরমৌষধ, চিত্ত + ঔদার্য = চিত্তৌদার্য।

আ + ঔ = ঔ

মহা + ঔষধ = মহৌষধ।

→ প্রথম পদের শেষে 'ই-ধ্বনি' বা 'ঈ-ধ্বনি' এর পর দ্বিতীয় পদের প্রথমে 'ই' ও 'ঈ' ছাড়া অন্য কোন স্বরধ্বনি থাকলে ই/ঈ এর স্থানে 'য-ফলা (Y)' হয় এবং স্বরধ্বনি চিহ্ন পূর্ববর্ণের সাথে যুক্ত হয়। [শর্টকাট : ই/ঈ + ই/ঈ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি = য/য-ফলা (Y) + স্বরধ্বনি]। যেমন-

ই + অ = য বা য-ফলা (Y) + অ

অতি + অন্ত = অত্যন্ত, অধি + অক্ষ = অধ্যক্ষ, প্রতি + অহ = প্রত্যহ, পরি + অন্ত = পর্যন্ত ইত্যাদি।

ই + আ = য বা য-ফলা (Y) + আ

ইতি + আদি = ইত্যাদি, প্রতি + আশা = প্রত্যাশা, অতি + আশ্রয় = অত্যাশ্রয়।

ই + উ = য বা য-ফলা + উ

অতি + উক্তি = অতুক্তি, উপরি + উপরি = উপরুপরি, প্রতি + উত্তর = প্রত্যুত্তর ইত্যাদি।

ই + এ = য বা য-ফলা (Y) + এ

প্রতি + এক = প্রত্যেক।

ঈ + আ = য বা য-ফলা (Y) + আ

মসী + আধার = মস্যাদার।

→ প্রথম পদের শেষে উ/ঊ ধ্বনি এবং দ্বিতীয় পদের প্রথমে উ/ঊ ছাড়া অন্য স্বরধ্বনি থাকলে, উ/ঊ ধ্বনি এর স্থলে 'ব-ফলা' হয় এবং স্বরধ্বনি চিহ্ন পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। [শর্টকাট : উ/ঊ + অন্য স্বরধ্বনি = ব-ফলা + উ/ঊ ভিন্ন স্বরধ্বনি চিহ্ন]। যেমন-

উ + অ = ব-ফলা + অ

সু + অল্প = স্বল্প, অনু + অয় = অঘয়।

উ + আ = ব-ফলা + আ

সু + আগত = স্বাগত, পশু + আচার = পশ্চাচার।

উ + ই = ব-ফলা + ই

অনু + ইত = অস্থিত

উ + ঈ = ব-ফলা + ঈ

তনু + ঈ = তস্থী।

উ + এ = ব-ফলা + এ

অনু + এষণ = অবেষণ।

- প্রথম পদের শেষে ‘ঋ-ধ্বনি’ এবং দ্বিতীয় পদের প্রথমে ‘ঋ-ধ্বনি’ ছাড়া অন্য স্বরধ্বনি থাকলে, ঋ-ধ্বনির জায়গায় ‘র-ফলা’ হয় এবং অন্য স্বরধ্বনির চিহ্ন পূর্বপদের শেষ বর্ণের সাথে যুক্ত হয়।

ঋ + অ = র-ফলা + অ

পিতৃ + অনুমতি = পিত্রনুমতি

ঋ + আ = র-ফলা + আ

পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়, মাতৃ + আদেশ = মাত্রাদেশ

ঋ + ই = র + ই

পিতৃ + ইচ্ছা = পিত্রিচ্ছা

- প্রথম পদের শেষে অ/আ ধ্বনি এবং দ্বিতীয় পদের প্রথমে ‘ঋ’ থাকলে উভয়ে মিলে আর্ত হয়। [শর্টকাট : অ/আ + ঋ = অর]। যেমন-

অ + ঋ = অর

দেব + ঋষি = দেবর্ষি, উত্তম + ঋণ = উত্তমর্গ, শোক + ঋত = শোকার্ভ।

আ + ঋ

রাজা + ঋষি = রাজর্ষি, মহা + ঋষি = মহর্ষি।

- প্রথম পদের শেষে অ/আ ধ্বনি এবং দ্বিতীয় পদে ‘ঋত’ থাকলে উভয়ে মিলে আর্ত হয়। [শর্টকাট : অ/আ + ঋত = আর্ত]। যেমন-

অ + ঋত = আর্ত

দুঃখ + ঋত = দুঃখার্ভ, শীত + ঋত = শীতার্ভ, শোক + ঋত = শোকার্ভ, ভয় + ঋত = ভয়ার্ভ।

আ + ঋত = আর্ত

তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ভ, ক্ষধা + ঋত = ক্ষুধার্ভ।

- প্রথম পদের শেষে এ/ঐ/ও/ঔ ধ্বনি এবং দ্বিতীয় পদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে যথাক্রমে অয়/আয়/অব/আব হয় এবং দ্বিতীয় পদের স্বরধ্বনি প্রথম পদের সাথে যুক্ত হয়। [শর্টকাট : এ/ঐ/ও/ঔ + স্বরধ্বনি = অয়/আয়/অব/আব + স্বরধ্বনি]। যেমন-

এ + স্বরধ্বনি = অয় + স্বরধ্বনি

শে + অন = শয়ন, নে + অন = নয়ন।

ঐ + স্বরধ্বনি = আয় + স্বরধ্বনি

নৈ + অক = নায়ক, গৈ + অক = গায়ক।

ও + স্বরধ্বনি = অব + স্বরধ্বনি

ভো + অন = ভবন, পো + অন = পবন।

ঔ + স্বরধ্বনি = আব + স্বরধ্বনি

পৌ + অব = পাবক, ভৌ + অব = ভাবুক, নৌ + ইক = নাবিক।

- নিপাতনে সিদ্ধ বা নিয়ম-বহির্ভূত সন্ধি : সন্ধির প্রচলিত নিয়ম না মেনে যে সন্ধি হয়, তাকে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বলে।

গো + অক্ষ = গবাক্ষ	প্র + উড় = প্রৌড়
স্ব + ঈর = স্বৈর	মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড
কুল + অটা = কুলটা	গো + অস্থি = গবাস্থি
গো + ইন্দ্র = গবেন্দ্র	পর + পর = পরস্পর
প্র + এষণ = প্রেষণ	শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন
রক্ত + ওষ্ঠ = রক্তোষ্ঠ	বিষ + ওষ্ঠ = বিষোষ্ঠ

মনে রাখুন কৌশলে : স্বৈরশাসক গবেন্দ্র কুলটা প্রৌড় গবাদি (গবাস্থি) পশু গবাক্ষকে প্রেষণে বোঝাতে (বিষোষ্ঠ) রক্ত (রক্তোষ্ঠ) শুদ্ধির (শুদ্ধোদন) জন্য মার্তণ্ড নামক ডাক্তারের নিকট পাঠাবে কি না তা পরস্পরের সাথে আলাপ করে নিল।

০২. ব্যঞ্জনসন্ধি : স্বরে-ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে-স্বরে ও ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। ব্যঞ্জনসন্ধিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ব্যঞ্জনে-স্বরে	স্বরে-ব্যঞ্জনে	ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে
----------------	----------------	-------------------

ব্যঞ্জনে-স্বরে

- পূর্বপদের শেষে বর্ণের প্রথম ব্যঞ্জন (ক, চ, ট, ত, প) থাকলে এবং পরপদের প্রথমটি স্বরধ্বনি হলে ব্যঞ্জনধ্বনিটি ঐ বর্ণের তৃতীয় ধ্বনিতে (‘ক’ এর স্থানে ‘গ’ অথবা ‘চ’ এর স্থানে ‘জ’ অথবা ‘ট’ এর স্থানে ‘ড (ড়)’ অথবা ‘ত’ এর স্থানে ‘দ’ অথবা ‘প’ এর স্থানে ‘ব’) পরিণত হবে এবং পরপদের স্বরধ্বনি বর্ণের তৃতীয় ধ্বনির সাথে যুক্ত হবে। [শর্টকাট : ক/চ/ট/ত/প + স্বরধ্বনি = গ/জ/ড(ড়)/দ/ব + স্বরধ্বনি] যেমন-

ক + অ = গ + অ

দিক্ + অন্ত = দিগন্ত

ক + আ = গ + আ

বাক্ + আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর

চ + অ = জ + অ

গিচ্ + অন্ত = গিজন্ত, অচ্ + অন্ত = অজন্ত।

ট + আ = ড (ড়) + আ

ষট্ + আনন = ষড়ানন।

ট + ঋ = ড + ঋ

ষট্ + ঋতু = ষড়ঋতু। [১৫তম বিসিএস]

ত + অ = দ + অ

তৎ + অবধি = তদবধি।

প + অ = ব + অ

সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত।

স্বরে-ব্যঞ্জে সন্ধি

- পূর্বপদের শেষে যদি স্বরধ্বনি থাকে এবং পরপদের প্রথম ধ্বনি যদি 'ছ' হয় তবে সন্ধির নিয়মানুসারে 'ছ' ধ্বনি হবে 'চ্ছ' এবং স্বরধ্বনি 'চ্ছ' এর পূর্বে হবে। [শর্টকাট : স্বরধ্বনি + ছ = স্বরধ্বনি] + চ্ছ। যেমন-

অ + ছ = অ + চ্ছ

প্র + ছদ = প্রচ্ছদ, বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া, মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি, এক + ছত্র = একচ্ছত্র।

আ + ছ = আ + চ্ছ

আ + ছন্ন = আচ্ছন্ন, আ + ছাদন = আচ্ছাদন, কথা + ছলে = কথাচ্ছলে।

ই + ছ + ই + চ্ছ

পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ, বি + ছেদ = বিচ্ছেদ

উ + ছ = উ + চ্ছ

তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া।

ব্যঞ্জে-ব্যঞ্জে

- প্রথম পদে 'ত/ৎ' বা 'দ' এবং পরপদের শুরুতে 'চ' বা 'ছ' থাকলে 'ত/ৎ' বা 'দ' এর স্থান 'চ' হয়। [শর্টকাট : ত/ৎ/দ + চ/ছ = চ + চ/ছ]। যেমন-

ৎ + চ = চ্চ

সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র, চলৎ + চিত্র = চলচ্চরিত্র, শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র, সৎ + চিন্তা = সচ্চিন্তা, ।

দ + চ = চ্চ

বিপদ + চিন্তা = বিপচ্চিন্তা, বিপদ + চয় = বিপচ্চয়।

ৎ + ছ = চ্ছ

উৎ + ছিন্ন = উচ্ছিন্ন, উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।

দ + ছ = চ্ছ

তদ + ছবি = তদচ্ছবি, বিপদ + ছায়া = বিপচ্ছায়া।

- প্রথম পদের শেষে 'ৎ' বা 'দ' এবং পরপদের শুরুতে 'জ' বা 'ঝ' থাকলে 'ৎ' বা 'দ' এর স্থান 'জ' হয়। [শর্টকাট : ত/ৎ/দ + জ/ঝ = জ + জ/ঝ]। যেমন-

ৎ + জ = জ্জ

উৎ + জল = উজ্জল, যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন, জগৎ + জীবন = জগজ্জীবন, তৎ + জন্য = তজ্জন্য, সৎ + জন = সজ্জন।

দ + জ = জ্জ

বিপদ + জনক = বিপজ্জনক, বিপদ + জাল = বিপজ্জাল

ৎ + ঝ = জ্ঝ

কুৎ + বাটিকা = কুজ্জটিকা

- প্রথম পদের শেষে 'ত' বা 'দ' এবং পরপদের শুরুতে 'শ' থাকলে উভয়ের পরিবর্তে 'চ্ছ' হয়। [শর্টকাট : ত/ৎ/দ + শ = চ্ছ]। যেমন-

ত/ৎ + শ = চ + ছ = চ্ছ

উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস, চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি, উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল।

- প্রথম পদের শেষে 'ত' বা 'দ' এবং পরপদের শুরুতে 'ড/ঢ' থাকলে উভয়ে মিলে 'ডড'/'ডঢ' হয়। [শর্টকাট : ত/দ + ড/ঢ = ডড/ডঢ]। যেমন-

ত/ৎ + ড = ডড

উৎ + ডীন = উড্ডীন।

ত + ঢ = ডঢ

বৃহৎ + ঢকা = বৃহডঢকা।

- প্রথম পদের শেষে 'ত' বা 'দ' এবং পরপদের শুরুতে 'হ' থাকলে উভয়ে মিলে 'দ্ব' হয়। [শর্টকাট : ত/দ + হ = দ্ব]। যেমন-

ত + হ = দ্ব

উৎ + হার = উদ্বার, উৎ + হতি = উদ্বৃতি, উৎ + হত = উদ্বৃত।

দ + হ = দ্ব

তদ্ + হিত = তদ্বিত, পদ + হতি = পদ্বতি।

- প্রথম পদের শেষে 'ত/ৎ' বা 'দ' এবং পরপদের শুরুতে 'ল' থাকলে উভয়ে মিলে 'ল্ল' হয়। [শর্টকাট : ত/দ + ল = ল্ল]। যেমন-

ত/ৎ + ল = ল্ল

উৎ + লাস = উল্লাস, উৎ + লেখ = উল্লেখ, উৎ + লিখিত = উল্লিখিত, উৎ + লেখ্য = উল্লেখ্য।

- কোন অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পরে ঘোষ ধ্বনি আসলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনিটি তার নিজের বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। অর্থাৎ অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি (ক/চ/ট/ত/প) + বর্গের ওয়/৪র্থ/৫ম বা য, র, ব = বর্গের ওয় + বর্গের ওয়/৪র্থ/৫ম বা য, র, ব হয়। [শর্টকাট : বর্গের প্রথম ধ্বনি তৃতীয় ধ্বনি হয়ে যায়]। যেমন-

ক + দ = গ + দ

বাক্ + দান = বাগদান, বাক্ + দেবী = বাগদেবী।

ক + ব = গ + ব

দিক্ + বিজয় = দিগ্বিজয়।

ট + য = ড + য

ষট্ + যন্ত্র = যড়যন্ত্র

ত + গ = দ + গ

উৎ + গার = উদগার, উৎ + গিরণ = উদগিরণ, সদগুরু

ত + ঘ = দ + ঘ

উৎ + ঘাটন = উদঘাটন।

ত + ভ = দ + ভ

উৎ + ভব = উদভব।

ত + য = দ + য

উৎ + যোগ = উদ্যোগ, উৎ + যম = উদ্যম।

ত + র = দ + র

তৎ + রূপ = তদ্রূপ।

ত + ব = দ + ব

উৎ + বন্ধন = উদ্বন্ধন।

→ নাসিক্য ধ্বনি পরে থাকলে এবং পূর্ববর্তী অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি সেই বর্ণীয় ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি বা নাসিক্য ধ্বনি হয়ে যায়। অর্থাৎ ক/চ/ট/ত/প + ঙ/ঞ/ণ/ন/ম = গ/জ/ড/দ/ব অথবা ঙ/ঞ/ণ/ন/ম + ঙ/ঞ/ণ/ন/ম হয়। [শর্টকাট : প্রথম বর্ণ তৃতীয় বা পঞ্চম বর্ণীয় ধ্বনি হয়ে যায়] যেমন-

ক + ন = গ/ঙ + ন

দিচ্ + নির্ণয় = দিগনির্ণয়/দিঙনির্ণয়।

ক + ম = গ/ঙ + ম

বাক্ + ময় = বাঙময়।

ত + ন = দ/ন + ন

জগৎ + নাথ = জগন্নাথ, উৎ + নয়ন = উল্লয়ন, উল্লীত

ত + ম = দ/ন + ম

তৎ + মধ্যে = তদ্ব্যধ্যে/তদমধ্যে, মৃৎ + ময় = মৃন্ময়,

তৎ + ময় = তন্ময়, চিৎ + ময় = চিন্ময়।

→ 'ম' এর পরে কোন বর্ণীয় ধ্বনি বা স্পর্শ ধ্বনি আসলে 'ম' তার পরের ধ্বনির নাসিক্য ধ্বনি হয়ে যায়। [শর্টকাট : ম ধ্বনি + বর্ণীয় ধ্বনি/স্পর্শ ধ্বনি = নাসিক্য ধ্বনি + বর্ণীয় ধ্বনি]। যেমন-

ম + ক = ঙ + ক

শম্ + কা = শঙ্কা।

ম + ভ = ম + ভ ('ম' হল প বর্ণীয় ধ্বনির নাসিক্য ধ্বনি)

কিম্ + ভূত = কিম্বুত।

ম + চ = ঞ + চ

সম্ + চয় = সঞ্চয়।

ম + ন = ন + ন

কিম্ + নর = কিন্নর।

ম + ত = ন + ত

সম্ + তাপ = সন্তাপ, সম্ + ন্যাস = সন্ম্যাস।

ম + দ = ন + দ

সম্ + ধান = সন্ধান।

নোট : আধুনিক বাংলায় 'ম' এর পর কণ্ঠবর্ণীয় ধ্বনি থাকলে 'ম' এর স্থানে প্রায়ই 'ঙ' না হয়ে অনুস্বার (ং) হয়। যেমন- সম + গত = সংগত, অহম + কার = অহংকার, সম + গীত = সংগীত, সম + কীর্ত = সংকীর্ত, সম + ঘাত = সংঘাত, সম + গঠন = সংগঠন, সংখ্যা।

→ 'ম' এর পরে অন্তঃস্থ ধ্বনি (য, র, ল, ব) কিংবা উষ্ম ধ্বনি (শ, ষ, স, হ) থাকলে 'ম' এর স্থলে অনুস্বার 'ং' হয়।

সম্ + যম = সংযম

সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ

সম্ + বাদ = সংবাদ

সম্ + সার = সংসার

সম্ + যোজন = সংযোজন

সম্ + শোধন = সংশোধন

এরূপ- কিংবা, সংশয়, সংলাপ, সংবরণ, সংযোগ, সংহার, বারংবার, স্বয়ংবরা, সর্বসহা।

ব্যতিক্রম : সম্ + রাট = সম্রাট।

→ তালব্য অল্পপ্রাণ ধ্বনি (চ/জ) এর পর নাসিক্য ধ্বনি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) আসলে নাসিক্য ধ্বনিটিও তালব্য নাসিক্য (ঞ) হয়ে যায়। [শর্টকাট : চ/জ + ঙ/ঞ/ণ/ন/ম = চ/জ + ঞ]। যেমন-

চ + ন = চ + ঞ

যাচ্ + না = যাঞ্চা, রাজ্ + নী = রাজ্ঞী।

জ + ন = জ + ঞ

যজ্ + ন = যজ্ঞ।

→ 'দ/ধ' এর পরে অঘোষ বর্ণীয় ধ্বনি থাকলে 'দ/ধ' এর জায়গায় অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি (ত) হয়ে যায়। যেমন-

তদ্ + কাল = তৎকাল

তদ্ + পর = তৎপর

হৃদ + কম্প = হৃৎকম্প

ক্ষুধ্ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা

→ ঘোষ দন্ত্য ধ্বনি (দ/ধ) এর পরে 'স' (দন্ত্য স ধ্বনি) থাকলে 'দ/ধ' এর জায়গায় দন্ত্য অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি (ত) হয়। যেমন-

বিপদ্ + সংকুল = বিপৎসংকুল

তদ্ + সম = তৎসম

→ 'ষ' (মূর্ধন্য ষ ধ্বনি) এর পরে অঘোষ দন্ত্য ধ্বনি (ত, থ) থাকলে সেগুলো অঘোষ মূর্ধন্য ধ্বনি (ট, ঠ) হয়ে যায়। [শর্টকাট : ষ + ত/থ = ট/ঠ]। যেমন-

বৃষ্ + তি = বৃষ্টি

কৃষ্ + তি = কৃষ্টি

যষ্ + থ = যষ্ঠ

→ কিছু কিছু সন্ধি বিশেষ নিয়মে সাধিত হয়। এগুলোকে বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি বলে। যেমন-

উৎ + স্থান = উত্থান

পরি + কৃত = পরিকৃত

উৎ + স্থাপন = উত্থাপন

পরি + কার = পরিকার

সম্ + কৃত = সংস্কৃত

সম্ + কার = সংস্কার

মনে রাখুন :

উত্থান, উত্থাপন

পরিকৃত, পরিকার

সংস্কৃত, সংস্কৃতি, সংস্কার।

→ নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি

আ + চর্য = আশ্চর্য

গো + পদ = গোপদ

বন্ + পতি = বনস্পতি

বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি

দিব্ + লোক = দ্যুলোক

তৎ + কর = তৎকর

আ + পদ = আশ্পদ

ষট্ + দশ = ষোড়শ

পশ্চাৎ + অর্থ = পশ্চার্থ

মনস্ + ঈষা = মনীষা

হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র

বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বমিত্র

পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি	পর + পর = পরস্পর
এক + দশ = একাদশ	

০৩. সংস্কৃত বিসর্গ সন্ধি

যে দুইটি ধ্বনির মিলনে সন্ধি হবে, তাদের একটি যদি বিসর্গ হয়, তবে তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে। বিসর্গ সন্ধির নিয়মসমূহ জেনে নেই -

- পূর্ব পদে বিসর্গ (ঃ) থাকলে এবং পরপদে বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য, র, ল, ব, হ থাকলে বিসর্গ (ঃ) এর স্থলে ও-কার (৩) হয় এবং উক্ত ও-কার পূর্বপদে যুক্ত হয়। যেমন-

অঃ + জ = ও-কার (৩);

সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত, সরঃ + জ = সরোজ, মনঃ + জ = মনোজ

অঃ + গ = ও-কার (৩); মনঃ + গত = মনোগত
অঃ + দ = ও-কার (৩); ত্রয়ঃ + দশ = ত্রয়োদশ
অঃ + ধ = ও-কার (৩); তিরঃ + ধান = তিরোধান
অঃ + ব = ও-কার (৩);

সরঃ + বর = সরোবর, তপঃ + বন = তপোবন

অঃ + প = ও-কার (৩); শিরঃ + পরি = শিরোপরি
অঃ + ভ = ও-কার (৩); মনঃ + ভাব = মনোভাব
অঃ + ম = ও-কার (৩); অধঃ + মুখ = অধোমুখ
অঃ + য = ও-কার (৩); মনঃ + যোগ = মনোযোগ
অঃ + র = ও-কার (৩); মনঃ + রম = মনোরম
অঃ + ল = ও-কার (৩); যশঃ + লাভ = যশোলাভ
অঃ + হ = ও-কার (৩); পুরঃ + হিত = পুরোহিত

- পূর্ব পদের বিসর্গের (ঃ) পূর্বে 'অ' থাকলে এবং পরপদের 'অ' ব্যতীত অন্য স্বরবর্ণ থাকলে বিসর্গ (ঃ) লোপ পায় এবং সন্ধি না হয়ে পূর্বপদ ও পরপদ পাশাপাশি বসে। যেমন-

অঃ + আ = অআ; মনঃ + আশা = মন-আশা।
অঃ + ই = অই; যশঃ + ইচ্ছা = যশ-ইচ্ছা।
অঃ + উ = অউ; সদ্যঃ + উল্লিখিত = সদ্য-উল্লিখিত।
অঃ + এ = অএ; অতঃ + এব = অতএব।

- পূর্বপদের বিসর্গের (ঃ) পূর্বে 'ই/উ' থাকলে এবং পরপদের প্রথম বর্ণ 'র' হলে, পূর্বপদের বিসর্গ লোপ পায় এবং ই/উ এর পরিবর্তে 'ঈ' হয়। [শিটকাট : ইঃ/উঃ + র = ঈর/উর]। যেমন-

ইঃ + র = ঈর; নিঃ + রব = নীরব।
উঃ + র = উর; চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষুরোগ।

- পূর্বপদের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকলে এবং পরপদের শুরুতে বর্গের স্বরবর্ণ থাকলে, বিসর্গ এর স্থলে র্ হয়। যেমন-

বিসর্গ (ঃ) + অ = র; নিঃ + অবধি = নিরবধি।
বিসর্গ (ঃ) + আ = রা; নিঃ + আকার = নিরাকার।
বিসর্গ (ঃ) + ই = রি; জ্যোতিঃ + ইন্দ্র = জ্যোতিরিন্দ্র।
বিসর্গ (ঃ) + ঈ = রী; অন্তঃ + ঈক্ষ = অন্তরীক্ষ।

বিসর্গ (ঃ) + উ = রু; চক্ষুঃ + উন্নীলন = চক্ষুন্নীলন।
বিসর্গ (ঃ) + উ = রু; দুঃ + রূহ = দুরূহ।

- পূর্বপদের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকলে এবং পরপদে বর্গের স্বরবর্ণ, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ কিংবা য, র, ল, ব, হ থাকলে অ-কারের পরস্থিত র-জাত বিসর্গের স্থানে র্ হয় এবং তা পরপদের আদ্যবর্ণের সাথে যুক্ত হয়। যেমন-

অহঃ + অহ = অহরহ	নিঃ + গত = নির্গত
দুঃ + ঘটনা = দুর্ঘটনা	দুঃ + জন = দুর্জন
নিঃ + বর = নির্বর	অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান
পুনঃ + আয় = পুনরায়	অন্তঃ + গত = অন্তর্গত
দুঃ + ভাগ্য = দুর্ভাগ্য	পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম
নিঃ + যাতন = নির্যাতন	নিঃ + লজ্জ = নির্লজ্জ
অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত	অন্তঃ + ভুক্ত = অন্তর্ভুক্ত

- পূর্বপদের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকলে এবং পরপদের শুরুতে 'চ/ছ' থাকলে পূর্বপদের বিসর্গ (ঃ) এর পরিবর্তে 'শ' হয়। যেমন-

বিসর্গ (ঃ) + চ = শ; নিঃ + চয় = নিশ্চয়
বিসর্গ (ঃ) + ছ = শ; শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ

- পূর্বপদের শুরুতে বিসর্গ (ঃ) থাকলে এবং পরপদে 'ট/ঠ' থাকলে পূর্বপদের বিসর্গের স্থলে 'ষ' হয় এবং 'ট/ঠ' উক্ত 'ষ' এর সাথে যুক্ত বর্ণ তৈরি করে। যেমন-

বিসর্গ (ঃ) + ট = ষ্টি;

চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়, ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার।

বিসর্গ (ঃ) + ঠ = ষ্ঠ; নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর

- পূর্বপদে 'ই/উ' যুক্ত বিসর্গ থাকলে এবং পরপদের প্রথম বর্ণ ক/খ/প/ফ হলে, বিসর্গ মূর্ধ্য- 'ষ' তে পরিণত হয়। যেমন-
ইঃ + ক = ক্;

আবিঃ + কার = আবিক্কার, নিঃ + কর = নিক্কার।

ইঃ + প = প্;

ইঃ + ফ = ফ্;

উঃ + ক = ক্;

দুঃ + কর = দুক্কার, দুঃ + কৃতি = দুকৃতি, চতুঃকোণ।

উঃ + প = প্;

- পূর্বপদে 'অ/আ' যুক্ত বিসর্গ থাকলে এবং পরপদের প্রথম বর্ণ ক/খ/প/ফ হলে, বিসর্গ দন্ত্য- 'স' তে পরিণত হয়। যেমন-
অঃ + ক = ক্;

নমঃ + কার = নমক্কার, পুরঃ + কার = পুরক্কার, ।

অঃ + খ = খ্;

আঃ + প = প্;

আঃ + ক = ক্;

- পূর্বপদের শেষে বিসর্গ থাকলে এবং পরপদে স্ত, স্থ, স্প থাকলে বিসর্গ (ঃ) লোপ পায় না। যেমন-

বিসর্গ (ঃ) + স্ত = স্ত; নিঃ + স্তক = নিঃস্তবন্ধ

বিসর্গ (ঃ) + স্থ = স্থ; অন্তঃ + স্থ = অন্তঃস্থ

বিসর্গ (ঃ) + স্প = নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ

→ কোন কোন ক্ষেত্রে সন্ধির বিসর্গ (ঃ) লোপ পায় না। যেমন-

প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল,	মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট
শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া	

→ আরও কিছু বিসর্গ সন্ধি :

দুঃ + তর = দুস্তর	দুঃ + থ = দুস্থ
অহঃ + নিশা = অহর্নিশ	আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ

সমাস

☀ সমাস ভাষকে- [১১তম বিসিএস]

ক. বিস্তৃত করে খ. ভাষারূপ করে
গ. সংক্ষেপণ করে ঘ. অর্থবোধক করে উত্তর : গ

ব্যাক্য : সমাস মানে সংক্ষেপ [বাক্যে শব্দের ব্যবহার কমানোর জন্য সমাস ব্যবহার করা হয়], মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। অর্থসম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠন প্রক্রিয়াকে সমাস বলে।

- সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়। পদের বিভক্তি লোপ পায়।
- সমাসের রীতি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে। তবে খাঁটি বাংলা সমাসের দৃষ্টান্তও প্রচুর পাওয়া যায়।

সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য

সন্ধি	পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি ধ্বনির মিলন। যেমন- হিম + আলয় = হিমালয়। এখানে প্রথম পদের 'অ' ধ্বনির সাথে দ্বিতীয় পদের প্রথমের 'আ' ধ্বনির মিলন হয়ে আ-কার (।) হয়েছে।
সমাস	একাধিক শব্দে মিলন ঘটে। যেমন- দেশের সেবা = দেশসেবা। এখানে দুইটি শব্দকে সংক্ষেপ করে এক পদে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

সমাসের প্রতীতি : ৫ (পাঁচ) প্রকার।

সমস্ত পদ	সমস্যমান পদ	পূর্বপদ	পরপদ	ব্যাসবাক্য
----------	-------------	---------	------	------------

- সমস্ত পদ : সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাসনিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্ত পদ। যেমন : সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন। এখানে 'সিংহাসন' সমস্ত পদ।
- সমস্যমান পদ : সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে সমস্যমান পদ বলে। উপরের উদাহরণে সিংহ, চিহ্নিত, আসন প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা সমস্যমান পদ।
- পূর্বপদ ও পরপদ : সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশ-কে পূর্বপদ এবং পরবর্তী অংশ-কে উত্তরপদ বা পরপদ বলে। যেমন : দেশের সেবা = দেশসেবা। এখানে 'দেশের' হল পূর্বপদ এবং 'সেবা' হল পরপদ।

→ সমাসবাক্য/ব্যাসবাক্য/বিহবাক্য : সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয়, তার নাম সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য বা বিহবাক্য। যেমন- মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র। এখানে 'মুখ চন্দ্রের ন্যায়' হল ব্যাসবাক্য বা সমাসবাক্য বা বিহবাক্য।

উল্লেখ্য, একই সমস্ত পদ কয়েকভাবে ভেঙে কয়েকটি ব্যাসবাক্য তৈরি তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সঠিক ব্যাসবাক্যও কয়েকটি হতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যাসবাক্য অনুযায়ী সেটি কোন সমাস তা নির্ণয় করতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, ব্যাসবাক্যের সঙ্গে সমস্ত পদের অর্থসঙ্গতি যেন ঠিক থাকে। যেমন- বিপদে আপন্ন = বিপদাপন্ন। এই সমাসটিকে এভাবে ভাঙলে তা ভুল হবে। এটা করতে হবে, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন।

৪ সমাসের প্রকারভেদ

০১. দ্বন্দ্ব সমাস	০২. কর্মধারয় সমাস
০৩. তৎপুরুষ সমাস	০৪. বহুব্রীহি সমাস
০৫. দ্বিগু সমাস	০৬. অব্যয়ীভাব সমাস

অনেক ব্যাকরণবিদ দ্বিগু সমাসকে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। আবার অনেক ব্যাকরণবিদ কর্মধারয় সমাসকে তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। সমস্যমান পদের অর্থ বিবেচনা করে এই মত দিয়ে থাকেন। সমস্যমান পদ বা পূর্বপদ-পরপদের অর্থ বিবেচনা করলে মূলত সমাস চার (৪) প্রকার। যথা- দ্বন্দ্ব সমাস, তৎপুরুষ সমাস, বহুব্রীহি সমাস এবং অব্যয়ীভাব সমাস। এছাড়াও কিছু অপ্রধান সমাস রয়েছে- প্রাদি সমাস, নিত্য সমাস, অলুক সমাস প্রভৃতি।

অর্থ প্রাধান্যের ভিত্তিতে (সমাস চেনার উপায়)

পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য	পরপদের অর্থ প্রাধান্য	সমাস
আছে	আছে	দ্বন্দ্ব
নাই	আছে	কর্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু
আছে	নাই	অব্যয়ীভাব
নাই	নাই	বহুব্রীহি

ব্যাসবাক্য দেখে চেনার উপায়

ব্যাসবাক্যে থাকলে	সমাস হবে
এবং, ও, আর	দ্বন্দ্ব সমাস
যে, যিনি, যেটি	কর্মধারয়
বিভক্তি লোপ পেলো	তৎপুরুষ
সমাহার থাকলে	দ্বিগু
যার, যাতে	বহুব্রীহি
বিভক্তি লোপ না পেলো	অলুক

০১. দ্বন্দ্ব সমাস : যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদে-

একই ধরনের বিভক্তি	একই পদ
উভয় অংশের অর্থের প্রাধান্য (পূর্ণ অর্থ) থাকে	

তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন- তাল ও তমাল = তাল-তমাল, দোয়াত ও কলম = দোয়াত-কলম।

☀ কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? [২০তম বিসিএস]

ক. সিংহাসন
গ. কানাকানি

খ. ভাই-বোন
ঘ. গাছপাকা

উত্তর : খ

ভাই ও বোন = ভাই-বোন। এখানে পূর্বপদ 'ভাই' ও পরপদ 'বোন'। ব্যাসবাক্যে 'ভাই' ও 'বোন' দুজনকেই সমান প্রধান্য দেয়া হয়েছে, দুটোতেই শূন্য বিভক্তি রয়েছে এবং দুটো পদই বিশেষ্য পদ। অর্থাৎ তিনটি শর্তই পূরণ করেছে। তাই এটি দ্বন্দ্ব সমাস। এছাড়াও ব্যাসবাক্যে 'ও' রয়েছে।

৪ দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয় :

- মিলনার্থক শব্দযোগে : মা ও বাপ = মা-বাপ, ভাই-বোন (২০তম বিসিএস), মাসি-পিসি, জ্বিন-পরী, চা-বিস্কুট ইত্যাদি।
- বিরোধার্থক শব্দযোগে : দা ও কুমড়া = দা-কুমড়া, অহি ও নকুল = অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি।
- বিপরীতার্থক শব্দযোগে : আয় ও ব্যয় = আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো, লাভ-লোকসান ইত্যাদি।
- অঙ্গবাচক শব্দযোগে : হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, মাথা-মুণ্ড, নাক-মুখ ইত্যাদি।
- সংখ্যাবাচক শব্দযোগে : সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, সাত-সতের, উনিশ-বিশ ইত্যাদি।
- সমার্থক শব্দযোগে : হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, কল-কারখানা, মোল্লা-মৌলভি, খাতা-পত্র ইত্যাদি।
- প্রায় সমার্থক ও সহচর : কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া, ধৃতি-চাদর ইত্যাদি।
- দুটি সর্বনামযোগে : যা-তা, যে-সে, যথা-তথা, তুমি-আমি, এখানে-সেখানে ইত্যাদি।
- দুটি ক্রিয়াযোগে : দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা, দেওয়া-খাওয়া ইত্যাদি।
- দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে : ধীরে-সুস্থে, আগে-পাছে, আকারে-ইঙ্গিতে ইত্যাদি।
- দুটি বিশেষণযোগে : ভাল-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল, বাকি-বকেয়া ইত্যাদি।

☀ 'জলে-স্থলে' কী সমাস? [৩৭তম বিসিএস]

ক. সমার্থক দ্বন্দ্ব
গ. অলুক দ্বন্দ্ব

খ. বিপরীতার্থক
ঘ. একশেষ দ্বন্দ্ব

উত্তর : গ

❖ অলুক দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোন সমস্যমান পদের বিভক্তি সমস্ত পদে লোপ পায় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন: দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে (৩৭তম বিসিএস), দেশে-বিদেশে, হাতে-কলমে।

❖ একশেষ দ্বন্দ্ব : ব্যাসবাক্যের একাধিক শব্দ একপদে লুপ্ত হয় এবং বহুবচন হয়। যেমন : মানুষ মানুষ মানুষ = বহুমানুষ।

❖ বহুপদী দ্বন্দ্ব : তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। অর্থাৎ এখানেও দ্বন্দ্ব সমাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ উভয় পদ একই হবে, একই বিভক্তি থাকবে এবং উভয় পদের অর্থের প্রধান্য থাকবে। থাকবে কিন্তু পদের সংখ্যা তিন বা ততোধিক হবে। যেমন : সাহেব-বিবি-গোলাম, হাত-পা-নাক-মুখ, লাল-নীল-হলুদ ইত্যাদি।

০২. কর্মধারয় সমাস : যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন : নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম, শান্ত অথচ শিষ্ট = শান্তশিষ্ট, কাঁচা অথচ মিঠা = কাঁচামিঠা।

মনে রাখুন- ০২ (দুই) টি বিষয় খেয়াল করতে হবে

- পরপদের অর্থ প্রাধান্য থাকবে
- তুলনা

৪ কেমন হতে পারে কর্মধারয় সমাস?

দুইটি বিশেষণ একটি বিশেষ্যকে নির্দেশ করে-

যে চালাক সে চতুর = চালাক-চতুর। লক্ষ্য করুন, 'চালাক' ও 'চতুর' শব্দ দুটো (বিশেষণ) একটি ব্যক্তিকে (বিশেষ্য) নির্দেশ করছে। তাই এটি কর্মধারয় সমাস।

☀ 'জজ সাহেব' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩৫তম বিসিএস]

ক. দ্বিগু
গ. দ্বন্দ্ব

খ. কর্মধারয়
ঘ. বহুব্রীহি

উত্তর : খ

দুইটি বিশেষ্য পদ একটি ব্যক্তিকে নির্দেশ করে-

যিনি জজ তিনি সাহেব = জজ সাহেব [৩৫তম বিসিএস]। লক্ষ্য করুন, 'জজ' ও 'সাহেব' দুটো বিশেষ্য পদ একটি ব্যক্তিকেই নির্দেশ করছে। তাই এটি কর্মধারয় সমাস।

দুটি কৃদন্ত পদের সংযোগ

আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়ামোছা। পরম্পরা বোঝানোর ক্ষেত্রে দুটি কৃদন্ত পদের সংযোগ হলে সেটিকে কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

পূর্বপদে স্ত্রীবাচক → সমস্তপদে পুরুষবাচক হয়

সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা। ব্যাসবাক্যের পূর্বপদের স্ত্রীবাচক শব্দ 'সুন্দরী' সমস্তপদে পুরুষবাচক (সুন্দর) হয়েছে।

মহৎ ও মহান → মহা

মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান; মহান যে নবী = মহানবী। 'মহৎ' ও 'মহান' শব্দ দুটো সমস্তপদে 'মহা' হয়েছে। তাই এটি একটি কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ।

কু + স্বর ধ্বনি → কৎ

কু যে আচার = কদাচার।

রাজা → রাজ

মহান যে রাজা = মহারাজ। রাজা সাধিত হয়ে রাজ হয়।

বিশেষ্য আগে এবং বিশেষণ পরে-

অধম যে নর = নরাদম, সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ। সমস্তপদে বিশেষ্য (নর, আলু) আগে এবং (অধম, সিদ্ধ)।

উপরের সবগুলো ক্যাটাগরিতে উদাহরণসমূহের 'পরপদের অর্থ প্রাধান্য' পেয়েছে এবং একটি 'তুলনা' বোঝানো হয়েছে।

৪ কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ : (৪ প্রকার)

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	উপমান কর্মধারয়
উপমিত কর্মধারয়	রূপক কর্মধারয়

- মধ্যপদলোপী কর্মধারয় : যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ পায়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যথা- সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা, স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ, ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই, বাল মিশ্রিত মুড়ি = বালমুড়ি, পল মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন (বিরিয়ানির সমার্থক শব্দ), পানা ভরা পুকুর = পানা ভরা পুকুর, শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী = শিক্ষামন্ত্রী। প্রত্যেকটি সমস্তপদে ব্যাসবাক্যের মাঝের পদটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

☀ নিচের কোনটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয়-এর দৃষ্টান্ত? [১৩তম বিসিএস]

ক. ঘর থেকে ছাড়া = ঘরছাড়া

খ. অরুণের মত রাঙা = অরুণরাঙা

গ. ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী

ঘ. হাসিমাখা মুখ = হাসিমুখ

উত্তর : ঘ

উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাস

তিনটি বিষয় মনে রাখতে হবে-

→ উপমান : পরোক্ষ বস্তু (যার সাথে তুলনা করা হয়)

→ তুলনা করার জন্য বস্তুর সাধারণ ধর্ম

→ উপমেয় : প্রত্যক্ষ ব্যক্তি বা বস্তু (যে বস্তুর তুলনা করা হয়)

☀ প্রত্যক্ষ কোন বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয়- [২৭তম বিসিএস]

ক. উপমিত

খ. উপমান

গ. উপমেয়

ঘ. রূপক

উত্তর : গ

- উপমান কর্মধারয় : উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোন বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে উপমেয়, আর যার সাথে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় উপমান। উপমান ও উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। যেমন- ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণকেশ। এখানে ভ্রমর উপমান এবং কেশ উপমেয়। কৃষ্ণত্ব হলো সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয় তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যথা- তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র, অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণরাঙা।

প্রত্যক্ষ বস্তু বা উপমানের সাথে বস্তুর সাধারণ ধর্মের মিলন হলে তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে।

যেমন- তুষারের (উপমান) ন্যায় শুভ্র (সাধারণ ধর্ম)

যেমন- অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণরাঙা।

- উপমিত কর্মধারয় : সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। (এ ক্ষেত্রে সাধারণ গুণটিকে

অনুমান করে নেওয়া হয়) এ সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বে বসে। যেমন- মুখ চন্দ্রের ন্যায় = চন্দ্রমুখ, পুরুষ সিংহের ন্যায় = সিংহপুরুষ।

উপমানের সাথে উপমেয়ের মিলন হলে এবং সাধারণ ধর্মবাচক গুণ অনুমিত হলে তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। উল্লেখ্য উপমেয় পদটি আগে বসে।

যেমন : মুখ (উপমেয়) চন্দ্রের (উপমান) ন্যায় = মুখচন্দ্র।

পুরুষ (উপমেয়) সিংহের (উপমান) ন্যায় = পুরুষসিংহ।

শর্তকাট :

সত্য বিষয় হলে হবে 'উপমান কর্মধারয় সমাস'।

অসত্য বিষয় হলে হবে 'উপমিত কর্মধারয় সমাস'।

→ তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র (বিষয়টা সত্য)

→ মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র (বিষয়টা অসত্য, শুধু তুলনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এটি উপমিত কর্মধারয়।

☀ 'চাঁদমুখ' এর ব্যাসবাক্য হলো- [২৫তম বিসিএস]

ক. চাঁদ মুখের ন্যায়

খ. চাঁদের মত মুখ

গ. চাঁদ মুখ যার

ঘ. চাঁদ রূপ মুখ

উত্তর : খ, ঘ

ব্যাখ্যা : মুখ চাঁদের ন্যায় = চাঁদমুখ অথবা চাঁদের মত মুখ = চাঁদ হলে উপমিত কর্মধারয় সমাস হবে। চাঁদ রূপ মুখ = চাঁদমুখ হলে হবে রূপক কর্মধারয় সমাস (তবে সেক্ষেত্রে রূপক কর্মধারয় সমাসের শর্তসমূহ পূর্ণ করে না)।

- রূপক কর্মধারয় : উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়। এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে এবং উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যমান পদে 'রূপ' অথবা 'ই' যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়। যেমন- ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল, বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু, মন রূপ মাঝি = মনমাঝি।

শর্তকাট : যদি পূর্বপদ দেখা, ধরা, ছোঁয়া না যায়; যদি শুধু অনুভব করা যায় তাহলে সেটিকে বলা হয় রূপক কর্মধারয় সমাস। যেমন: উপরের উদাহরণসমূহে 'ক্রোধ', 'বিষাদ', 'মন' প্রভৃতি শুধু অনুভব করা যায়। ব্যতিক্রম : চাঁদ রূপ মুখ।

০৩. তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন- বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন।

শর্তকাট :

বিভক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে (অর্থাৎ পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পাবে) এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় যে সমাসে তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

৪ বিভিন্ন প্রকার তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ

- দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদের বিভক্তি (কে, রে) ইত্যাদি লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা- দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, বইকে পড়া = বই-পড়া।
ব্যাপ্তি অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী, ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী। এরকম : গা-ঢাকা, রথদেখা, বীজবোনা, ভাতরাঁধা, ছেলে-ভুলানো (ছড়া), নভেল-পড়া, আম-কুড়ানো, দুঃখাতীত, দেশত্যাগ, পৃষ্ঠপ্রদর্শন, বিস্ময়াপন্ন, ভূইফোঁড়, স্বর্গপ্রাপ্ত, হলুদবাটা ইত্যাদি।

☀ 'বিস্ময়াপন্ন' সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [৩৭তম বিসিএস]

- ক. বিস্ময় দ্বারা আপন্ন খ. বিস্ময়ে আপন্ন
গ. বিস্ময়কে আপন্ন ঘ. বিস্ময়ে যে আপন্ন উ : গ

- তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : মন দিয়ে গড়া = মনগড়া, শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ, মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা, জন দ্বারা আকীর্ণ = জনাকীর্ণ, পুষ্প দিয়া অঞ্জলি = পুষ্পাঞ্জলি।
এরূপ- গুণমুগ্ধ, চিনিপাতা, ছাইচাপা, জ্ঞানশূন্য, তেলেভাজা, তৃষগর্ত, বন্যার্ত, বাক-বিতণ্ডা, বিদ্যাহীন, বুদ্ধিদীপ্ত, মনগড়া, মধুমাখা, বাগদত্তা, ন্যায়সঙ্গত, স্বর্ণমণ্ডিত, মন্ত্রমুগ্ধ, শ্রমলব্ধ, রসাত্তিমিত্ত, মেঘশূন্য, শিশিরসিক্ত।

- চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা- গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি। আরামের জন্য কেদারা = আরামকেদারা, বসতের নিমিত্ত বাড়ি = বসতবাড়ি, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগল, তপের নিমিত্ত বন = তপোবন ইত্যাদি।
এরূপ- ছাত্রাবাস, ডাকমাণ্ডল, চোষকগজ, শিশুমঙ্গল, মুসাফিরখানা, হজ্জযাত্রা, মালগুদাম, রান্নাঘর, মাপকাঠি, বালিকা-বিদ্যালয়, পাগলাগারদ, দেবদত্ত ইত্যাদি।

- পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা- খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া, বিলাত হতে ফেরত = বিলাতফেরত, ইতি হতে আদি = ইত্যাদি, পরানের চেয়ে প্রিয় = পরানপ্রিয় ইত্যাদি।
এরূপ- মুখভ্রষ্ট, ঘরছাড়া, মেঘমুক্ত, জেলমুক্ত, পাপমুক্ত, দলছুট ইত্যাদি।

☀ 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩৮তম বিসিএস]

- ক. তৎপুরুষ খ. কর্মধারয়
গ. অব্যয়াভাব ঘ. বহুব্রীহি উত্তর : খ

- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা- চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজার পুত্র =

রাজপুত্র, খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট, বিশ্বের কবি = বিশ্বকবি, অহনের মধ্য = মধ্যাহ্ন, অহের অপর বা শেষ ভাগ = অপরাহ্ন, বিশ্ববিদ্যার আলয় = বিশ্ববিদ্যালয়, পুষ্পের সৌরভ = পুষ্পসৌরভ (৩৮তম বিসিএস)।
এরূপ- ছাত্রসমাজ, দেশসেবা, সন্ধ্যাপ্রদীপ, অর্ধচন্দ্র, সাহিত্যচর্চা, অর্ধপথ, দিল্লীশ্বর, বাদরনাচ, পাটক্ষেত, ছবিঘর, ঘোড়দৌড়, রাজপথ, খেয়াঘাট, রাজহাঁস, গণতন্ত্র, গল্পশ্রেণিক, রাজরানী, গুণগ্রাম, মৃগশিশু, চাবাগান, মানবহৃদয়, ছাগদুগ্ধ, মাতৃসেবা, বড়-ঝাপটা, ভোতাধিকার, ধানক্ষেত, নাতজামাই, শ্বশুরবাড়ি, বিড়ালছানা, সাহিত্যবিশারদ, পূজার্ঘ্য, পৌরসভা, পিতৃধন, কর্ণকুহর, পূর্বাহ্ন ইত্যাদি।

- অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস : ঘোড়ার ডিম, মাটির মানুষ, হাতের পাঁচ, মামার বাড়ি, সাপের পা, মনের মানুষ, কলের গান, ঘিয়ে ভাজা ইত্যাদি। কিন্তু, ভাতার পুত্র = ভাতপুত্র (নিপাতনে সিদ্ধ)

- সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য, তে) লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন- রঙ্গ ভরা = রঙ্গভরা, পূর্বে অশ্রুত = অশ্রুতপূর্ব, পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব, পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব।
এরূপ- সংখ্যালঘু, গাছপাকা, নরোধম, ছায়াশীতল, জলমগ্ন, দিবানিদ্ৰা।

- নঞ তৎপুরুষ সমাস : না বাচক নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা- ন আচার = অনাচার, ন কাতর = অকাতর, ন লৌকিক = অলৌকিক, নয় ধর্ম = অধর্ম, ন অতি দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ।
এরূপ- অনাদর, নাতিখর্ব, অভাব, বেতাল, বেআইনী, অস্থির, অসুখ, অনশন, অনুচিৎ, অচেনা, বেতমিজ, অকাল, অনিষ্ট, নাতিদূর, আকাঁড়া, অনৈক, অনাদর, অবিশ্বাস, আভাসা ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা ভাষায় অ, আ, না কিংবা অনা হয়। যেমন- ন কাল = অকাল বা আকাল। তদ্রূপ- আধোয়া, নামঞ্জুর, অকেজো, অজানা, অচেনা, আলুনি, নাছোড়, অনাবাদী, নাবালক ইত্যাদি।

- উপপদ তৎপুরুষ সমাস : যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয় সে পদকে উপপদ বলে। কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে বলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন- জলে চরে যা = জলচর, জল দেয় যে = জলদ, পক্ষে জন্মে যা = পক্ষজ, খ (আকাশ) চরে যে = খেচর, গিরিতে যে অবস্থান করে = গিরীশ, প্রিয় কথা বলে যে নারী = প্রিয়ংবদা, জলে মগ্ন = জলমগ্ন।
এরূপ- গৃহস্থ, সত্যবাদী, ইন্দ্রজিৎ ছেলেধরা, ধামাধরা, পকেটমার, পাতাচাটা, হাড়ভাঙ্গা, মাছিমারা, ছারপোকা, ঘরপোড়া, বর্ণচোরা, গলাকাটা, জলদ, বেতনভুগী, মধুপ, শূশাচারী, পা-চাটা, পাড়াবেড়ানি, ছা-পোষা ইত্যাদি।

শর্তকাট : কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের সমাস। প্রথমে উপপদ এবং পরে কৃদন্ত পদ যুক্ত হয়।

কৃদন্ত = কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদ। ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সাথে প্রত্যয় যুক্ত হয় কৃৎ প্রত্যয়।

- অলুক তৎপুরুষ সমাস : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন- গায়ে পড়া = গায়েপড়া। এরূপ- ঘিয়ে ভাজা, কলে ছাটা, কলের গান, গরুর গাড়ি ইত্যাদি।
- ০৪. বহুব্রীহি সমাস : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোন পদকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যথা- বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি। এখানে 'বহু' কিংবা 'ব্রীহি' কোনটিরই অর্থের প্রাধান্য নেই, যার বহু ধান আছে এমন লোককে বোঝাচ্ছে। নিচের উদাহরণগুলো দেখুন-
 - আয়ত লোচন যার = আয়তলোচন (স্ত্রী), মহান আত্মা যার = মহাত্মা, স্বচ্ছ সলিল যার = স্বচ্ছসলিল, নীল বসন যার = নীলবসনা, স্থির প্রতিজ্ঞা যার = স্থিরপ্রতিজ্ঞ, ধীর বুদ্ধি যার = ধীরবুদ্ধি।
- বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ
 - সমানাদিকরণ বহুব্রীহি : পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাদিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন- হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী, খোশ মেজাজ যার = খোশমেজাজ, নীল অম্বর যার = নীলাম্বর, কথা সর্বস্ব যার = কথাসর্বস্ব, দু কান কাটা যার = দু কানকাটা, বোঁটা খসেছে যার = বোঁটাখসা। এরূপ- হতসর্বস্ব, উচ্চশির, পীতাম্বর, নীলকণ্ঠ, জবরদস্তি, সুশীল, সুশ্রী, বদবখ্ত, কমবখ্ত ইত্যাদি।
 - ব্যাদিকরণ বহুব্রীহি : বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনটিই যদি বিশেষণ না হয়, তবে তাকে বলে ব্যাদিকরণ বহুব্রীহি। যেমন- আশীতে (দাঁতে) বিষ যার = আশীবিষ, কথা সর্বস্ব যার = কথাসর্বস্ব।
- ☀ 'লাঠালাঠি' শব্দটির সমাস- [১৭তম ও ২৬তম বিসিএস]
ক. প্রাদি খ. ব্যতিহার বহুব্রীহি
গ. তৎপুরুষ ঘ. কর্মধারয় উত্তর : খ
- ব্যতিহার বহুব্রীহি : ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। যথা : হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা = কানাকানি। এমনি ভাবে- চুলাচুলি, কাড়াকাড়ি, গালাগালি, দেখাদেখি, লাঠালাঠি [১৭তম ও ২৬তম বিসিএস], হাসাহাসি, গুঁতাগুঁতি, ঘুষাঘুষি ইত্যাদি।
- ☀ বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদ কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]
ক. জনশ্রুতি খ. অনমনীয়
গ. খাসমহল ঘ. তপোবন উত্তর : খ
- নঞ বহুব্রীহি : ন (নাই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান, বে (নাই) হেড যার = বেহেড, না (নাই) চারা (উপায়) যার =

নাচার। নি (নাই) ভুল যার = নির্ভুল, না (নয়) জানা যা = নাজানা, অজানা ইত্যাদি। এরকম- নাহক, নিরুপায়, নির্বঙ্গটি, অবুঝ, অকেজো, বেপরোয়া, বেহঁশ, বেতার অনমনীয় ইত্যাদি।

- মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি : বিভালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিভালচোখী, হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি। এমনি ভাবে- গায়ে হলুদ, মেনিমুখো ইত্যাদি।
- প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি। যথা- এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার = একচোখা (চোখ + আ), ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো (মুখ + ও), নিঃ (নেই) খরচ যার = নি-খরচে (খরচ+এ)। এরকম- দোঁটানা, দোমনা, একগুঁয়ে, অকেজো, একঘরে, দোনলা, দোতলা, উনপাঁজুরে ইত্যাদি।
- অলুক বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোন পরিবর্তন হয় না, তাকে অলুক বহুব্রীহি বলে। অলুক বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয়। যথা : মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি, গলায় গামছা যার = গলায়গামছা (লোকটি), মুখে ভাত (শিশুকে) দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = মুখে-ভাত। এরূপ- হাতে-ছড়ি, কানে-কলম, গায়ে-পড়া, হাতে-বেড়ি, মাথায়-ছাতা, কানে-খাটো ইত্যাদি।
- সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি : পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বলা হয়। এ সমাসে সমস্তপদে 'আ' 'ই' যুক্ত হয়। যথা- দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি, চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা। এরূপ- একগুঁয়ে, সাতনরি, একরোখা, চতুষ্কোণ, দোতলা, দোলনা, একতারা, সেতার, দিচক্র, চারপেয়ে, ত্রিশূল, চারপেয়ে, দশহাতি, শতমূলী, চারহাতি, তেপায়া ইত্যাদি।

শর্তকাট :

যার সমস্ত পদ বিশেষণ হবে এবং পূর্বপদ সংখ্যাবাচক তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বলে। দ্বিগু সমাসে সমস্ত পদ হয় বিশেষ্য।

- নিপাতনে সিদ্ধ : দু দিকে অপ যার = দ্বীপ, অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ, নরাকারের পশু যে = নরপশু, জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্যূত, পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ ইত্যাদি।
- ☀ যে সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং সমস্ত পদের দ্বারা সমাহার বোঝায় তাকে বলে- [২৫তম বিসিএস]
ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. বহুব্রীহি সমাস
গ. রূপক ঘ. দ্বিগু উত্তর : ঘ
- ০৫. দ্বিগু সমাস : সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসে সমাসনিষ্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয়।

যেমন- তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, চৌরাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা, তিন মাথার সমাহার = তেমাথা, শত অন্দের সমাহার = শতান্দী, পঞ্চবটের সমাহার- পঞ্চবটী, ত্রি (তিন) পদের সমাহার = ত্রিপদী ইত্যাদি। এরূপ- অষ্টধাতু, চতুর্ভুজ, চতুরঙ্গ, ত্রিমোহিনী, তেরনদী, পঞ্চভূত, সাতসমুদ্র ইত্যাদি।

শর্টকাট :

যার সমস্ত পদ বিশেষ্য হবে এবং পূর্বপদ সংখ্যাবাচক হবে তাকে দ্বিগুণ সমাস বলে। সংখ্যাবাচক বহুব্রীহিতে সমস্তপদ হয় 'বিশেষণ'।

০৬. অব্যয়ীভাব সমাস : পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিম্নলিখিত সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

মনে রাখুন :

↔ 'পূর্বপদে' অব্যয়যোগে নিম্নলিখিত সমাস।

↔ 'অব্যয়' বলতে বোঝায়, এমন কিছু শব্দ যাতে বিভক্তি যোগ করা যায় না, পুরুষ বা মহিলাবাচক করা যায় না, একবচন বা বহুবচন করা যায় না।

শর্টকাট :

একটি বাক্য মনে রাখুন : আহা নিরাপরাধ বেবিদের উপকারের প্রতি যথার্থ উৎসাহ অনুগ্রহ থাকা উচিত। [যদি কোন সমাসের প্রথম বর্ণ বা বর্ণ দুটো 'আ', 'হা', 'নির', 'বে', 'বি', 'উপ', 'প্র', 'প্রতি', 'যথা', 'উৎ' 'অনু' প্রভৃতি হয়, তাহলে সেই সমাসটি অব্যয়ীভাব হয়।]

- ৪ নিচের উদাহরণগুলোতে অব্যয়ীভাব সমাস দেখানো হলো :
- পর্যন্ত (আ) : সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক, আগা থেকে পাছ ও তলা পর্যন্ত = আগাপাছতলা, মরণ পর্যন্ত = আমরণ, জীবন পর্যন্ত = আজীবন, শৈশবের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত = আশৈশব।
 - ঈষৎ (আ) : ঈষৎ নত = আনত (৩১তম বিসিএস), ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম। [ব্যতিক্রম : ঈষৎ লম্বা = লম্বাটে]
 - অভাব (হা) : ভাতের অভাব = হা-ভাতে।
 - অভাব (নিঃ = নির) : আমিষের অভাব = নিরামিষ, ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা, জলের অভাব = নির্জল, উৎসাহের অভাব = নিরুৎসাহ।
 - অভাব (বে) : মানানের অভাব = বেমানান, হায়ার অভাব = বেহায়া।
 - সামীপ্য (উপ) : কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ, কূলের সমীপে = উপকূল।
 - সাদৃশ্য (উপ) : শহরের সদৃশ = উপশহর, গ্রহের তুল্য = উপগ্রহ, বনের সদৃশ = উপবন, কথার সদৃশ = উপকথা, নদীর সদৃশ = উপনদী, জেলার সদৃশ = উপজেলা, আচার্যের সদৃশ = উপাচার্য, ভাষার সদৃশ = উপভাষা। [ব্যতিক্রম : বিম্বের সদৃশ = প্রতিবিম্ব]
 - ক্ষুদ্র অর্থে (উপ) : উপগ্রহ, উপনদী।
 - দূরবর্তী অর্থে (প্র, পর) : অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ। এরূপ- প্রপিতামহ।

- প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি) : প্রতিচ্ছায়া, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবিম্ব।
- প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থে (প্রতি) : বিরুদ্ধ পক্ষ = প্রতিপক্ষ, বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল, প্রত্যুত্তর।
- বিপ্সা (অনু, প্রতি, ফি, হর) : দিন দিন = প্রতি দিন, ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণে, ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ, হপ্তা হপ্তা = ফিহপ্তা, রোজ রোজ = হররোজ।
- বিরোধ (প্রতি) : বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ, বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল।
- অনতিক্রম্যতা (যথা) : রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি, সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য, অর্থকে অতিক্রম না করে = যথার্থ, ইষ্টকে অতিক্রম না করে = যথেষ্ট, ইচ্ছাকে অতিক্রম না করে = যথেষ্ট। এরূপ- যথাবিধি, যথাযোগ্য ইত্যাদি।
- অতিক্রান্ত (উৎ) : বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল, শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল, বেগকে অতিক্রান্ত = উদ্বেগ। [ব্যতিক্রম : মাত্রাকে অতিক্রান্ত = অতিমাত্র]
- পশ্চাৎ (অনু) : পশ্চাৎ গমন = অনুগমন, পশ্চাৎ ধাবন = অনুধাবন, তাপের পশ্চাৎ = অনুতাপ, মানের পশ্চাৎ = অনুমান।
- পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে : পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ।

- ৪ প্রাদি সমাস : প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তবে তাকে প্রাদি সমাস বলে। যথা- প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন। এরূপ- পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ, অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ = অনুতাপ, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত (আলোকিত) = প্রভাত, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) গতি = প্রগতি ইত্যাদি।

- ☀ যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না কিংবা করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয়, তাকে বলা হয়- [২৩তম বিসিএস] ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. অব্যয়ীভাব সমাস গ. নিত্য সমাস ঘ. কর্মধারয় সমাস উত্তর : গ

- ৪ নিত্যসমাস : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্যসমাস বলে। তদর্থকবাচক ব্যাখ্যামূলক শব্দ বা বাক্যাংশ যোগে এগুলোর বিশদ করতে হয়। যেমন-

সহজে মনে রাখুন : সমস্ত পদে 'অন্তর' ও 'মাত্র' শব্দ দুটো লুকানো থাকলে সেটিকে বলা হয় নিত্যসমাস। এখানে অন্তর = অন্য এবং মাত্র = কেবল।

- সমস্ত পদে 'অন্তর' শব্দটি লুকায়িত থাকলে : অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, অন্য গ্রহ = গ্রহান্তর, অন্য ভাষা = ভাষান্তর, অন্য দেশ = দেশান্তর।
- সমস্ত পদে 'মাত্র' শব্দটি লুকায়িত থাকলে : কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, কেবল দেখা = দেখামাত্র, কেবল শোন = শোনামাত্র, কেবল বলা = বলামাত্র।
- অন্যান্য নিত্য সমাস

তুমি আমি ও সে = আমরা	দুই এবং নব্বই = বিরানব্বই
কাল (যম) তুল্য সাপ = কালসাপ	